Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা
আগস্ট ২০০২

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

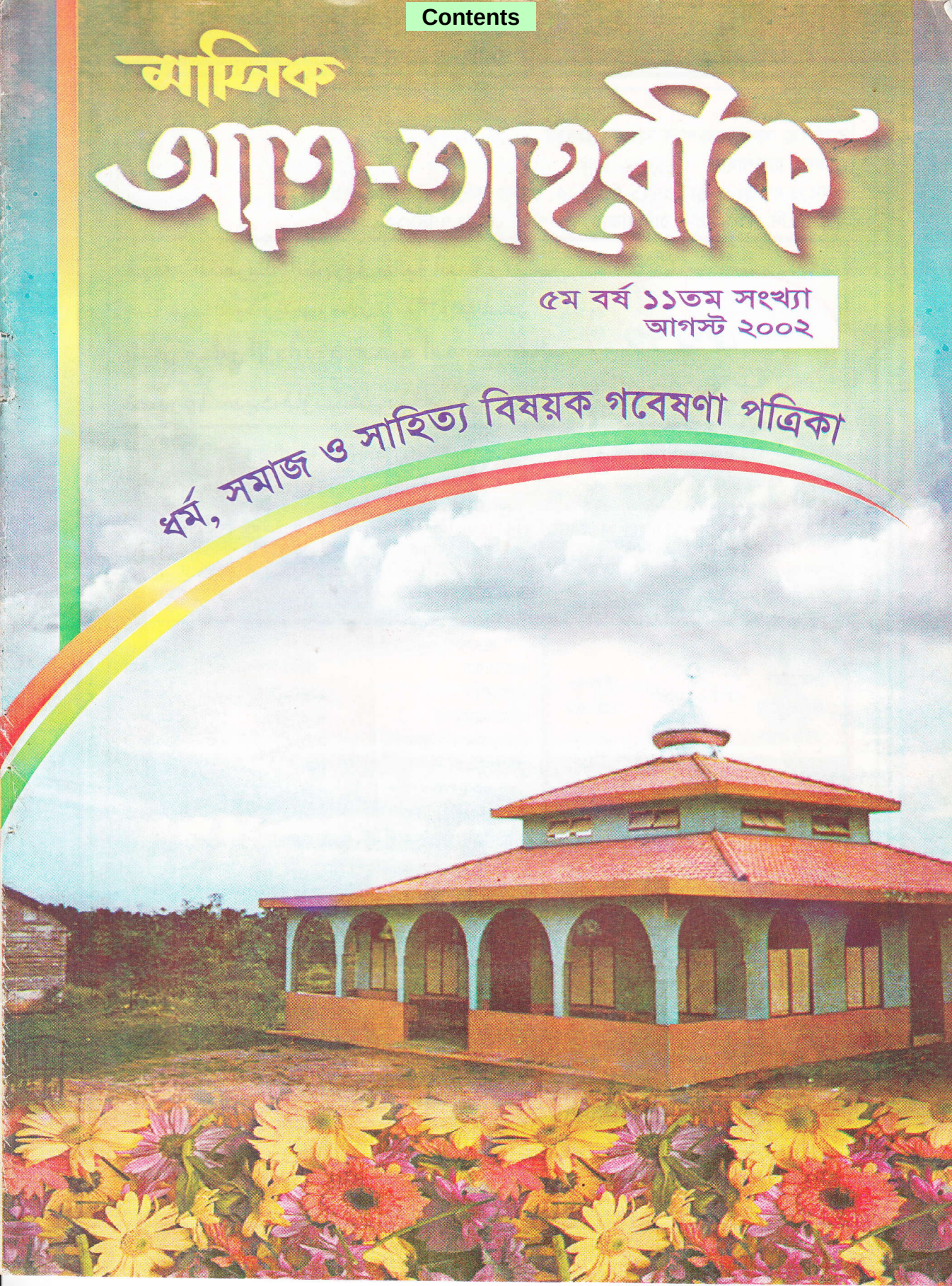

প্রকাশক ঃ

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

কাজলা, রাজশাহী।

ফোন ও ফ্যাক্সঃ (অনুঃ) ০৭২১-৭৬০৫২৫, ফোনঃ (অনুঃ) ৭৬১৩৭৮, ৭৬১৭৪১

মুদ্রণে ঃ দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী, ফোনঃ ৭৭৪৬১২।

رب زدنى علما

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

جلد:٥ عدد: ١١، جمادى الأولى و جمادى الثانية ١٤٢٣هـ/اغسطس ٢٠٠٢م

رئيس مجلس الإدارة: د. محمد أسد الله الغالب

تصدرها حديث فاؤنديشن بنغلاديش

প্রচ্ছদ পরিচিত ঃ জমঈয়াতু এহইয়াইত তুরাছ আল-ইসলামী কর্তৃক নির্মিত ইন্দোনেশিয়ার একটি মসজিদ।

Mothly **AT-TAHREEK** an extra-Ordinary Islamic research Journal of Bangladesh directed to Salafi Path based on pure Tawheed and Sahih Sunnah. Enriched with valuable writings of renowned Columnists and writes of home and abroad, aiming at establishing a pure islamic society in Banladesh. Some of regular columns of the Journal are: 1. Dars-i- Quran 2. Dars-i- Hadees 3. Research Articles. 4. Lives of Sahaba & Pioneers of Islam 5. Wonder of Science 6. Health & Medicine 7. News : Home & Abroad & Muslim world. 8. Pages for Women 9. Children 10. Poetry 11. Fatawa etc.

বিজ্ঞাপনের হার

শেষ প্রচ্ছদ	ঃ	৪০০০/-
দ্বিতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩৫০০/-
তৃতীয় প্রচ্ছদ	ঃ	৩০০০/-
সাধারণ পূর্ণ পৃষ্ঠা	ঃ	২০০০/-
সাধারণ অর্ধ পৃষ্ঠা	ঃ	১২০০/-
সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৭০০/-
সাধারণ অর্ধ সিকি পৃষ্ঠা	ঃ	৩৫০/-

● স্থায়ী, বার্ষিক ও নিয়মিত (ন্যূনপক্ষে ৩ সংখ্যা) বিজ্ঞাপনের ক্ষেত্রে বিশেষ কমিশনের ব্যবস্থা আছে।

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদার হার ঃ

দেশের নাম	রেজিঃ ডাক	সাধারণ ডাক
বাংলাদেশ	১৫৫/= (ষান্মাষিক ৮০/=)	= = =
এশিয়া মহাদেশ ঃ	৬০০/=	৫৩০/=
ভারত, নেপাল ও ভুটান ঃ	৪১০/=	৩৪০/=
পাকিস্তান ঃ	৫৪০/=	৪৭০/-
ইউরোপ, অষ্ট্রেলিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ	৭৪০/=	৬৭০/=
আমেরিকা মহাদেশ ঃ	৮৭০/=	৮০০/=

ভি, পি, পি যোগে পত্রিকা নিতে চাইলে ৫০% টাকা অগ্রিম পাঠাতে হবে।

বছরের যে কোন সময় গ্রাহক হওয়া যায়।

ড্রাফট বা চেক পাঠানোর জন্য একাউন্ট নম্বর ঃ মাসিক আত-তাহরীক এস, এন, ডি - ১১৫, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংক, সাহেব বাজার শাখা, রাজশাহী, বাংলাদেশ। ফোনঃ ৭৭৫১৬১, ৭৭৫১৭১।

Monthly **AT-TAHRAEEK**

Cheif Editor : Dr. Muhammad Asadullah Al- Ghalib.

Editor : Muhammad Sakawat Hossain.

Published by : Hadees Foundation Bangladesh.

Kajla, Rajshahi, Bangladesh.

Yearly subscription at home Regd. Post. Tk. 155/00 & Tk. 80/00 for six months.

Mailing Address : Editor, Monthly AT-TAHREEK

NAWDAPARA MADRASAH (Air port Road) P.O. SAPURA, RAJSHAHI.

Ph & Fax : (0721) 760525, Ph : (0721) 761378

Contents

মাসিক

بسم الله الرحمن الرحيم

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية و دينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৫ম বর্ষঃ	১১তম সংখ্যা
জুমাঃ উলা -জুমঃ ছানিয়া	১৪২৩ হিঃ
শ্রাবণ - ভাদ্র	১৪০৯ বাং
আগষ্ট	২০০২ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

সম্পাদক
মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান

বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

যোগাযোগঃ

নির্বাহী সম্পাদক, মাসিক **আত-তাহরীক**
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমান বন্দর রোড),
পোঃ সপুরা, রাজশাহী।
মাদরাসা ও 'আত-তাহরীক' অফিস ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৩৭৮
সার্কুঃ ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭-৯৪৪৯১১
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১।

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (বাসা) ৭৬০৫২৫।

ঢাকাঃ
তাওহীদ ট্রাষ্ট অফিস ফোন ও ফ্যাক্সঃ ৮৯১৬৭৯২।
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯।

হাদিয়াঃ ১০ টাকা মাত্র।

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- **সম্পাদকীয়** ০২
- **প্রবন্ধঃ**
  - শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) ০৩
    - মুহাম্মাদ হারূন আযীযী নদভী (২য় কিস্তি)
  - বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা ০৭
    - হাফেয মাসঊদ আহমাদ
  - ইসলামী শিক্ষা নিয়ে কিছু কথা ১৩
    - মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন
  - মুসাফির ও মেহমানদারী ১৭
    - আব্দুর রহমান
  - ইসলামে ধূমপান ১৯
    - মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া
- **সাময়িক প্রসঙ্গ ঃ** ২১
  - সন্ত্রাসঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
    - মুহাম্মাদ মুজীবুর রহমান (গত সংখ্যার পর)
- **ছাহাবা চরিতঃ** ২৪
  - হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)
    - নূরুল ইসলাম (২য় কিস্তি)
- **নবীনদের পাতাঃ** ২৬
  - ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তার প্রতিকার
    - মুহিব্বুর রহমান হেলাল (২য় কিস্তি)
- **হাদীছের গল্পেঃ** ২৮
  - ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বক্ষণে বিশেষ তিনটি আলামত *- মুযাফ্ফর বিন মুহসিন*
- **চিকিৎসা জগৎঃ** ৩১
  - গরমে শিশুর যত্ন
- **ক্ষেত-খামারঃ** ৩২
  - বন্যা কবলিত এলাকায় পশু-পাখির জন্য করণীয়
- **কবিতা** ৩৩
- **সোনামণিদের পাতা** ৩৪
- **স্বদেশ-বিদেশ** ৩৮
- **মুসলিম জাহান** ৪২
- **বিজ্ঞান ও বিস্ময়** ৪৪
- **সংগঠন সংবাদ** ৪৬
- **প্রশ্নোত্তর** ৪৮

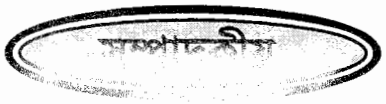

বিস [illegible] হীম

সম্পাদকীয়

জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করুন

ড্রাইভার গাড়ী ষ্টার্ট দেওয়ার পূর্বেই তার লক্ষ্য নির্ধারণ করে নেয়। অতঃপর গিয়ারে দেওয়ার সাথে সাথে লক্ষ্যপথে এগিয়ে চলতে থাকে। লক্ষ্য নির্ধারণ না করে গাড়ী ছাড়লে এক্সিডেন্ট অবশ্যম্ভাবী। গাড়ী চালকের এই ভূমিকার সাথে রাষ্ট্র চালকের তুলনা করা চলে। ব্যক্তি হৌক বা দল হৌক চালকের ভূমিকায় যিনি বা যাঁরা থাকবেন, তাদেরকে প্রথমে লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার সময় তার নেগেটিভ কারণ ছিল হিন্দুদের অত্যাচার থেকে মুসলমানদের বাঁচানো। আর পজেটিভ কারণ ছিল ইসলামী বিধান অনুযায়ী শাসিত একটি মডেল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। কিন্তু পাকিস্তান লাভ করার পর ড্রাইভারের সীটে বসা ব্যক্তিগণ তাদের ঘোষিত লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হ'লেন এবং 'ইসলাম' তাদের একটি পলিটিক্যাল স্ট্যান্ট হয়ে দাঁড়ালো মাত্র। কথায় কথায় ইসলামের জাবর তুললেও ইসলামের উল্লেখযোগ্য কোন বিধান তাঁরা রাষ্ট্রীয়ভাবে চালু করেননি। লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হওয়ায় পাকিস্তানের চলমান গাড়ী মাত্র ২৪ বছরের মাথায় এক্সিডেন্ট করে ভেঙ্গে দু'টুকরো হয়ে গেল। অথচ তাদের নেতারাই একসময় গর্ব করে বলতেন 'পাকিস্তান টিকে থাকার জন্যই এসেছে'। এর উপরে জনগণের আবেগ সৃষ্টি করার জন্য বলতেন, 'পাকিস্তান ইসলামের নামে সৃষ্ট। এর রক্ষক স্বয়ং আল্লাহ'। এই নিখাদ সত্যগুলির পিছনে লুকিয়ে ছিল নেতাদের স্বার্থপরতা, দায়িত্বহীনতা, বিলাসিতা ও লক্ষ্যহীন মানসিকতা। তবুও বলব, পাকিস্তানীদের একটি ঘোষিত লক্ষ্য ছিল, 'ইসলাম'। যা জনগণের মুখে মুখে ফিরতো। ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ঐতিহাসিক পাক-ভারত যুদ্ধের প্রাক্কালে আইয়ুব খানের ইসলামী আবেগপূর্ণ গুরুগম্ভীর রেডিও ভাষণ যারা স্বকর্ণে শুনেছিলেন, মনে হয় আজও তাদের কানে সে ভাষণের ঝংকার ধ্বনি শুনতে পাবেন। তাদের প্রাণে সে ভাষণের আবেগ অনুভব করবেন। সমস্ত দেশ সে ভাষণের সাথে যেন একাট্টা হয়ে গিয়েছিল। ঐ ছোট বেলায় আমরা তরুণ ছেলেদের মাঠে জড়ো করে লেফট-রাইট করেছি। ভারতীয় যুদ্ধ বিমান উড়তে দেখলেই আকাশে মাটির ঢেলা ছুঁড়ে মেরেছি। অর্থাৎ রাষ্ট্রনেতার সাথে প্রজা সাধারণের হৃদয়ের আবেগ একাকার হয়ে সেদিন যে মহাশক্তির উত্থান ঘটেছিল, তার কাছে পরাজয় ঘটেছিল বিশাল ভারতের সুসজ্জিত সেনাবাহিনীর। আমি নির্দ্বিধায় বলব, সেই বিপদের দিনে পাকিস্তানের জাতীয় ঐক্যের একমাত্র সেতুবন্ধন ছিল 'ইসলাম'। একে অস্বীকারকারী ব্যক্তি দিবসে সূর্য না দেখা চামচিকা ছাড়া কিছুই নয়। আজকের ন্যায় তখনও এদেশে হিন্দুরা বসবাস করতেন। তাদের দেশপ্রেম মোটেই কম ছিল না। মুসলমান প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাই-ভাই হিসাবে তারা একত্রে সামাজিক জীবন যাপন করতেন। দাদা-কাকা, পিসি-মাসী ইত্যাদি স্নেহমাখা আহ্বান এখনো কানে শুনতে পাই। হিন্দু-মুসলিম দুই প্রতিবেশী তাদের কোন সামাজিক অনুষ্ঠানে কাউকে কখনো বাদ দিত বলে জানতাম না। একে অপরের বিপদে সর্বদা এগিয়ে যেত। 'পাকিস্তানী' বলে গর্ব করতে সাধারণ হিন্দুদের মধ্যে কখনো সংকোচ দেখিনি। অবশ্য স্বার্থপর দুষ্টমতি লোকদের কথা স্বতন্ত্র।

পক্ষান্তরে আজকে যদি বাংলাদেশের নেতৃবৃন্দকে জিজ্ঞেস করি, বাংলাদেশের জাতীয় লক্ষ্য কি? এদেশের জাতীয় ঐক্যের মানদণ্ড কি? তখন মুজিবপন্থীরা বলবেন, 'ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ'; জিয়াপন্থীরা বলবেন 'জাতীয়তাবাদ'; ইসলামপন্থীরা বলবেন 'ইসলাম'। যারা কোন পন্থী নয়, তারা বলবেন চাই দু'মুঠো ভাত। ফলে সরকার আসছে আর যাচ্ছে, দেশের কোন উন্নতি নেই। জনগণের মধ্যে জাতীয় ঐক্য নেই। নেই কোন জাতীয় ভিত্তিক রাজনৈতিক লক্ষ্য। যখন যে দল ক্ষমতায় আসে, তখন সে দল তার নিজের মত করে শিক্ষা ও প্রশাসন ব্যবস্থা ঢেলে সাজাতে চায়। কিন্তু বিরোধী দলের তোপের মুখে পড়ে সে দলটি সাফল্য ও ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে তার পাঁচ বছর সময়সীমা অতিবাহিত করে। পরবর্তী সরকার এসে একইভাবে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে পথ চলে। এভাবে একটি দেশ জাতীয়ভাবে পঙ্গু হয়ে যায়। বাংলাদেশের অবস্থাও তাই।

বর্তমান জোট সরকার ক্ষমতায় আসলে দেশপ্রেমিক জনগণ আশায় বুক বেঁধেছিল। এখনো যে তারা সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছে, তা নয়। কিন্তু আশানুরূপ কিছু না পেয়ে অনেকে মুষড়ে পড়েছেন। আমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হবো না। বরং সরকার ও প্রশাসনে যারা আছেন, তাদের সুমতি ও হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র নিকটে প্রার্থনা করব।

আমরা বলব, জোট সরকারকে সবার আগে জাতীয় লক্ষ্য নির্ধারণ করতে হবে। তাঁরা কোন্ মত-পথের উপরে দেশ পরিচালনা করবেন, সে বিষয়ে আগে নিজেরা পরিষ্কার হ'তে হবে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে Anti-Indian ও Pro-Indian দু'টি ধারা এ দেশে কাজ করে। বর্তমান জোট সরকার ১ম ধারার সমর্থকদের এবং বিগত সরকারের যুলম-নির্যাতনের বিরুদ্ধে আবেগ সঞ্জাত। বলা চলে এগুলি কোন আদর্শিক সমর্থন নয়। বরং এক প্রকার নেগেটিভ সমর্থন। আর নেগেটিভ সমর্থন মূলতঃ স্থায়ী কোন সমর্থন নয়। তা মস্তিষ্ককে আঘাত করলেও হৃদয়ের গভীরে আবেদন সৃষ্টি করতে পারে না।

বিদ্যমান সংসদীয় পদ্ধতির সরকার ব্যবস্থায় জনপ্রতিনিধি নয়, দল প্রতিনিধিরা সংসদে প্রবেশ করেন দলের শিখণ্ডী হিসাবে। যাদের অধিকাংশ সংসদকে ব্যবহার করেন তাদের ব্যক্তি ও গোষ্ঠী স্বার্থে। যারা জাতীয় সংসদের বৈঠকে যোগদানের চাইতে ও সংসদীয় কার্যক্রমকে প্রাণবন্ত করার চাইতে সচিবালয়ে তদ্বিবের কাজেই সময় ব্যয় করেন বেশী। ভোটে নির্বাচিত হবার অহংকারে তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করেন। ভোটাররা যেন তাদের পাঁচ বছর লুট-পাটের লাইসেন্স দিয়েছে। সরকারী ও বিরোধী দল পরস্পরের বিরোধী হওয়ায় দুই দলের ঝগড়ার ক্ষেত্র হিসাবে জাতীয় সংসদকে ব্যবহার করা হয়। অর্ধযুগ পূর্বের এক হিসাব অনুযায়ী জাতীয় সংসদ পরিচালনায় প্রতি মিনিটে ব্যয় হয় সর্বসাকুল্যে ১৫ হাযার টাকা। অথচ সেখানে বলে হাসি-ঠাট্টা, পরচর্চা, পরনিন্দা, নোংরা কথন নিয়মিত বিষয়ে পরিণত হয়েছে। অতএব এটা নিশ্চিত যে, দলতন্ত্রের দ্বারা কখনোই জাতীয় ঐক্য সম্ভব নয়। জাতীয় সংসদে বসে ঠাণ্ডা মাথায় কোন বিষয়ে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেওয়াও বর্তমান পদ্ধতিতে সম্ভব নয়। বহু সত্যের ধারণা (Plurality of truth) মানব সমাজে বিশৃংখলা বৈ ঐক্য প্রতিষ্ঠা করতে অক্ষম। কেননা মানব রচিত কোন বিধান আত্মকেন্দ্রিক সংকীর্ণতার কারণেই কখনো সার্বজনীনতায় রূপ নিতে পারে না। একমাত্র মানব স্রষ্টা আল্লাহ প্রেরিত অহি-র বিধানের মধ্যেই সার্বজনীন সত্যের সন্ধান পাওয়া সম্ভব। কিন্তু কোন দলই তাকে উদারভাবে গ্রহণ করতে পারছে না, স্ব স্ব ব্যক্তি ও গোষ্ঠীস্বার্থ এবং সীমাহীন লালসা চরিতার্থের পথে বাধা সৃষ্টি হবার আশংকায়। আমরা মনে করি বাংলাদেশের জাতীয় সংহতি ও ঐক্য প্রতিষ্ঠার একমাত্র পথই হ'ল ইসলামের ব্যাপক ও উদার Concept ভিত্তিক একটি আদর্শ ও কল্যাণমুখী রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা গড়ে তোলা ও সেই লক্ষ্যে সর্বাগ্রে শিক্ষাব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো। নিঃসন্দেহে সেই শিক্ষাব্যবস্থা হ'তে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ্র আলোকে। প্রগতির নামে কোন বিজাতীয় মতবাদ কিংবা ইসলামের নামে কোন মাযহাবী বা মারেফতী সংকীর্ণতাবাদ সেখানে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। বর্তমানের সরকারী ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক সমাজ ব্যবস্থার অন্ধ গলিপথ থেকে উদ্ধার করে জনগণকে ইসলামের উদার ও আলোকোজ্জ্বল রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। ইসলামী খেলাফতের স্বর্ণোজ্জ্বল দিনগুলি ফিরিয়ে আনতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হ'লে ইনশাআল্লাহ আমরা আল্লাহ্র অনুগ্রহ প্রাপ্ত হব। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন- আমীন! (স.স.)।

শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ)

*মুহাম্মাদ হারূণ আযীযী নদভী**

(২য় কিস্তি)

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সৌন্দর্যের বর্ণনাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সৌন্দর্যের বর্ণনা শেষ হবে না। কথা, কাজ, চলাফেরা ও আচার-ব্যবহার ইত্যাদি সবদিক দিয়ে তিনি ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর। তাঁর শারীরিক সৌন্দর্যও ছিল অতুলনীয় এবং অদ্বিতীয়।

১. আনাস (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) ছিলেন সবার চেয়ে বেশী সুন্দর'।[২৯]

২. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশী সুন্দর কোন বস্তু কোন দিন দেখিনি'।[৩০]

৩. জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'এক চাঁদনী রাতে আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে তাকিয়ে দেখলাম, তাঁর পরনে ছিল একজোড়া লাল রং-এর পোশাক। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দিকে এবং চাঁদের দিকে তাকাতে লাগলাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কেই আমার কাছে চাঁদের চেয়েও অনেক অনেক বেশী সুন্দর মনে হ'ল'।[৩১]

৪. আলী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্বে ও পরে তাঁর মত কোন ব্যক্তি দেখিনি'।[৩২]

৫. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশী সুন্দর কিছু দেখিনি। তাঁর কপালে যেন সূর্য প্রবাহিত ছিল'।[৩৩]

৬. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন লোকজনের মধ্যে সবচেয়ে বেশী সুন্দর'।[৩৪]

৭. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শারীরিক গঠন অত্যন্ত সুন্দর ছিল'।[৩৫]

৮. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পরে তাঁর মত কাউকে দেখিনি'।[৩৬]

৯. আনাস (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্বে ও পরে তাঁর মত কাউকে দেখিনি'।[৩৭]

১০. জাবের ইবনু আব্দিল্লাহ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পর তাঁর সদৃশ কাউকে দেখিনি'।[৩৮]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা মুবারকের বর্ণনাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল ও চেহারা অতি সুন্দর, চাঁদের ন্যায় উজ্জ্বল ও গোলাকার ছিল।

১. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, 'লোকদের মধ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল ছিল সর্বাধিক সুন্দর'।[৩৯]

২. বারা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, নবী (ছাঃ)-এর চেহারা কি তরবারীর ন্যায় চকচকে ও লম্বা ছিল? তিনি বললেন, না; বরং চাঁদের ন্যায় (স্নিগ্ধ ও) উজ্জ্বল ছিল'।[৪০]

৩. আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত 'একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অত্যন্ত উৎফুল্ল চিত্তে তার নিকট প্রবেশ করলেন। (খুশীর আমেজে) তাঁর কপালের রেখাগুলিও যেন চমকাচ্ছিল'।[৪১]

৪. কা'ব ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, 'একদিন আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে যখন সালাম করলাম, তখন তাঁর মুখমণ্ডল খুশীর আমেজে চমকাচ্ছিল। আর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অবস্থা ছিল এই যে, যখন তিনি (কোন কারণে) উৎফুল্ল হ'তেন, তখন তাঁর মুখমণ্ডল ঔজ্জ্বল্যের কারণে চমকাতে থাকত। মনে হ'ত, যেন চাঁদের একটি টুকরো। আর আমরা এটা তাঁর চেহারার ঔজ্জ্বল্য দেখেই আঁচ করতে পারতাম'।[৪২]

৫. জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মুখমণ্ডল ছিল চাঁদ-সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল এবং গোলাকার'।[৪৩]

৬. আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘামের ফোটা তাঁর চেহারায় মুক্তার মত দেখাত'।[৪৪]

৭. আবূত্ তুফাইল (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল, আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ, তিনি ছিলেন সাদা বর্ণের সুন্দর সুশ্রী চেহারা বিশিষ্ট'।[৪৫]

৮. জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন বড় মুখ-গহ্বর বিশিষ্ট'।[৪৬]

৯. ওমর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাঁতগুলি ছিল অত্যন্ত সুন্দর'।[৪৭]

১০. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গণ্ডদ্বয় ছিল কোমল, মসৃণ ও লাবণ্যময়ী'।[৪৮]

---

* খত্বীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

২৯. বুখারী হা/৬০৩৩; মুসলিম হা/২৩০৭; তিরমিযী, হা/১৬৮৫।
৩০. বুখারী, হা/৩৫৫১; মুসলিম হা/২৩৩৭; শামায়েল ৩।
৩১. তিরমিযী, কিতাবুল আদাব, হা/২৮১১; শামায়েল হা/৮; দারিমী ১/৩০; মুস্তাদরাক ৪/৩০৪ পৃঃ, হা/৭৪৬১।
৩২. তিরমিযী, কিতাবুল মানাক্বেব, হা/৩৬৪১; শামায়েল ৫; মুসনাদু আহমাদ ১/৯৬ পৃঃ, হা/৭৪৬; মুস্তাদরাক ২/৬০৬ পৃঃ।
৩৩. ইবনে সা'দ ১/৩১৯ পৃঃ; ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৩১৮; মুসনাদু আহমাদ ২/৩৮০ পৃঃ, হা/৮৯৩০।
৩৪. বায়হাক্বী, ছহীহুল জামিউছ ছাগীর হা/৪৬৩৩।
৩৫. বুখারী, হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪৭; শামায়েলে তিরমিযী, পৃঃ ১৪।
৩৬. বুখারী, হা/৫৯০৯। ৩৭. বুখারী হা/৫৯০৭।
৩৮. বুখারী, কিতাবুল-লিবাস, হা/৫৯১২।
৩৯. বুখারী, হা/৩৫৪৯; মুসলিম হা/২৩৩৭।
৪০. বুখারী, হা/৩৫৫২; তিরমিযী, মানাক্বেব অধ্যায়, হা/৩৬৪০; শামায়েল ৯; দারেমী ১/৩২; আহমাদ ৪/২৮১ পৃঃ।
৪১. বুখারী, হা/৩৫৫৫; মুসলিম, হা/১৪৫৯।
৪২. বুখারী হা/৩৫৫৬; মুসলিম হা/২৭৬৯।
৪৩. ছহীহুল জামিউছ ছাগীর হা/৪৮৩৭।
৪৪. ইবনে সা'দ ১/৩১৬ পৃঃ; মুখতাছারুছ ছহীহ মিনাশ শামায়েল, পৃঃ ৯।
৪৫. মুসলিম হা/২৩৪০; ইবনে সা'দ ১/৩২০পৃঃ; আহমাদ ৫/৪৫৪ পৃঃ।
৪৬. মুসলিম হা/২৩৩৯; তিরমিযী, মানাক্বেব অধ্যায়, হা/৩৬৪৯; শামায়েল ৭; আহমাদ ৫/৮৮ পৃঃ।
৪৭. মুসলিম হা/১৪৭৯; আবূ ইয়া'লা ১৬৪।
৪৮. বায়হাক্বী, ছহীহুল জামিউছ ছাগীর হা/৬৩৩।

কপালের বর্ণনাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কপাল ছিল প্রশস্ত। যখন 'অহি' নাযিল হ'ত, তখন ঘাম ঝরে পড়ত এবং ঘামের ফোঁটাগুলি তাঁর কপালে মণি-মুক্তার মত দেখাত।

আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর 'অহি' নাযিল হওয়ার পর তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তে দেখেছি'।[৪৯]

যায়েদ ইবনে ছাবেত (রাঃ) বলেন, 'যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উপর 'অহি' নাযিল হ'ত, তখন তিনি গম্ভীর হয়ে যেতেন এবং তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়ত মুক্তার ন্যায়। অথচ তা ছিল শীতকালে'।[৫০]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেয়ে বেশী সুন্দর আর কিছু দেখিনি। তাঁর কপালে যেন সূর্য চলাচল করত'।[৫১]

চক্ষুদ্বয়ের বর্ণনাঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় ছিল লম্বা ভ্রু যুক্ত কালো। চোখের তারকা ছিল ঘোর কৃষ্ণবর্ণের এবং চোখের পাতার চুল ছিল কোমল ও দীর্ঘ।

১. আবু হুরায়রা '(রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় ছিল সুরমা রঙের এবং চোখের পাতা ছিল দীর্ঘ কোমল'।[৫২]

২. জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চক্ষুদ্বয় ছিল লাল ডোরাযুক্ত'। অর্থাৎ চক্ষুদ্বয়ের সাদা অংশে লাল আভা মিশ্রিত ছিল।[৫৩]

৩. হযরত আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চক্ষুদ্বয়ের তারকা ছিল কালো, উভয় চোখের পাতা ছিল লোম বিশিষ্ট'।[৫৪]

মস্তকের বর্ণনাঃ

১. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মস্তক ছিল আকারে বড়'।[৫৫]

২. আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মস্তকের আকৃতি ছিল বড়'।[৫৬]

হাতদ্বয়ের বর্ণনাঃ

১. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উভয় হাত ছিল মাংসল ও আকারে বড়'।[৫৭]

২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উভয় হাত গোস্তে পূর্ণ ছিল'।[৫৮]

৩. আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাতের তালু গোশতে পুরু ছিল'।[৫৯]

হাতের কোমলতাঃ

১. আনাস (রাঃ) বলেন, 'কোন রেশম কিংবা কোন গরদকেও আমি নবী (ছাঃ)-এর হাতের তালু অপেক্ষা অধিকতর কোমল পাইনি'।[৬০]

হাতের শীতলতা ও সুগন্ধিঃ

আবূ জুহাইফা (রাঃ) বলেন, 'আমি একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাত টেনে নিয়ে আমার মুখের উপর রাখলাম, আমার মনে হ'ল যেন তাঁর হাত বরফের চেয়েও অধিকতর শীতল এবং মেশ্‌ক এর চেয়েও অধিকতর সুগন্ধিযুক্ত'।[৬১]

২. জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ) আমার গণ্ডদ্বয়ে হাত মুছে দিলেন, আমি তাঁর হাতের শীতলতা অনুভব করলাম আর এমন সুগন্ধি পেলাম, মনে হ'ল যেন তা আতর বিক্রেতার ভাণ্ড থেকে এক্ষণি বের করলেন'।[৬২]

বগলদ্বয়ের বর্ণনাঃ

১. আব্দুল্লাহ ইবনে মালেক (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন সিজদা করতেন তখন হাতকে পার্শ্ব থেকে দূরে করতেন এমনকি উভয় বগলের শুভ্রতা দেখা দিত'।[৬৩]

২. আনাস (রাঃ) বলেন, 'ইস্তেসক্বার সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উভয় হাত এতটা উত্তোলন করতেন যে, তার বগলদ্বয়ের শুভ্রতা পরিদৃষ্ট হ'ত'।[৬৪]

উভয় কাঁধের বর্ণনাঃ

'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উভয় কাঁধের মধ্যবর্তী স্থান প্রশস্ত ছিল'।[৬৫]

পিঠের বর্ণনাঃ

১. মুহাব্বিশ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পিঠের দিকে একদা আমি দেখলাম। মনে হ'ল যেন রূপা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে'।[৬৬]

২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন উভয় কাঁধ থেকে চাদর সরাতেন তখন (পিঠকে) মনে হ'ত যেন চাঁদি দ্বারা তৈরী করা'।[৬৭]

---

৪৯. *বুখারী, হা/২।*
৫০. *আবূ নু'আইম; ত্বাবরানী, শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবাণী, সিলসিলাহ ছহীহা, হা/২০৮৮।*
৫১. *ছহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৩১৮।*
৫২. *বায়হাক্বী, ছহীহুল জামিউছ ছাগীর হা/৪৬৩৩।*
৫৩. *মুসলিম হা/২৩৩৯; তিরমিযী হা/৩৬৪৭; মুসনাদে আহমাদ ৫/৮৬।*
৫৪. *বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর, ৪৬২১।*
৫৫. *সহীহুল জামেঃ হা/৪৮১৯।*
৫৬. *বায়হাক্বী; ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর, হা/৪৮২০।*
৫৭. *ছহীহ বুখারী হা/৫৯০৭।*
৫৮. *বায়হাক্বী, আহমাদ, সিলসিলা ছহীহা হা/২০৯৫।*
৫৯. *ইবনে সা'দ ১/৩১৬, মুখতাছারু ছহীহ শামায়েল, ৯; মুখতাছারু সীরাতুন্নবী, পৃঃ ৬৯।*
৬০. *ছহীহ বুখারী হা/৩৫৬১; মুসলিম হা/২৩৩০; আহমাদ ৩/১০৭।*
৬১. *ছহীহ বুখারী হা/৩৫৫৩; আহমাদ ৪/৩০৯।*
৬২. *মুসলিম হা/২৩২৯।*
৬৩. *বুখারী হা/৩৯০; মুসলিম হা/৪৯৫।*
৬৪. *বুখারী হা/৩৫৬৫।*
৬৫. *বুখারী হা/৩৫৪৯; আবূদাঊদ হা/৪১৮৩; তিরমিযী হা/১৭২৪।*
৬৬. *আহমাদ ৪/৬৯ পৃঃ, হা/১৬৭৫৭, নাসাঈ ৫/১৯৯।*
৬৭. *বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর, হা/৪৬৩৩।*

মাসরূবা-এর বর্ণনাঃ

বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত কেশের সরু রেখাকে আরবী ভাষায় 'মাসরূবা' বলা হয়।

আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) লম্বা মাসরূবা বিশিষ্ট ছিলেন'। অর্থাৎ তাঁর বক্ষদেশ থেকে নাভি পর্যন্ত কেশের একটি সুন্দর রেখা বিস্তৃত ছিল'।[৬৮]

পায়ের গোছার বর্ণনাঃ

আবূ জুহাইফা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁবু থেকে বের হ'লেন। মনে হচ্ছে যেন আমি এখনো তাঁর পায়ের গোছার ঔজ্জ্বল্য দেখতে পাচ্ছি'।[৬৯]

পা দ্বয়ের বর্ণনাঃ

১. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পাযুগল ছিল মাংসল ও বড় আকৃতির'।[৭০]

২. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর পা দু'টি গোশতে পুরু ছিল'।[৭১]

৩. হযরত জাবের (রাঃ) বলেন, 'নবী করীম (ছাঃ)-এর উভয় হাত-পা গোশতে পুরু ছিল'।[৭২]

৪. আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের কাছে আসলেন তখন আমরা নিজেদের বিছানায় শুয়েছিলাম। আমি তাঁকে দেখে উঠতে যাচ্ছিলাম। কিন্তু তিনি বললেন, তোমরা উভয়ে নিজ নিজ স্থানে থাক। তিনি আমাদের দু'জনের মাঝে এমনভাবে বসে পড়লেন যে, আমি আমার বক্ষস্থলে তাঁর পদতলদ্বয়ের শীতলতা অনুভব করলাম'।[৭৩]

পায়ের গোড়ালীর বর্ণনাঃ

জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর গোড়ালী ছিল অল্প মাংসল'।[৭৪]

শরীরের রংঃ

১. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর শরীরের রং ছিল গোলাপী। না ধবধবে সাদা ছিল, না একেবারে কড়া বাদামী'।[৭৫]

২. আবুত তুফায়েল (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছিলেন সাদা বর্ণের'।[৭৬]

ঘামের বর্ণনাঃ

১. উম্মে সুলাইম (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে ঘাম নির্গত হ'ত অনেক'।[৭৭]

২. আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘামের ফোঁটা তাঁর চেহারায় মুক্তার দানার মত দেখাত'।[৭৮]

৩. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘামের চেয়ে অধিক সুগন্ধময় কোন ঘাম আমি কোন দিন শুঁকিনি'।[৭৯]

৪. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদের ঘরে আসলেন এবং ক্বায়লুলা করলেন অর্থাৎ ঘুমিয়ে পড়লেন। অতঃপর তার শরীর থেকে ঘাম নির্গত হ'তে লাগল। আমার মা একটি শিশিতে নির্গত ঘাম জমা করতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হঠাৎ জেগে উঠে জিজ্ঞেস করলেন, 'হে উম্মে সুলাইম! তুমি এটি কি করছ? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ হ'ল আপনার ঘাম। এগুলিকে আমি আমাদের সুগন্ধির সাথে মিশাব। আর আপনার ঘাম হ'ল সবার সেরা সুগন্ধি'।[৮০]

৫. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি প্রচণ্ড শীতের দিনেও রাসূলুল্লাহ্র উপর 'অহি' নাযিল হওয়ার পর তাঁর কপাল থেকে ঘাম ঝরে পড়তে দেখেছি'।[৮১]

৬. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘাম মুক্তার দানার মত মনে হ'ত'।[৮২]

৭. জাবের (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন রাস্তায় বের হ'তেন তখন কেউ পিছনে বের হ'লে সে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ঘামের সুগন্ধির কারণে বুঝতে পারত যে, তিনি বের হয়েছেন'।[৮৩]

শরীরের সুগন্ধিঃ

১. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো সুগন্ধি ফিরিয়ে দিতেন না'।[৮৪]

২. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'সুগন্ধি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে খুবই পসন্দনীয় ছিল'।[৮৫]

৩. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যে ঘর থেকে বের হ'লেন তা আমরা বুঝতাম তাঁর সুগন্ধির কারণে'।[৮৬]

৫. ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোথাও আগমন করলে তা তাঁর খুশবো দ্বারা বুঝা যেত'।[৮৭]

খতমে নুবুওয়াত বা নবুয়তের মোহরঃ

১. সায়িব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, আমার খালা আমাকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট নিয়ে গেলেন এবং

---

৬৮. *তিরমিযী হা/৩৬৪১; হাকেম ২/৬০৬; আহমাদ হা/৭৪৬।*
৬৯. *বুখারী হা/৩৫৬৬; মুসলিম হা/৫০৩।*
৭০. *ছহীহ বুখারী হা/৫৯০৭।*
৭১. *ছহীহ বুখারী, হা/৫৯০৯।*
৭২. *বুখারী হা/৫৯১২।*
৭৩. *ছহীহ বুখারী হা/৩৭০৫।*
৭৪. *মুসলিম হা/২৩৩৯; তিরমিযী হা/৩৬৪৭; আহমদ ৫/৮৬।*
৭৫. *ছহীহ বুখারী হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪৭; আহমাদ ৩/২৪০।*
৭৬. *মুসলিম হা/২৩৪০; আহমদ ৫/৪৫৪।*
৭৭. *মুসলিম হা/২৩৩২; আহমাদ ৬/৩৭৬ পৃঃ, হা/২৭৬৫৮।*
৭৮. *ইবনে সা'দ ১/৩১৬।*
৭৯. *বুখারী হা/৩৫৬১; মুসলিম হা/২৩৩০।*
৮০. *মুসলিম হা/২৩৩১।*
৮১. *ছহীহ বুখারী হা/২।*
৮২. *মুখতাছার মুসলিম হা/১৫৬৯।*
৮৩. *দারিমী ১/৩২।*
৮৪. *বুখারী হা/২৫৮২।*
৮৫. *আবূদাঊদ ৪০৭৪; মুসনাদে আহমাদ ৬/১৩২।*
৮৬. *ইবনে সা'দ ১/৩৯৯; সিলসিলা ছহীহা ৫/১৬৯।*
৮৭. *দারেমী ১/৩২; সিলসিলা ছহীহা হা/২১৩৭।*

বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমার বোনের ছেলেটি রোগাক্রান্ত (তার জন্য দো'আ করুন)। তখন তিনি আমার মাথায় হাত বুলালেন এবং আমার জন্য বরকতের দো'আ করলেন। তারপর তিনি ওযূ করলেন। আমি তাঁর ওযূর অবশিষ্ট পানি পান করলাম। অতঃপর আমি তাঁর পশ্চাতে গিয়ে দাঁড়ালাম এবং তাঁর দু'কাঁধের মাঝখানে দেখলাম 'মোহরে নুবুওয়াত' তাঁবুর (প্রবেশ দ্বারের) পর্দার বোতামের ন্যায় চকচক করছে'।[৮৮]

২. জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দু'কাঁধের মাঝখানে 'মোহরে নুবুওয়াত' দেখেছি। তা ছিল কবুতরের ডিমের মত লাল বর্ণের একটি মাংসপিণ্ড'।[৮৯]

৩. আবূ যায়েদ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, 'হে আবূ যায়েদ! আমার নিকটে এসো এবং আমার পিঠে হাত বুলাও'। তখন আমি তাঁর পিঠে হাত বুলালাম। আমার আঙ্গুলগুলি 'খাতম'টির উপর পড়ল। রাবী জিজ্ঞেস করলেন, 'খাতম' আবার কি? তিনি (আবূ যায়েদ) বললেন, একস্থানে একত্রিত কয়েকটি চুল'।[৯০]

৪. আবূ নাদরা আউফী বলেন, আমি আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'মোহরে নুবুওয়াত' সম্পর্কে, তিনি বলেন, তা ছিল তাঁর পিঠে একটি উদ্গত গোশতের খণ্ড বিশেষ'।[৯১]

৫. আব্দুল্লাহ ইবনু সারজিস (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে আসলাম তখন তিনি ছাহাবীদের সাথে বসেছিলেন। আমি ঘুরে পিছনে গিয়ে বসলাম। আমার মনোবাঞ্ছা বুঝতে পেরে তিনি পিঠ থেকে চাদরটি সরিয়ে দিলেন। তখন আমি তাঁর দুই কাঁধের উপরে 'খাতম' এর স্থানটি দেখতে পাই। যার আকৃতি মুষ্টিবদ্ধ আঙ্গুলগুলির মত মনে হ'ল'।[৯২]

৬. বুরায়দা (রাঃ) বলেন, 'সালমান ফারেসী (রাঃ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'মোহরে নুবুওয়াত' দেখে ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন'।[৯৩]

৭. উম্মে খালেদ (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর 'মোহরে নুবুওয়াত' ধরে খেলা করছিলাম। আমার পিতা আমাকে ধমক দিলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তাকে ছেড়ে দাও'।[৯৪]

চুলের বর্ণনাঃ

১. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল ছিল খুবই কালো'।[৯৫]

২. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল অত্যধিক কুঞ্চিতও ছিলনা এবং একেবারে সোজাও ছিল না'।[৯৬]

৩. আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল ছিল স্বল্প কুঞ্চিত'।[৯৭]

৪. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল তাঁর দুই কানের মধ্য পর্যন্ত লম্বা ছিল'।[৯৮]

৫. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল দুই কানের লতি পর্যন্ত পৌঁছত'।[৯৯]

৬. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল উভয় কানের লতি পর্যন্ত লম্বা ছিল'।[১০০]

৭. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল ছিল 'ওয়াফরাহ'র চেয়ে বেশী এবং 'জিম্মা'র চেয়ে কম'।[১০১]

৮. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, 'লাল চাদর ও লাল লুঙ্গি পরিহিত 'লিম্মাহ' তথা ঘাড় পর্যন্ত প্রলম্বিত চুল ওয়ালা কোন ব্যক্তিকেই আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপেক্ষা অধিক সুন্দর দেখিনি'।[১০২]

উল্লেখ্য যে, উপরোক্ত হাদীছদ্বয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথার চুল সম্পর্কে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, তাঁর চুল রাখার ধরণ তিন প্রকার ছিল। 'যিম্মাহ', 'লিম্মাহ' ও 'ওয়াফরাহ'। মাথার চুল লম্বা হয়ে কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'যিম্মাহ' বলা হয়, ঘাড়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁছলে তাকে 'লিম্মাহ' বলা হয়। আর যদি কর্ণমূল বা কর্ণদ্বয়ের মধ্যভাগ পর্যন্ত পৌঁছে তাকে বলা হয় 'ওয়াফরাহ'। এই তিন ধরণ ব্যতীত তিনি অন্য কোন রকম চুল রেখেছিলেন বলে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না।

৯. ক্বাতাদাহ (রাঃ) বলেন, আমি আনাস (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল কেমন ছিল? তিনি উত্তরে বললেন, 'তাঁর চুল ছিল স্বল্প কুঞ্চিত। একেবারে অধিক কোঁকড়ানোও নয় আবার সটান সোজাও নয়। উভয় কর্ণ এবং কাঁধের মধ্যখানে ছিল'।[১০৩]

১০. আনাস (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল তাঁর উভয় কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছত'।[১০৪]

১১. বারা ইবনে আযেব (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চুল তাঁর দু'কাঁধ পর্যন্ত পৌঁছত'।[১০৫]

১২. উম্মে হানী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একবার আমাদের কাছে মক্কায় আসলেন এমনভাবে যে, তখন তাঁর মাথার চুল চার গুচ্ছে বিভক্ত ছিল'।[১০৬]

---

৮৮. ছহীহ বুখারী ৩/৪৩৮; মুসলিম হা/২৩৪৫।
৮৯. মুসলিম হা/২৩৪৪; তিরমিযী হা/৩৬৪৭; শামায়েল, ১৫।
৯০. আহমাদ ৫/৭৭; ইবনে সা'দ ১/৪২৬; ইবনে হিব্বান ২০৯৬; মুস্তাদরাক ২/৬০৬; মুখতাছারু শামায়েল-শায়খ আলবানী পৃঃ ১৭।
৯১. মুখতাছারু শামায়েলে তিরমিযী-১৯; মুসনাদে আহমাদ ৩/৬৯ পৃঃ।
৯২. মুসলিম হা/২৩৪৬; আহমাদ ৫/৮২; ইবনে সা'দ ১/৪২৬; শামায়েল- ২০।
৯৩. আহমাদ ৫/৩৫৪; মুস্তাদরাক ৩/৫৯৯; শামায়েলে তিরমিযী- ১৮ পৃঃ।
৯৪. বুখারী হা/৩০৭১।
৯৫. বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে'-ছাগীর, হা/৪৬৩৩।
৯৬. বুখারী হা/৩৫৪৭; মুসলিম হা/২৩৪৭।
৯৭. তিরমিযী, শামায়েল- ১০; সিলসিলা ছহীহা হা/২০৫৩; ছহীহুল জামিউছ ছাগীর হা/৪৬১৯।
৯৮. আবূদাঊদ হা/৪১৮৬; মুসলিম হা/২৩৩৮; নাসাঈ হা/৫২৪৯।
৯৯. বুখারী হা/৩৫৫১; মুসলিম হা/২৩৩৭; আবূদাঊদ হা/৪১৮৪; নাসাঈ হা/৫২৪৭।
১০০. আবূদাঊদ হা/৪১৮৫; নাসাঈ হা/৫০৭৬।
১০১. আবূদাঊদ হা/৪১৮৭; তিরমিযী হা/১৭৫৫; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৫ শামায়েল- ২২; ইবনু সা'দ ১/৪২৪; আহমাদ ৬/১০৮।
১০২. মুসলিম হা/২৩৩৭; আবূদাঊদ হা/৪১৮৩; তিরমিযী হা/১৭২৪; নাসাঈ হা/৫২৪৮।
১০৩. বুখারী হা/৫৯০৫; মুসলিম হা/২৩৩৮।
১০৪. বুখারী হা/৫৯০৩; মুসলিম হা/২৩৩৮।
১০৫. বুখারী হা/৫৯০১; মুসলিম হা/২৩৩৭।
১০৬. আবূদাঊদ হা/৪১৯১; তিরমিযী হা/১৭৮১; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩১; শামায়েল- ২৩।

দাড়ির বর্ণনাঃ

১. আলী (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাড়ি ছিল বড়'।[১০৭]

২. জাবের ইবনে সামুরা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাড়ি ছিল প্রচুর'।[১০৮]

৩. ওছমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ওযূ করার সময় দাড়িকে খেলাল করতেন'।[১০৯]

৪. সাহাল ইবনু সা'দ (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাথায় খুব তেল লাগাতেন এবং পানি দ্বারা দাড়ি আঁচড়াতেন'।[১১০]

উল্লেখ্য যে, তিরমিযী শরীফে আমর ইবনুল আছ (রাঃ) থেকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় দাড়ি দৈর্ঘ-প্রস্থ থেকে ছাঁটতেন বলে যে বর্ণনা পাওয়া যায়, তা জাল ও অগ্রহণযোগ্য।[১১১]

চুল ও দাড়ি আঁচড়ানোঃ

১. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি ঋতুবতী অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথা আঁচড়িয়ে দিতাম'।[১১২]

২. আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে সমস্ত ব্যাপারে কোন 'অহি' নাযিল হয়নি সেসব বিষয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আহলে কিতাবের সাথে সামঞ্জস্য স্থাপন করাকে পসন্দ করতেন। তৎকালে আহলে কিতাবরা তাদের মাথার চুলকে সোজা ছেড়ে রাখত, আর মুশরিকরা সিতা কেটে চুলগুলিকে দু'ভাগ করত। নবী করীম (ছাঃ) সিতা না কেটে এমনি পিছনের দিকে ঝুলিয়ে রাখতেন। অবশ্য পরে তিনি সিতা কেটেছেন'।[১১৩]

৩. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন মাথা আঁচড়াতেন তখন ডান পার্শ্ব দিয়ে শুরু করাকে পসন্দ করতেন'।[১১৪]

৪. আয়েশা (রাঃ) বলেন, 'আমি যখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাথায় সিতা কাটতাম, তখন আমি তাঁর মাথার মধ্যস্থান থেকে সিতা কেটে সম্মুখের চুল উভয় চক্ষুর মাঝামাঝি স্থান বরাবর হ'তে ছেড়ে দিতাম'।[১১৫]

[চলবে]

১০৭. বায়হাক্বী ১/১৫৮; আহমাদ ১/৯৬; ইবনে হিব্বান ২১১৭; ছহীহুল জামে ৪৬২০।
১০৮. মুসলিম ২৩৪৪।
১০৯. ছহীহু সুনানিত তিরমিযী, ২৯।
১১০. মু'জামু ইবনিল আরবী, বায়হাক্বী ৫/২২৬; সিলসিলা ছহীহা হা/৭২০)।
১১১. সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮৮।
১১২. বুখারী হা/২৯৫; মুসলিম হা/২৯৭।
১১৩. বুখারী হা/৩৫৫৮; মুসলিম হা/২৩৩৬; আবূদাউদ হা/৪১৮৮; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩২।
১১৪. বুখারী হা/১৬৮; মুসলিম হা/২৬৮।
১১৫. আবূদাউদ হা/৪১৮৯; ইবনু মাজাহ হা/৩৬৩৩।

॥ সংশোধনী ॥

গত সংখ্যায় ১৩ পৃষ্ঠায় শামায়েলে মুহাম্মাদী (ছাঃ) প্রবন্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্ম তারিখ ৮ই রবীউল আউয়াল লেখা হয়েছে। প্রকৃত জন্ম তারিখ ৯ই রবিউল আওয়াল হবে। এই অসাবধানতা বশতঃ ভুলের জন্য আমরা দুঃখিত।

-সম্পাদক

বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে নারীঃ একটি সমীক্ষা

*হাফেয মাসঊদ আহমাদ**

শুরু কথাঃ

সমাজ সৌধের ভিত্তি হচ্ছে মাতৃজাতি। নারী-পুরুষ একে অপরের সম্পূরক। আদর্শ পরিবার, সুশৃংখল-শান্তিপূর্ণ সমাজ ও দেশ গড়ার ক্ষেত্রে পুণ্যবতী নারীর ভূমিকা অবর্ণনীয়। মহানবী (ছাঃ)-এর ভাষায়, পুণ্যবতী নারী পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্পদ। তাই নারী ফুলের সৌন্দর্য, আদর্শ সঙ্গী, হিসাবে বিবেচিত। নারী পুরুষের জীবনযুদ্ধের প্রেরণা। সংসারের সুখ-শান্তির মূলে নারীর অবদান অনস্বীকার্য। আজ থেকে প্রায় সাড়ে চৌদ্দশত বছর পূর্বে ইসলাম নারীকে মা, বোন, কন্যা, স্ত্রী হিসাবে সুমহান মর্যাদার আসনে সমাসীন করেছে। অথচ আজ বিংশ শতাব্দীতে সভ্যতার চরম উৎকর্ষ লগ্নে কিছু ব্যক্তি, সমাজ, মহল ও সম্প্রদায় নারী জীবনকে ব্যঙ্গ করে সমানাধিকারের দাবীতে নারীদেরকে বিভ্রান্ত করে হীন স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস চালিয়ে ইসলাম বিমুখ করে সর্বত্র কুসংস্কার, নগ্নতা, বেহায়াপনায় উদ্বুদ্ধ করার মদদ যোগাচ্ছে। ইসলাম নারীকে মর্যাদা দিতে পারেনি, ধর্ম নারীকে ঘরকুনো করে রেখেছে- এই বুঝ দিয়ে প্রগতি, নারী স্বাধীনতা ও সমানাধিকারের দাবীতে নারীকে রাস্তায়-মিছিল, মিটিং ও সেমিনারে বসিয়ে মর্যাদা প্রতিষ্ঠার নামে পাশ্চাত্য সভ্যতায় সভ্য হওয়ার মন্ত্র শেখানো হচ্ছে। কিন্তু সেই প্রগতিবাদী নারীমুক্তি আন্দোলন কি নারীর সত্যিকার মর্যাদা দিতে পেরেছে? সুপ্রিয় পাঠক-পাঠিকা! ইসলাম নারীকে যে মর্যাদা ও অধিকার প্রদান করে অন্যান্য ধর্ম-সভ্যতা থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছে, তা আলোচনা করাই বক্ষ্যমাণ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। তদুপরি এ বিষয়ে সঠিকভাবে যথাযথ উপলব্ধি করতে হ'লে সমসাময়িক অন্যান্য ধর্ম-সভ্যতা ও ইসলামপূর্ব আরবে নারীর অবস্থা কিরূপ ছিল, তা উপস্থাপন করা অপরিহার্য। এ বিষয়ে একটি প্রামাণ্য আলোচনা তুলে ধরতে প্রয়াস পাব ইনশাআল্লাহ।

হিন্দু ধর্মে নারীঃ

সাধারণতঃ ভারতবর্ষকে একটি ধর্মীয় ভাবাপন্ন দেশ মনে করা হয়। কেননা এখানে ধর্মীয় মর্যাদাটি সর্বদা অন্যান্য মর্যাদার উপর প্রভাবশীল। কিন্তু এ ধর্মান্ধ দেশেও নারী সমাজ পাপ, নৈতিক চরিত্র এবং আধ্যাত্মিকতা ধ্বংসের মূল উৎস বলে বিবেচিত হ'ত। সুতরাং নারীকে সর্বদা শাসনাধীনে রাখাই ছিল আসল রীতি। তাই নারী এখানেও গোলামী ও শাসিত জীবনের নাগপাশ থেকে মুক্তি লাভ করতে পারেনি। নারী যুগের পর যুগ ধরে শাসিত হয়েছে সর্বত্র।

* গ্রামঃ দমদমা, পোঃ পানানগর, পুঠিয়া, রাজশাহী।

ভারতবর্ষের প্রখ্যাত আইনবিদ মনুরাজ নারীদের সম্বন্ধে আইন প্রণয়ন করে বলেন, 'নারীগণ বাল্যকালে পিতা-মাতার, যৌবনকালে স্বামীর এবং বিধবা হওয়ার পর স্বীয় পুত্র সন্তানদের এখতিয়ারাধীনে থাকবে। স্বয়ং স্বাধীন ও খোদ মোখতার হয়ে কখনই জীবন যাপন করবে না'।[১] নারীর প্রকৃতি, স্বভাব ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের স্বরূপ উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'মিথ্যা বলা, চিন্তা-ভাবনা না করে কাজ করা, প্রতারণা, নির্বুদ্ধিতা, লোভ-লালসা, অপবিত্রতা ও নির্দয়া ইত্যাদি বৈশিষ্ট্যগুলি নারীদের প্রকৃত দোষ'।[২]

হিন্দু ধর্মে নারী অতীব হীন ও নীচু স্তরের প্রাণী। বিপ্লব সৃষ্টিকারী অশুভ জাদুর মোহিনী শক্তি তার তনু-মনে বেষ্টিত। এই প্রথা ভারতের ইতিহাসের পাতায় ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। এদিকে ইঙ্গিত করেই Professor India গ্রন্থে বলা হয়েছে, "There is no creature more sinful than woman. Woman is burning fire. She is the sharp edge of the razor. She is verily all these in a body." অর্থাৎ 'নারীর ন্যায় এত পাপ-পঙ্কিলতাময় প্রাণী জগতে আর নেই। নারী প্রজ্জ্বলিত অগ্নি স্বরূপ। সে ক্ষুরের ধারালো দিক। এই সমস্তই তার দেহে সন্নিবিষ্ট'।[৩]

হিন্দু সমাজে নারীদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন-প্রবাহ অত্যন্ত শোচনীয় ছিল। ভারতবর্ষের 'সতীদাহ' প্রথা দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, এ দেশে নারীদের স্বতন্ত্র কোন অস্তিত্ব নেই। স্বামীর মৃত্যুর সাথে সাথে জীবনে তাদের বেঁচে থাকার অধিকারটুকুও হরণ করা হ'ত। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, 'সতীদাহ প্রথা প্রাচীন ভারতে সাধারণভাবে প্রচলিত ছিল। এই প্রথা অনুযায়ী স্ত্রীকে তার স্বামীর প্রজ্জ্বলিত চিতায় আত্মবিসর্জন দিতে হ'ত। যেহেতু হিন্দু সমাজে নারী অতীব অশুভ প্রাণী বিশেষ, তাই 'সতীদাহ' প্রথানুসারে বিধবা নারী স্বামীর চিতায় আত্মবিসর্জন করাকেই অপমান ও লাঞ্ছনার জীবন যাপন অপেক্ষা শ্রেয় মনে করত'।[৪]

আইনবিদ মনুরাজ বলেন, 'রাজপুতগণের সাথে ভদ্র ও সৌজন্যমূলক ব্যবহার, বিদ্বান ও পণ্ডিত ব্যক্তিদের সাথে মিষ্টি কথা, জুয়া খেলোয়াড়দের সাথে মিথ্যা কথা বলা এবং নারীদের বেলায় ধোঁকাবাজি ও প্রতারণা শিক্ষা করা উচিৎ'।[৫] এভাবে আত্মিক, জাগতিক, সামাজিক ক্ষেত্রে নারী জীবনের কোন মূল্যই হিন্দু ধর্মে স্বীকৃত ছিল না। অত্যাচার, নিপীড়ন, সীমাহীন যন্ত্রণা, ব্যঙ্গ-হেয় প্রতিপন্ন করার পাশাপাশি বিভিন্ন কুপ্রথার প্রচলন করে হিন্দু সমাজের নারী জীবনকে করা হয়েছে দুর্বিষহ যাতনাময়, তমস্যাচ্ছন্ন।

১. সাইয়্যেদ জালালুদ্দীন আনসারী ওমরী, অনুবাদঃ মাওলানা কারামত আলী নিজামী, ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার (ঢাকাঃ সালাউদ্দিন বইঘর, প্রথম প্রকাশঃ জানুয়ারী ১৯৯৮ইং), পৃঃ ২২; মনুসংহিতাঃ ৫ম অধ্যায়, শ্লোক-১৪৫।
২. প্রাগুক্ত, পৃঃ ২২।
৩. আব্দুল খালেক, নারী (ঢাকাঃ দীনী পাবলিকেশন্স, ৯৩ মতিঝিল, দ্বিতীয় প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯ ইং), পৃঃ ৪। গৃহীতঃ Proffessor India: Statues of Woman in Mahabharat, P. 16;
৪. তদেব।
৫. ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ২২।

এমনকি নারীদের প্রতি ঘৃণাভরে উক্তি প্রকাশ করে বলা হয়েছে, "Men should not love their" অর্থাৎ 'নারীদেরকে ভালবাসা পুরুষদের উচিৎ নয়'।[৬]

হিন্দু আইনে বিবাহ অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিধায় তা বিচ্ছেদের কোন অবকাশ নেই। ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বনিবনা না হ'লে এবং একে-অপরকে সহ্য করতে না পারলেও একত্রে জীবন যাপন করতে হবে। বিভিন্ন বর্ণনা হ'তে প্রমাণিত হয় যে, 'প্রাচীন হিন্দুদের মাঝে বিবাহ পিতা কর্তৃক কন্যাবিক্রয় স্বরূপই ছিল। হিন্দু নারী কোন সম্পত্তির অধিকারী হ'তে পারত না। সে যুগে বালিকাদেরকে দেবতার নামে উৎসর্গ করে দেওয়া হ'ত। দেবতাগণ তাদেরকে বিবাহিতা স্ত্রীর মত ব্যবহার করতে পারত। অন্যদিকে স্বামী স্ত্রীকে সেবাদাসীরূপে ব্যবহার করত। কন্যা সন্তান প্রসবকারিণী সর্বক্ষেত্রে লাঞ্ছিতা ও অপমানিতা হ'ত। এমনকি স্বামীর মৃত্যুতেও বিবাহ ভঙ্গ করা যেত না। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে অমিল, রেষারেষি, শত্রুতা ও ঘৃণা বিরাজ করলেও বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটানো যেত না'।[৭]

হিন্দু সমাজে স্ত্রীর ঔরসে পুত্র সন্তান জন্মালে পরিবারে আনন্দের জোয়ার বইত। কিন্তু কন্যা সন্তান জন্মালে বিষাদের ছায়া ঘনিয়ে আসত। তারা প্রার্থনা করত এভাবে- "The birth of a girl grant if else-Where, here grant a boy. অর্থাৎ 'হে দেবতা! নারী সন্তান অন্যত্র দান কর। আমাদেরকে পুত্র সন্তান দাও'।[৮]

বিবাহ দু'টি নর-নারীর সুখময় জীবনের প্রতীকরূপে পরিগণিত হ'লেও হিন্দুরা একাধিক/অগণিত বিবাহ করে সেই রীতি ভঙ্গ করেও নারীর মর্যাদা ক্ষুণ্ন করেছে। যেমন বিজয় নগরের তেলেগু রাজার ১২০০ জন স্ত্রী ছিল। রাজা মানসিংহের ১৫০০ জন স্ত্রী ছিল।[১০]

বিশ্বজুড়ে প্রগতিবাদী বা ইসলাম বিরোধীরা নারীর দুর্দশার জন্য দায়ী করে ইসলামকে। কিন্তু প্রকৃত সত্য হচ্ছে মুসলিম সমাজের নারীদের চেয়ে প্রগতিশীল সমাজে নারীদের দৈন্যদশা শতশত গুণ বেশি। ভারতের কলিকাতার প্রখ্যাত চিন্তাশীল গ্রন্থকার আবু রিদা 'নারীর ওপর নৃশংসতা মূলতঃ অমুসলিম সমাজেই' শিরোনামে একটি তথ্যবহুল লেখার মাধ্যমে প্রমাণ করেছেন যে, হিন্দু সমাজেই নারীর অবস্থান সর্বনিম্নে।

আবু রিদা বলেন, 'আমাদের ভারতের প্রগতিশীল, হিন্দুত্ববাদী এবং ইসলাম বিরোধীরাও একই অভিযোগ করে। কিন্তু তাদেরই মিডিয়ায় প্রচারিত পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় তাদের এ অভিযোগ ও প্রচার কত ভিত্তিহীন। অন্যান্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের চেয়ে মুসলিম সমাজে মেয়েদের উপর নৃশংসতা ও বঞ্চনা অনেক অনেক গুণ কম।[১১]

৬. নারী, পৃঃ ৫। ৭. তদেব।
৮. Proffessor India, P. 21.
১০. অধ্যাপক মোঃ জাকির হোসেন, প্রবন্ধঃ ইসলামে নারীর মর্যাদা, মাসিক মদীনা, ৩৩ বর্ষ ৬ষ্ঠ সংখ্যা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৮।
১১. আবু রিদা, কলকাতার চিঠিঃ নারীর ওপর নৃশংসতা মূলত অমুসলিম সমাজেই, পাক্ষিক পালাবদল, ১১ বর্ষ ০২ সংখ্যা, ১৬-৩০ জুন ২০০১ইং, পৃঃ ৪৮-৪৯।

বৌদ্ধ ধর্মে নারীঃ

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মেও নারীকে সকল অকল্যাণ ও অমঙ্গলের প্রতীক হিসাবে গণ্য করা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের শিক্ষা হ'ল নারীর সাহচর্যে নির্বাণ লাভ করা চলে না। এ থেকেই বৌদ্ধ ধর্মে নারীর প্রকৃতি ও মর্যাদা সম্যকরূপে উপলব্ধি করা যায়।

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের মতে নারী হ'ল সকল অসৎ প্রলোভনের ফাঁদ। এর বর্ণনা দিতে গিয়ে বিখ্যাত ঐতিহাসিক ওয়েষ্টমার্ক (Westmark) বলেন, "Woman are off all the snares which the tempter has spead for man, the most dangerous; in women are embodied all the powers of infatuation which blined the mind of the world." অর্থাৎ 'মানুষের জন্য প্রলোভন যতগুলি ফাঁদ বিস্তার করে রেখেছে, তন্মধ্যে নারীই সর্বাপেক্ষা বিপদজনক। নারীর মধ্যে সকল মোহিনীশক্তি অঙ্গীভূত হয়ে আছে, যা সমস্ত বিশ্বের মনকে অন্ধ করে দেয়'।[১২]

বুদ্ধ তার প্রিয় শিষ্য আনন্দের অনুরোধ মত অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুগ্ধমাতা মহাপ্রজাপতিকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার এবং মেয়েদের জন্য নানা পদ প্রতিষ্ঠার পর তাকে (আনন্দকে) বলেছিলেন, 'আমাদের ধর্ম যদি ১০০০ বছর বলবৎ থাকত, নারীকে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেয়ার জন্য তা ৫০০ বছর স্থায়ী হবে'।[১৩]

নারী সম্পর্কে এক বিখ্যাত বৌদ্ধ পণ্ডিতের ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে বেটানী (Bettany) তার "World's Religious" গ্রন্থে বলেছেন, "Unfathomably deep like a fish's course in the water, is the character of woman, robed with many artifices, with whom truth is hard to find, to whom a lie is like the truth and the truth is like a lie." অর্থাৎ পানিতে মাছের গতিপথের গভীরতা যেমন নির্ণয় করা সম্ভব নয়, নারীর চরিত্র হ'ল তেমনই নিবিড়, যা বহুবিধ ছলনায় আচ্ছাদিত। তার মধ্যে সত্য পাওয়া দুষ্কর। তার নিকট মিথ্যা সত্যসদৃশ এবং সত্য মিথ্যাসম'।[১৫]

বৌদ্ধ ধর্মে বিবাহ-শাদীর প্রচলন থাকলেও তা সুষ্ঠ জীবন, পরিবার, সমাজ ও সুখময় দাম্পত্য বন্ধনের উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ছিল না। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, 'বিবাহ ও ইহার আনুসঙ্গিক যাবতীয় কার্যকলাপ বৌদ্ধ ধর্মের চরম লক্ষ্যের পরিপন্থী। ইহার লক্ষ্য হ'ল সকল বাসনা-কামনার বিলোপ সাধন। সুতরাং এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার সাধনার ক্ষেত্রে চির কৌমার্য নিতান্তই আবশ্যক'।[১৬]

অতএব উল্লিখিত বিবরণ থেকে একথা সুস্পষ্ট যে, বৌদ্ধ ধর্মে নারীকে শুধুমাত্র সম্মান-মর্যাদা থেকেই বঞ্চিত করা হয়নি; বরং নারীকে অশুভ ও বিস্ময়কর ধোঁকাবাজী চরিত্রের অধিকারিণী হিসাবে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

চীন সভ্যতায় নারীঃ

পৃথিবীতে চীন দেশেই নারীদের মর্যাদা সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ছিল। চীনের ধর্ম গ্রন্থে নারীকে 'Water of woe' বা 'দুঃখের প্রস্রবণ' হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যা সকল সৌভাগ্য ভাসিয়ে নিয়ে যায়। চীন দেশের নারীদের অবস্থার বিবরণ দিতে গিয়ে জনৈকা চীনা নারী বলেন, 'মানব সমাজে নারীদের স্থানই সর্বনিম্নে। অদৃষ্টের কি নির্মম পরিহাস! নারী সর্বাপেক্ষা হতভাগ্য প্রাণী। জগতে নারীর মত নিকৃষ্ট আর কিছু নাই'।[১৭]

নারীদের প্রতি অবজ্ঞা, অবহেলা আর নির্মম অত্যাচার ছাড়াও তাদেরকে মর্মন্তুদ শাস্তি প্রদান করে নারী জীবনকে করা হয়েছে বিভীষিকাময়। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, 'চীনে নারীর জীবন পদ্ধতি ছিল অমানবিক। সেখানে নারীদের দ্বারা লাঙ্গল টানানো হ'ত, বোঝা বহন করানো হ'ত, আর সামান্য কিছু ত্রুটি হ'লে উপহার পেত মনিব কর্তৃক চাবুকের আঘাত। নারীর ঘাড়ে চড়ে বড় লোকেরা বেড়াতে বের হ'ত। বাজারে গোশতের অভাব হ'লে তারা মেয়ে মানুষ কিনে এনে তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ রান্না করে নিজেরা খেত আর মেহমানদের খাওয়াত'।[১৮]

জন্মগত সূত্রেই যে বালক-বালিকার মূল্য, গ্রহণযোগ্যতা ভিন্নতর তা দিবালোকের ন্যায় সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। সে দেশে বালকেরা দরজার সামনে এমনভাবে দাঁড়াত, যেন তারা স্বর্গ থেকে আগত দেবতা। স্ত্রী কন্যা সন্তান প্রসব করেছে সংবাদে কোন পিতাই আনন্দিত হ'ত না। বালিকা বয়ঃপ্রাপ্ত হ'লে তার দৃষ্টি যেন কারও উপর না পড়ে তজ্জন্য সে স্বীয় প্রকোষ্ঠে লুকিয়ে থাকত। সে মৃত্যুবরণ করলে কেউই তার জন্য রোদন করত না'।[১৯]

সামাজিক কোন দোষ-ত্রুটি করার জন্যও অনেক সময় নারীদেরকে পরিবার ও সমাজচ্যুত করা হ'ত। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'ব্যভিচারের অপরাধে স্বামী স্ত্রীকে তালাক দিতে পারত। ফলে তার মাতা-পিতা তাকে গ্রহণ করতে সম্মত হ'লে সে তাদের নিকট চলে যেত। অন্যথায় তাকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হ'ত'।[২০]

ইহুদী ধর্মে নারীঃ

ইহুদী ধর্ম একটি অবাঞ্ছিত ধর্ম। এই ধর্মেও নারীকে যাবতীয় পাপ ও মন্দের মূল কারণ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।

---

১২. *Nazhat Afza and Khurshid Ahmad, The Position of Woman in Islam, (Islamic Book Publishers, Kuwait 1982) P. 9-10.*
১৩. *সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩৫।*
১৫. *Encyclopaedia Britarica, vol V, P. 732; Bettany G. T, The World's Religion, (London Print 1890) P. 664.*
১৬. *U. May OUNG: Buddhist Law, Part: 1, P. 2; নারী, পৃঃ ৬।*
১৭. *নারী, পৃঃ ৫।*
১৮. *মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৭।*
১৯. *নারী, পৃঃ ৫-৬।*
২০. *Said Abdullah Seif Al-Hatimy, Woman in Islam (Islamic Publications Ltd. Lahore, Pakistan, Oct. 1979.) P. 2-3.*

Hebrew Scripture এর মতে, 'নারী হচ্ছে শাশ্বত ঐশ্বরিক অভিশাপের অধীন এবং সেজন্য সে স্বামী কর্তৃক শাসিত হবে। নারী আসার সাথে সাথে পাপের শুরু এবং তার মাধ্যমেই আমরা মৃত্যুবরণ করবো'।[২১] নারীর প্রকৃতি, গুণাবলী সম্বন্ধে বলা হয়েছে 'সতী নারীর চেয়ে পাপিষ্ঠ পুরুষও শতগুণে ভাল'।[২২]

ইহুদী সমাজে পুরুষদের একচ্ছত্র আধিপত্য ও যাবতীয় বিষয়াবলীতে নারীর চেয়ে অনেক গুণ অধিকার লাভ স্বীকৃত ছিল। জনৈক ঐতিহাসিক বলেন, 'ইহুদী সমাজে নারী পুরুষ অপেক্ষা অতি নিকৃষ্ট, এমনকি মর্যাদায় নারী চাকরদের অপেক্ষাও নিম্নস্তরের বলে গণ্য হ'ত। ভ্রাতা থাকলে সে পিতার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হ'তে পারত না এবং অপ্রাপ্ত বয়স্কা অবস্থায় কন্যাকে বিক্রয় করার পূর্ণ অধিকার পিতার ছিল। বিবাহিতা স্ত্রীর সমস্ত সম্পত্তির মালিক হ'ত স্বামী। স্বামীকে অপর মহিলার সঙ্গে শায়িত দেখলে ইহুদী স্ত্রীকে অভিযোগ না করে চুপ থাকতে হ'ত। কারণ স্বামীর যা ইচ্ছা, তা করার অধিকার ছিল'।[২৩]

ইহুদী ধর্ম নারীদের জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কতটা সীমাবদ্ধতা ও নিষ্ঠুরতার প্রতীক ছিল তা বর্ণনাতীত। বলা বাহুল্য, নারীজীবনের কোন মূল্যই ছিল না; বরং পুরুষের ভোগ-বিলাস, বিচিত্র আনন্দ-উল্লাসের সঙ্গী হওয়ার ক্ষেত্রে তনু-মনের পবিত্রতা, কুমারী ও সতীত্ব বজায় রাখা আবশ্যক ছিল। বাইবেল গ্রন্থে উল্লেখ আছে, 'বিবাহের পূর্বে কৌমার্য ও বিবাহের পর দাম্পত্য জীবনে সততা-সাধুতা ছিল বিবাহের অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। নারীদের উপর সতীত্ব রক্ষার জোর তাকীদ ছিল এবং বিবাহের সময় সতীত্ব প্রমাণ করতে না পারলে তাদেরকে প্রস্তরাঘাতে মেরে ফেলা হ'ত'।[২৪]

এ জাতীয় আরও একটি ভয়ঙ্কর বর্ণনা অন্যসূত্রে রয়েছে, 'বাগদত্তা বা বিবাহিতা নারী পরপুরুষ দ্বারা বলপূর্বক ধর্ষিতা হ'লে ধর্ষণের সময় সাহায্য চেয়ে চিৎকার না দিলে সে জীবনের অধিকার হারিয়ে ফেলত এবং প্রস্তরাঘাতে হত্যাই ছিল তার শাস্তি।[২৫] বিবাহের নিয়ম-পদ্ধতি সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'ইহুদী সমাজে বিবাহ ছিল ব্যক্তিগত ব্যাপার। সুতরাং এই জন্য রাষ্ট্র ও ধর্মের অনুমতির প্রয়োজন ছিল না। বাস্তবে ইহা ছিল এক প্রকার ব্যবসা এবং যৌতুকের গুরুত্ব এতে খুব বেশি ছিল'।[২৬]

বিবাহের ক্ষেত্রে পুরুষের একচেটিয়া অধিকার সর্বজনবিদিত ছিল। বিবাহে আবদ্ধ ও বিচ্ছেদের ব্যাপারে নারীর আশা-আকাঙ্খা, অভিযোগ-প্রতিবাদের কোন সুযোগই ছিল না। এ বিষয়ে "A Christion view of Divorce" গ্রন্থে বলা হয়েছে, 'বহু বিবাহ প্রথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত ছিল। ইহা ছাড়াও স্বামী যত ইচ্ছা উপপত্নী রাখতে পারত। তদুপরি অবিবাহিতা, দাসী, এমনকি চুক্তিতে আবদ্ধ বিবাহিতা নারীদের সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের অধিকারও তার ছিল। এইসব কাজ করেও সে ব্যভিচারী বলে গণ্য হ'ত না'।[২৭] এই নিদারুণ নিপীড়নের সুদূরপ্রসারী জীবনধ্বংসের খেলা নারীর সঙ্গে চলেছে যুগের পর যুগ। তারপরেও নারীকে মানুষরূপে স্বীকৃতি দেয়া হয়নি। প্রার্থনার ক্ষেত্রে নারীর অস্তিত্ব ও মূল্যায়ণ কত নিম্নপর্যায়ের ছিল, তা ফুটে উঠেছে এভাবে, 'সামাজিক প্রার্থনায় দশজন পুরুষের উপস্থিতি যরূরী ছিল। কিন্তু নয়জন পুরুষ এবং বহু নারী উপস্থিত থাকলেও প্রার্থনা অনুষ্ঠিত হ'ত না। কারণ নারী মানুষরূপে পরিগণিত ছিল না'।[২৮]

বংশগত সূত্রে কিংবা প্রিয়জনের সম্পদের অংশও নারীরা পেত না। অনুরূপ নিয়মটি বিবাহের ক্ষেত্রেও প্রতিষ্ঠিত। এ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'ইহুদী আইন মতে পুরুষ উত্তরাধিকারীর বর্তমানে নারীগণ মৃত ব্যক্তির পরিত্যক্ত সম্পদের উত্তরাধিকারিণী হ'তে বঞ্চিত হয়। এমনিভাবে স্বামীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাহ করার কোন অধিকারও তাদের থাকে না'।[২৯]

এ প্রসঙ্গে ইহুদী ধর্মের আরও একটি ভয়াবহ আইনের উল্লেখ করা যেতে পারে, 'অনিয়ন্ত্রিত বহুবিবাহ সকল শ্রেণীর ইহুদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। স্ত্রীকে তালাক দেওয়ায় স্বামীর ক্ষমতার উপর কোন সীমাবদ্ধতা ছিল না। এমনকি একটি অসুখী ইউনিয়ন (Union) থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য বিচারকের শরণাপন্ন হওয়া যেত না'।[৩০]

খৃষ্টধর্মে নারীঃ

খৃষ্টান ধর্মে নারীদের সম্বন্ধে যে মতবাদ পোষণ করে, তা খুবই ন্যাক্কারজনক ও অবাস্তব। পোপ শাসিত! 'পবিত্র' (?) রোম-সাম্রাজ্যে তাদের দেহে গরম তেল ঢেলে দেয়া হয়েছে; দ্রুতগামী অশ্বের লেজের সঙ্গে তাদেরকে বেঁধে হেঁচড়ানো হয়েছে এবং মজবুত স্তম্ভে বেঁধে রেখে তাদেরকে অগ্নিদগ্ধ করা হয়েছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে 'কাউন্সিল অব দ্যা ওয়াইজ'-এর এক অধিবেশন রোম নগরে অনুষ্ঠিত হয়। এই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ Woman has no soud- 'নারীর কোন আত্মা নেই'।[৩১]

জীবন চলার প্রতিটি ক্ষেত্রে খৃষ্টধর্মে নারীকে চরম লাঞ্ছনার পঙ্কে নিমজ্জিত করে দেওয়া হয়েছে। জনৈক পাদ্রী বলেন, 'নারী সব অন্যায়ের মূল, তার থেকে দূরে থাকাই বাঞ্ছনীয়। নারী হচ্ছে পুরুষের মনে লালসা উদ্রেককারিণী, ঘরে ও সমাজে যত অশান্তির সৃষ্টি হয়, সব তারই কারণে'।[৩২]

ড. এস্‌প্রিং (Dr. Aspring) তাঁর গ্রন্থে মধ্যযুগে নারী জাতির উপর জঘন্য নির্যাতনের বিশদ বর্ণনা করেছেন।

---

২১. *সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯ ইং, পৃঃ ৩৫।*
২২. *মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ২৫।*
২৩. *নারী, পৃঃ ৪-৮।* ২৪. *নারী, পৃঃ ৮।* ২৫. *তদেব।*
২৬. *Report of the commission, Marriage, Divorce and the church (London Print 1971) P. 80.*
২৭. *Shaner, Donald W: A christian view of Divorce (Leiden 1968) P. 31; নারী, পৃঃ ৯।*
২৮. *Ibid P. 31.* ২৯. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ২১।*
৩০. *সাপ্তাহিক আরাফাত, নভেম্বর ১৯৯৯, পৃঃ ৩৬।*
৩১. *নারী, পৃঃ ৯।*
৩২. *মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৭।*

তিনি বলেন, '১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইংল্যাণ্ডে নারী জাতির বিচারের জন্য একটি পরিষদ গঠিত হয়। ইহা নারীদের উপর নিষ্ঠুরতা ও নির্যাতন চালানোর নতুন নতুন উপায় উদ্ভাবন করে। এই আইনের বলে খৃষ্টানগণ নব্বই লক্ষ নারীকে অগ্নিদগ্ধ করে হত্যা করে। খৃষ্টান সাম্রাজ্যে নারীদের প্রতি নিষ্ঠুরতা ও অবিচার বর্ণনাতীত'।[৩৩]

খৃষ্টজগতের বিশিষ্ট ধর্মযাজক টারটুলিয়ানের মতে, 'নারী হ'ল শয়তানের দোসর, নিষিদ্ধ বৃক্ষের প্রতি আহ্বানকারিণী এবং পুরুষের সর্বনাশকারিণী'।[৩৪] নারীই পৃথিবীর সকল অশুভ কার্যের উৎস। এই সূত্রে বলা হয়েছে, 'খ্রিষ্টান ধর্মমতে নারীই গোটা মানবতার দুর্দশার কারণ। অতীতের বহু বিখ্যাত পাদ্রী প্রকাশ্যে নারী জাতির উপর দোষারূপ করেছেন এবং নারীকে দরকারী আপদ (Necessary evil) বলে অবিহিত করেছেন। আলেকজান্ড্রিয়ার ক্লিমেন্ট বলেন, 'নারী বলেই তার লজ্জায় অভিভূত হয়ে থাকা উচিৎ'।[৩৫] এইভাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী খৃষ্টানজগত নারী জাতির হীনতা ও অমর্যাদা প্রচার করে এসেছে।

বিশ্ববরেণ্য ধর্মযাজক ও পুরোহিত সেন্ট বার্নাড, সেন্ট এ্যাটনী, সেন্টপলও নারী জাতির উপর অভিসম্পাত বর্ষণ করেছেন। তাদের অভিমত হ'ল, 'নারী যখন আদি পাপের উৎস, মানুষের জন্মগত পাপের কারণ, তখন সকল ভর্ৎসনা, অবজ্ঞা, ঘৃণা নারীরই পাপ্য'। উচ্চসম্পন্ন সাধু ক্রীসোষ্টম নারীর প্রতি পুরোহিতদের মতামত ব্যক্ত করে বলেন, 'মেয়েলোক একটি অপরিহার্য পাপ, একটি প্রাকৃতিক প্রলোভন, একটি অবশ্যম্ভাবী বিষয়, একটি পারিবারিক বিপদ, একটি মারাত্মক আকর্ষণ ও একটি বিমূর্ত কলঙ্ক'।[৩৬]

খৃষ্টান ধর্মে বিবাহ ছিল স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে স্থায়ী পবিত্র বন্ধন, যা আমৃত্যু বলবৎ থাকবে। কিন্তু খৃষ্টান জগতের শ্রেষ্ঠ অবতার রচয়িতা সেন্টপল বিবাহকে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে পবিত্র ধর্মীয় বন্ধন বলে স্বীকার করেননি। আর এটিকে তিনি স্বাভাবিক এবং সামাজিক জীবনের সম্মানজনক ও আনন্দদায়ক কিছু বলেও বিশ্বাস করেননি। তিনি বলেন, "He that giveth her not in marriage, death better".অর্থাৎ 'যে ব্যক্তি তার কন্যাকে বিবাহ দেয় না, সেই উত্তম কাজ করে'।[৩৭]

খৃষ্টান ধর্মের বিধান অনুসারে তালাকের অনুমতি নেই। তালাকের বিধান প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, ".... that the wife should not separate from her hasband and that the husband should not divorce his wife." অর্থাৎ ...'স্ত্রী তার স্বামী থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না, আর স্বামীও তার স্ত্রীকে তালাক দিবে না'।[৩৮]

৩৩. *নারী, পৃঃ ১০।*
৩৪. *মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ২৫।*
৩৫. *The Position of woman in Islam. P. 4.*
৩৬. *মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৭।*
৩৭. *Bible, Crinthians, Vol: VII, P. 38.*
৩৮. *Bible, Ibid. 7: 10-11.*

সেন্টপলের শিক্ষা নারীদেরকে ধর্মানুষ্ঠান থেকে বহির্গত করেছে এবং এজন্যই গীর্জায় গমন তাদের উচিৎ নয়। তিনি নারীকে কলরবকারিণী ও মূর্খ বলে ধারণা করতেন। তাই তাদেরকে ধর্ম প্রচার ও ধর্ম বিষয়ে অভিমত প্রকাশের অনুমতি দেননি। তিনি বলেন, 'নারীরা গীর্জায় নীরব থাকবে। কারণ তাদেরকে কথা বলার অনুমতি প্রদান করা হয়নি; তারা অধীন হয়ে থাকবে। এটিই আইনের নির্দেশ। তারা কোন কিছু জানতে চাইলে বাড়ীতে তাদের স্বামীদেরকে জিজ্ঞেস করে নিবে। কারণ গীর্জায় কথা বলা নারীর পক্ষে লজ্জার বিষয়'।[৩৯]

গ্রীক সভ্যতায় নারীঃ

গ্রীক সভ্যতায় আধুনিক সংস্কৃতি, তাহযীব-তমুদ্দন, জ্ঞান-বিজ্ঞান ও শিল্পকলায় জাগতিক উন্নতির পাশাপাশি নারী সমাজের সামাজিক মর্যাদা ছিল খুবই নিম্ন। নারীকে মানবতার কলঙ্ক টিকা মনে করা হ'ত। বিশ্বখ্যাত গ্রীক দার্শনিক সক্রেটিস বলেন, "Woman is the greates source of chaose and disruption in the world. She is like the Dafali Tree which outwardly looks very beautiful, but if sparrows eat it they die without fail." অর্থাৎ 'নারী জগতে বিশৃংখল ও ভাঙ্গনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎস। সে দাফালি বৃক্ষের ন্যায়, যা বাহ্যত খুব সুন্দর দেখায়। কিন্তু চড়ুই পাখি ইহা ভক্ষণ করলে মৃত্যু অনিবার্য'।[৪০] লর্ড বায়রণ বলেন, 'হে পাঠক! যদি তুমি প্রাচীন গ্রীক যুগের নারীদের দিকে দৃষ্টিপাত কর, তাহ'লে তুমি তাদেরকে তাদের প্রকৃতিদত্ত অবস্থার বাইরে একটি কৃত্রিম অবস্থার উপর দাঁড়ানো দেখতে পাবে'।[৪১]

গ্রীক সমাজের লোকেরা যুক্তিবাদী হওয়া সত্ত্বেও নারীদের বেলায় ছিল স্বার্থপর, বিদ্বেষপরায়ণ ও ঘোর মানবতা বিরোধী। একজন গ্রীক সাহিত্যিক বলেন, 'দু'টি স্থানে নারী পুরুষের জন্য খুশীর কারণ হয়, তার একটি হচ্ছে বিবাহের দিন। অপরটি হচ্ছে মৃত্যুর দিন'।[৪২] লিকোয়ী তার 'ইউরোপীয় নৈতিক ইতিহাস' পুস্তকে লিখেছেন, 'সামগ্রিক দিক দিয়ে গ্রীক সমাজে সতী-সাধ্বী নারীদের সামাজিক মর্যাদা নেহায়েত নিম্ন পর্যায়ের ছিল। তাদের সমগ্র জীবনটাই দাসত্বের যাঁতাকলে নিষ্পেষিত হয়ে অতিবাহিত হ'ত'।[৪৩]

গ্রীক সভ্যতার নারী সম্পর্কে ধারণা ব্যক্ত করতে গিয়ে এণ্ডারস্কি (Anderoskey) বলেন, "Cure is possible for fireburns and snake-bite; but it is impossible to arrest woman's charms." অর্থাৎ 'অগ্নিদগ্ধ ও সর্পদংশিত ব্যক্তির আরোগ্য লাভ সম্ভব। কিন্তু নারীর জাদু প্রতিরোধ করা সম্ভব নয়'।[৪৪]

৩৯. *Bible 1: Corinthiaus, 14: 34-35.*
৪০. *নারী, পৃঃ ২।*
৪১. *বিপদ, মাসিক আত-তাহরীক, ৪র্থ বর্ষ ১ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০০০ইং, পৃঃ ১২ 'প্রবন্ধঃ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের পারস্পারিক অংশ গ্রহণের।*
৪২. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩।*
৪৩. *প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩।*
৪৪. *The Position of woman in Islam. P. 9-10.*

অন্যান্য ধর্ম ও সভ্যতার মত গ্রীস সমাজেও নারীর বিবাহ ক্ষেত্রে মতামত ও আশা-আকাঙ্খা প্রকাশের সুযোগ ছিল না। প্রাচীন গ্রীসে বিবাহে নারীর সম্মতি আবশ্যক বলে মনে করা হ'ত না। মাতা-পিতার ইচ্ছানুসারে তাকে বিবাহে বাধ্য হ'তে হ'ত। বর সম্পূর্ণ অজ্ঞাত থাকলেও মাতা-পিতার নির্দেশে নারী তাকে স্বামী ও প্রভু রূপে বরণ না করে পারত না। নারীদেরকে নিতান্ত তুচ্ছ বলে গণ্য করা হ'ত এবং সর্বদা তাদেরকে তাদের পুরুষ আত্মীয়-স্বজন, পিতা, ভ্রাতা এবং চাচা, মামা ও খালুকে মেনে চলতে হ'ত'।[৪৫]

রোম সভ্যতায় নারীঃ

ঐতিহাসিকদের ভাষ্যমতে রোমানগণ স্ত্রী তথা নারীদেরকে অপ্রাপ্ত বয়স্কা শিশু বলে গণ্য করত। সুতরাং নারীকে সর্বদা পুরুষের তত্ত্বাবধানে থাকতে হ'ত। রোমান আইন-কানূন দীর্ঘকাল পর্যন্ত নারীদের মর্যাদাকে হেয় ও নীচু করে রেখেছিল। পরিবারের নেতা ও পরিচালক পিতা বা স্বামী নিজের স্ত্রী ও সন্তানদের উপর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা রাখার অধিকার ভোগ করতো। যখন ইচ্ছে তখনই নারীকে ঘর থেকে বহিষ্কার করে দিত'।[৪৬]

রোমান সমাজে দাস-দাসীদের ন্যায় নারী জীবনের উদ্দেশ্য একমাত্র সেবা-শুশ্রুষা করাই মনে করা হ'ত। নারীদের থেকে চাকরানীর কাজ নেয়ার নিমিত্তেই পুরুষগণ তাদেরকে বিয়ে বন্ধনে আবদ্ধ করে দাসত্বের জগদ্বল পাথর বুকের উপর চাপিয়ে দিত। বিবাহ ও সম্পদের মালিকানা ন্যস্ত হ'ত এভাবে, 'বিবাহিতা স্ত্রী ও তার সকল সম্পত্তি স্বামীর ব্যবহারে চলে যেত। স্ত্রীর উপর স্বামীর সর্বপ্রকার অধিকার ছিল। স্ত্রী কোন অপরাধ করলে তার বিচারের সম্পূর্ণ অধিকার স্বামীর ছিল। এমনকি স্বামী স্ত্রীর মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত দিতে পারত'।[৪৭]

রোমান সমাজের নারীদের প্রকৃতি, ব্যক্তিত্ব, যোগ্যতা ও তাদের প্রতি নির্মম নির্যাতনের বিবরণ দিয়ে সাঈদ আব্দুল্লাহ সাইফ আল-হাতেমী বলেন, 'রোমান স্ত্রী স্বামীর খরিদকৃত সম্পত্তির ন্যায় ছিল। স্বামীর কল্যাণের জন্য তাকে দাসীর মতই থাকতে হ'ত। সামাজিক কোন অনুষ্ঠানে সে যোগদান করতে পারত না। সে কোন আমানত রাখতে পারত না এবং কোন কিছুর যামিন, সাক্ষী ও শিক্ষক হ'তে পারত না। পুরুষের গৃহ সজ্জিত করার জন্য সে প্রয়োজনীয় আসবাবপত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল। স্বামীর মৃত্যুর পর তার পুত্র বা দেবর-ভাসুরদের উপর আইনানুগ অধিকার জন্মাত'।[৪৮]

ইউরোপীয় সমাজে নারীঃ

বর্তমান যুগে নারীর সমানাধিকারের সবচেয়ে বড় দাবিদার হচ্ছে ইউরোপীয় দেশগুলি। অথচ এই সকল দেশে এক শতাব্দীর কিছু পূর্বে নারীগণ পুরুষের যুলুম, নির্যাতন-উৎপীড়নের শিকারে পরিণত ছিল। সেখানে এমন কোন আইনগত বিধান ছিল না, যা নারীগণকে পুরুষের নির্মম অত্যাচারের হাত থেকে রেহাই দিতে পারত।

নারী স্বাধীনতার বিশ্ববিখ্যাত নিশান বরদার মিইল তার 'শাসিত নারী' গ্রন্থে লিখেছেন, 'ইউরোপীয় প্রাচীন ইতিহাসের পাতা উল্টালে আপনি জানতে পারবেন যে, পিতা-মাতা তার মেয়েদেরকে যে বিক্রয় করে ফেলত, তা বেশি দিনের কথা নয়। তারা মেয়েদের ইচ্ছা ও মর্জির কোন তোয়াক্কাই করত না। ইচ্ছে হ'লে বিক্রয় করত, ইচ্ছে হ'লে অপাত্রে বিবাহ দিত। যা খুশী তাই করতে পারত। তাদের মতামত ও ইচ্ছার কোন মূল্যই দেয়া হ'ত না'।[৪৯]

ইউরোপীয় সমাজে নারীর অধিকার, ব্যক্তিত্বের মূল্যায়ণ সম্বন্ধে অধ্যাপক জাকির হোসেন বলেন, 'আজ আধুনিক সভ্য (?) আমেরিকা ও ইউরোপীয় দেশগুলির বর্তমান ও বিগত ইতিহাস, নথিপত্র ও দলীল-দস্তাবেজ তালাশ করে দেখা গেছে যে, সেখানেই নারী জাতির প্রতি চরম অবমাননা করা হয়েছে। নারীর কোন অধিকার সেখানে ছিল না। নারীর প্রতি তারা কটুক্তি আরোপ করেছে। তারা নারীকে শয়তানের অঙ্গ (She is the organ of the devil), দংশনের নিমিত্ত সদা প্রস্তুত বৃশ্চিক (A Scorpion ever ready to sting), বিষাক্ত বোলতা (Poisonous wasp) বলে আখ্যায়িত করেছে'।[৫০]

তবে এখনও এমন কিছু অবশ্য পালনীয় বিধানাবলী রয়েছে, যা নারী জীবনের শান্তিপূর্ণ জীবন যাপনের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টিতে মোক্ষম হাতিয়ার স্বরূপ। মাওলানা কারামত আলী নিজামী বলেন, 'এখনও গীর্জায় বসে বিবাহের সময় পুরুষের আজীবন গোলামী ও আনুগত্য করার শপথ নেয়া হয় এবং তারা জীবনভর আইনের দৃষ্টিতে নিজেদের ওয়াদা ও শপথ মেনে চলার জন্য বাধ্য থাকে। স্বামীর ইচ্ছার বাইরে কোন কাজই করার অধিকার তাদের নেই। ইচ্ছে হ'লেও নিজেরা কোন ধন-সম্পদ উপার্জন করতে পারত না। উপার্জন করলেও স্বাভাবিকরূপে তা স্বামীর হয়ে থাকে'।[৫১]

[চলবে]

৪৫. *নারী, পৃঃ ২।*
৪৬. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৩।*
৪৭. *নারী, পৃঃ ১৫।*
৪৮. *Woman in Islam. P. 3-4.*
৪৯. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৮।*
৫০. *মাসিক মদীনা, সেপ্টেম্বর ১৯৯৭ ইং, পৃঃ ১৭।*
৫১. *ইসলামী রাষ্ট্রে নারীর অধিকার, পৃঃ ১৯।*

নিপুন কারুকাজ ও গ্রাহকদের সন্তুষ্টিই
শতরূপার অঙ্গীকার
শতরূপা জুয়েলারী হাউস
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
সর্বাধুনিক অলংকার নির্মাতা ও বিক্রেতা
মালোপাড়া, রাজশাহী
ফোন- ৭৭৫৪৯৫।

ইসলামী শিক্ষা নিয়ে কিছু কথা

*মুহাম্মাদ আব্দুল হামীদ বিন শামসুদ্দীন**

'শিক্ষা ও সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে ইসলামকে নির্বাসনের ষড়যন্ত্র' *(দৈনিক ইনকিলাব, ২৮ জুলাই ২০০০, ১ম পৃঃ)* 'শিক্ষা ব্যবস্থার সর্বস্তরে ইসলাম বিদ্বেষী বহুমুখী ষড়যন্ত্র' *(দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা, পৃঃ ১১)* ডিগ্রী পাস কোর্স থেকে 'ইসলামিক স্টাডিজ বাদ' *(দৈনিক ইনকিলাব, ১০ মে ২০০২ সংখ্যা, ১ম পৃঃ)*।

উপরোক্ত সংবাদ শিরোনামগুলি আর যাই হোক, ইসলামী শিক্ষা বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য শুভ সংবাদ নয়। আর তা নিয়েই কিছু কথা।

'গণমুখী শিক্ষা চাই' এ শ্লোগান সমাজতন্ত্রীদের বহু পুরানো। তেমনি 'ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই' এ দাবীও ইসলামপন্থীদের বহুদিনের পুরাতন। সঠিক অর্থে কোন পক্ষেরই দাবী বাস্তবায়ন হয়নি। বৃটিশ শাসনের পূর্বে মুসলিম সমাজে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বিদ্যমান ছিল। পলাশী যুদ্ধোত্তর পরাধীন ভারতে ইংরেজ সরকার প্রথম ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে ধ্বংস করে প্রচলিত সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষা নামক দু'ধারার শিক্ষা পদ্ধতি প্রবর্তন করে।

এখন আমরা ইসলামী শিক্ষা বলতে প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষার নামে নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহ ভিত্তিক দ্বীনিয়াত শিক্ষাকেই বুঝি। বস্তুতঃ যাকে কিছুতেই ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা বলা যায় না।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা কি ও কেন?

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম কথা হ'ল, বিদ্যমান দু'ধারার শিক্ষা পদ্ধতির মধ্যে সমন্বয় সাধন করে এক ধারার কর্ম ও বাস্তবমুখী শিক্ষা চালু করা। ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা একই সাথে দ্বীন ও দুনিয়ার উভয়বিধ প্রয়োজন পূরণে সক্ষম। জাগতিক প্রয়োজনকে উপেক্ষা করে কেবলমাত্র ব্যক্তি জীবনে ছালাত, ছিয়াম ইত্যাদি পালন করার উপযোগী শিক্ষাকে কখনও পূর্ণাঙ্গ ইসলামী শিক্ষা বলা যায় না। বরং দুনিয়ায় সুষ্ঠু জীবন যাপনের জন্য নিজস্ব প্রয়োজনে মানুষের জন্য যে শিক্ষা অপরিহার্য, তাকে যদি ইসলামী দৃষ্টিভঙ্গিতে পরিবেশন করা যায়, তবে তা-ই ইসলামী শিক্ষায় পরিণত হতে পারে।

ইসলামী শিক্ষার সংজ্ঞাঃ

সাধারণতঃ ইসলাম সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জনকে ইসলামী শিক্ষা বলে। তবে ইসলামী শিক্ষার সর্বাধুনিক সংজ্ঞা দিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। তিনি লিখেছেন, 'ইসলামী শিক্ষা মানুষের সার্বিক জীবন পরিচালনার জন্য সামগ্রিক উপাদান সমৃদ্ধ একটি সমন্বিত শিক্ষার নাম'।[১]

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার কাঠামোঃ

(ক) প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতির কারিকুলামে মৌলিক পরিবর্তন ও সংশোধন করে ইসলামী আদর্শের ছক দান করতে হবে। যাতে ভূগোল পড়তে গিয়ে কুরআনের সৌরজগত সম্পর্কিত চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র ইত্যাদির বিবরণগুলি এসে যাবে। বায়োলজিতে ডারউইনের নাস্তিক্য বিবর্তনবাদ না পাঠ করে কুরআনের মানব জন্ম ও ভ্রূণ সম্পর্কিত আয়াতগুলি নিয়ে আলোচনা করা হবে। রাষ্ট্রবিজ্ঞান ও অর্থনৈতিক পড়ার সময় বিভিন্ন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদদের থিওরী পড়ার পাশাপাশি আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর দেওয়া থিওরী, যা শাশ্বত ও চিরন্তন, তাও পড়ানো হবে। সূদ যে জঘন্য যুলুম ও হারাম তা অর্থনীতি পাঠের মাধ্যমেই জানা যাবে। সাধারণ অর্থনীতি কেবলমাত্র বিনিময় যোগ্য বিষয় নিয়েই আলোচনা করে। কিন্তু ইসলামী অর্থনীতি বিনিময় অযোগ্য বিষয়, চরিত্র ও নৈতিকতা নিয়েও আলোচনা করবে।

(খ) এ শিক্ষা ব্যবস্থায় এইচ,এস,সি ও ডিগ্রী স্তরে বিভিন্ন বিষয় সমূহ পাঠ দান কালে ইসলামের সাথে মানব রচিত বিধানের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করবে।

(গ) এ শিক্ষা ব্যবস্থায় পোস্ট গ্রাজুয়েট ও উচ্চতর গবেষণা স্তরে মূল উৎস কুরআন ও হাদীছ শাস্ত্রে গভীর অধ্যয়নের পাশাপাশি সামাজিক সমস্যাবলীর আলোকে কার্যকরী গবেষণার সুব্যবস্থা থাকবে।

(ঘ) এরপর বিভিন্ন বিষয়ে স্পেশালিস্ট হ'তে চাইলে সেখানেও ইসলামী শিক্ষার কোর্স বাধ্যতামূলক থাকবে। যে ছাত্রটি মেডিকেল কিংবা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়বে তাকে মেজর বিষয়ের সাথে সাথে ইসলামী শিক্ষার কোর্স পড়তে হবে। ফলে একজন ডাক্তার বা ইঞ্জিনিয়ার পেশাগতভাবে ডাক্তার ও ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পাশাপাশি একজন পূর্ণাঙ্গ মুসলিম হয়ে বের হবেন।

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার উদাহরণঃ

(১) সৌদী আরবঃ

ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থার বাস্তব উদাহরণ ও অনুকরণীয় দেশ হিসাবে বর্তমান বিশ্বে সঊদী আরবের কথা উল্লেখ করতে পারি। সঊদী আরবে বর্তমানে এক ধারার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সেখানে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত একমুখী ব্যবস্থা। এরপর বিভিন্ন স্পেশালাইজেশনে ইসলামী শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। যেমন কিং ফাহাদ পেট্রোলিয়াম ও খনিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল মানবিক ও বিজ্ঞান বিভাগে ইসলামী শিক্ষার কোর্স বাধ্যতামূলক। যে ছাত্রটি খনিজ ইঞ্জিনিয়ারিং এ অনার্স পড়ছে, তাকে তার

* সহকারী অধ্যাপক, ইসলামী শিক্ষা ফযিলা রহমান মহিলা কলেজ, কৌরিখাড়া, স্বরূপকাঠী, পিরোজপুর।

১. মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ ১১তম সংখ্যা, আগষ্ট ৯৯ সম্পাদকীয়-ইসলামী শিক্ষার বিকাশ চাই।

মেজর বিষয়গুলির সাথে সাথে মোট ছয়টি ইসলামী কোর্স পড়তে হবে। কোর্স গুলি হচ্ছেঃ

Islamic Idealogy, The Quran and sunnah, Introduction to Arabic Resay, Arabic Terminology, Islamic system, Arabic Syntex.

এভাবে সকল অনুষদের ছাত্র/ছাত্রীদের বাধ্যতামূলকভাবে ইসলামী শিক্ষার কোর্স নিতে হবে। সঊদী আরবের একজন মেডিক্যাল বা বিজ্ঞান বিষয়ের ছাত্র প্রাইমারী থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত যে ইসলামী শিক্ষার সুযোগ লাভ করে তাতে তারা আমাদের দেশের সর্বোচ্চ শ্রেণীর ডিগ্রীধারী মাওলানার চেয়েও অনেক বেশী পরিমাণ ইসলামী জ্ঞান রাখেন।[২]

২. মালয়েশিয়াঃ

মালয়েশিয়াকে মুসলিম প্রধান দেশ বলা হ'লেও সেখানে মুসলমানের হার শতকরা ৫২ জন মাত্র। অথচ সেখানে ইসলামী শিক্ষার প্রতি সরকারের সদিচ্ছা ও উৎসাহ লক্ষণীয়। সেখানে প্রাইমারী স্তর হ'তে উচ্চ মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত মুসলিম ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক।

সেখানকার আন্তর্জাতিক ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাশাপাশি ইসলামী জ্ঞানের সমন্বয় সাধন করে আধুনিক বিশ্বে ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে এক বিপ্লব সাধন করেছে এবং সারা মুসলিম বিশ্বের প্রশংসা অর্জন করেছে। সেখানকার ইসলামিক স্টাডিজ ফ্যাকাল্টির নাম হচ্ছেঃ **ইসলামিক রিভিলড নলেজ এ্যাণ্ড হিউম্যান সাইন্সেস**। এ ছাড়াও সকল অনুষদের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ পড়া বাধ্যতামূলক। ফলে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ইঞ্জিনিয়ার প্রাজুয়েট ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার পাশাপাশি কুরআন, হাদীছ, আক্বীদা, ইসলামী অর্থনীতি ইত্যাদি বিষয়ে পরিষ্কার ধারণা নিয়ে বের হ'তে পারছে। এছাড়াও সে দেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সহ সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষা বিভাগ রয়েছে।[৩]

অমুসলিম রাষ্ট্রে ইসলামী শিক্ষাঃ

একথা প্রায় সকলের জানা আছে যে, অমুসলিম দেশ সমূহের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে ইসলামী শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। ইউরোপ ও আমেরিকার বড় বড় বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার সুযোগ আছে। যেমন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যামব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়, লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়, আমেরিকার হারভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়, অষ্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে হুবহু ইসলামিক স্টাডিজ নামে বা Oriental Studies অথবা History of religion নামে ইসলামী শিক্ষা চালু আছে। এসব প্রতিষ্ঠানে শুধু ইসলামী শিক্ষাই দেওয়া হয় না; বরং ইসলামী বিষয়ে উচ্চতর গবেষণার যাবতীয় উপায়-উপকরণও রয়েছে। রয়েছে বিপুল পরিমাণ মৌলিক ও আধুনিক রেফারেন্স গ্রন্থরাজি।

বৃটেনের মত খৃষ্টান প্রধান দেশের Oxford University তে কেবলমাত্র ইসলামী শিক্ষার উপরে Ph.D. জাতীয় উচ্চতর ডিগ্রীই প্রদান করা হয় না; বরং সেখানে Oxford Centre for Islamic Studies নামে স্বতন্ত্রভাবে একটি সমৃদ্ধ ও উচ্চমানের ইসলামী একাডেমী প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। মেলবোর্ন বিশ্ববিদ্যালয় বিশ্বের সেরা দশটি বিশ্ববিদ্যালয়ের নবম স্থানে। সেখানেও আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিভাগ রয়েছে।[৪] আমাদের দেশের শীর্ষস্থানীয় খ্যাতনামা অনেক পণ্ডিত এ সকল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর গবেষণা কর্ম সমাপন করে আরবী ও ইসলামী শিক্ষায় সম্মান সূচক Ph.D. ডিগ্রী লাভে ধন্য হয়েছেন।

আমাদের প্রতিবেশী ভারত উগ্র হিন্দুবাদী ও চরম সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র। অথচ সেখানে মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বড় মাদরাসাগুলি ভারতে অবস্থিত। যেমন- বিখ্যাত দারুল উলূম দেওবন্দ, জামে'আ সালাফিয়াহ্ বেনারস, জামে'আ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভী দিল্লী ইত্যাদি।[৫] ইউ,পি, বিহারসহ ভারতের প্রায় প্রদেশেই অসংখ্য মাদরাসা প্রাচীন কাল থেকে নিয়ে সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত ইসলামী শিক্ষার আলোকবর্তিকা প্রজ্জলিত করে চলেছে। তাছাড়া আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামী শিক্ষার উপর উচ্চতর গবেষণা ও সম্মান সূচক পি-এইচ. ডি. ডিগ্রী প্রদানের সুব্যবস্থা রয়েছে।

বাংলাদেশ প্রসঙ্গঃ

বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম সংখ্যা গরিষ্ঠ মুসলিম রাষ্ট্র। এ দেশের শতকরা ৯০ জনই মুসলমান। বলা হয়, এ দেশের মানুষ সর্বাপেক্ষা ধর্মভীরু। তবুও পরিতাপের বিষয়, এই দেশেরই মুসলিম সরকারগুলি ইসলামী শিক্ষার প্রসার না ঘটিয়ে বরং যতটুকু অবশিষ্ট আছে তা ধ্বংস করার অপপ্রয়াস চালাচ্ছেন।

উপমহাদেশে ইংরেজ সরকার লর্ড মেকলের মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করার যে সূচনা করেন, তারই ধারাবাহিকতায় স্বাধীন বাংলাদেশে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা কায়েমের লক্ষ্যে ১৯৭৪ সালে ডঃ কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন বাস্তবায়নের দ্বারা মাদরাসা ও ইসলামী শিক্ষা চিরতরে নির্বাসন দেওয়ার অপচেষ্টা শুরু হয়। ১৯৭৫ সালে পট পরিবর্তনের ফলে কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন চাপা পড়ে যায় এবং অবস্থার কিছুটা উন্নতি ঘটে।

বিগত সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে কাটছাঁট করে সুকৌশলে কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশন পুনরুজ্জীবিত করতে চায় এবং অধ্যাপক শামসুল হকের

২. প্রবন্ধঃ বিশ্ব প্রেক্ষিতে বাংলাদেশে ইসলামী শিক্ষা, কালাম আহসান স্মারক জাতীয় সম্মেলন ১৯৯৯, বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম।
৩. ঐ।
৪. ঐ।
৫. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আহলেহাদীছ আন্দোলন, ডক্টরেট থিসিস, পৃঃ ৩৭০।

নেতৃত্বে কমিটি গঠন করে। এই কমিটি ইসলামী শিক্ষা সংকোচন ও বন্ধের ব্যাপক তৎপরতা শুরু করে। যার ক্রমধারা নিম্নরূপ-

(১) পূর্বে এইচ,এস,সি পর্যায়ে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীরাও ৪র্থ বিষয় হিসাবে ইসলামী শিক্ষা পড়তে পারত। বিগত সরকার আমলে তাও বন্ধ করে দেওয়া হয়।

(২) মানবিক বিভাগকে 'ক' ও 'খ' নামক দুই গুচ্ছে বিভক্ত করা হয়। 'ক' গুচ্ছের আওতায় অর্থনীতি, পৌরনীতি, সমাজ কল্যাণ, ইতিহাস ও ইসলামের ইতিহাস এই ৫টি বিষয় রাখা হয় এবং এই ৫টি বিষয় থেকে যেকোন ২টি বিষয় বাধ্যতামূলক ভাবে নিতে হবে। বাদবাকী সকল বিষয় 'খ' গুচ্ছের আওতায় রাখা হয়েছে এবং এতগুলি বিষয়ের মধ্য থেকে যেকোন ১টি বিষয়কে তৃতীয় বিষয় হিসাবে নিতে হবে। মজার ব্যাপার হল 'খ' গুচ্ছের আওতায় কৃষি শিক্ষা, গার্হস্থ্য অর্থনীতি, ভূগোল, কম্পিউটার শিক্ষা, পরিসংখ্যান এমন অনেক বিষয় রয়েছে, যেগুলির কোন কোনটাতে শতকরা ৩০/৪০ নম্বর পর্যন্ত ব্যবহারিকে আছে। সুতরাং ব্যবহারিকে অধিক নম্বর পাওয়ার আশায়, ব্যবহারিক নেই এমন বিষয় সহজে ছাত্র/ছাত্রীরা নিতে চায় না। বস্তুতঃ গুচ্ছের গ্যাড়াকলে আবদ্ধ হওয়ায় পূর্বের তুলনায় বর্তমানে ইসলামী শিক্ষার ছাত্র/ছাত্রী অর্ধেক কমে গেছে।

(৩) গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর পূর্বে তৃতীয় বিষয় কৃষি শিক্ষা বা কম্পিউটার শিক্ষা নেওয়ার পর ৪র্থ বিষয় হিসাবে অনেক ছাত্র/ছাত্রী ইসলামী শিক্ষা পড়ত। কিন্তু ২০০০ সাল থেকে গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৪র্থ বিষয়ের নম্বর যোগ হবে না। ফলে মানবিক বিভাগের ছাত্র/ছাত্রীরাও 'ক' গুচ্ছ থেকে ২টি ও 'খ' গুচ্ছ থেকে ব্যবহারিক সম্বলিত ১টি বিষয় রাখার পর ৪র্থ বিষয় হিসাবে ইসলামী শিক্ষা রাখছে না। সুতরাং গ্রেডিং পদ্ধতিতে ৪র্থ বিষয়ের নম্বর তুলে দিয়েও ইসলামী শিক্ষার ক্ষতি করা হয়েছে।

(৪) ২০০০ সালের নতুন পাঠ্যসূচীতে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবে বিষয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ইসলামী শিক্ষা'র স্থলে 'ইসলাম শিক্ষা' করা হয়েছে।

(৫) বিগত সরকার এইচ,এস,সি ও ডিগ্রী পর্যায়ে নতুনভাবে ইসলামী শিক্ষা খোলার অনুমতি বন্ধ করে দেয়।

(৬) বি,এস,এস, অনার্স কোর্সে পূর্বে ইসলামী শিক্ষা সাবসিডিয়ারী বিষয় হিসাবে পড়তে পারত। কিন্তু বিগত সরকার তা বন্ধ করে দেয়।

(৭) ১৯৯৯ সালের ১লা মে দেশের ২৫১ টি আলিয়া মাদরাসার এম.পি.ও বাতিল করে দেওয়া হয় এবং আরও সহস্রাধিক মাদরাসা এ প্রক্রিয়া বাস্তবায়নের জন্য বিবেচনাধীন রাখা হয়।[৬]

(৮) কওমী মাদরাসা গুলি বন্ধে মিথ্যা প্রচারনা চালানো হয়। 'হরকাতুল জিহাদ' ও 'তালেবান' নামক জুজুর নামে সরকারের পেটোয়া পুলিশ বাহিনী একের পর এক কওমী মাদরাসায় হামলা চালিয়ে আলেম, শিক্ষক ও ছাত্রদের ঢালাও গ্রেফতার শুরু করে।[৭]

(৯) ডিগ্রী ক্লাসের English বই ফাযিল ক্লাসেও পাঠ্যভুক্ত রয়েছে। অথচ ফাযিল ক্লাসকে ডিগ্রীর সমমান দেওয়া হয়নি। ফাযিল ও কামিল পাশ করা ছাত্রদের বি,সি,এস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়নি।

(১০) মাধ্যমিক স্তরে বি,এড প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। অথচ ইসলামী শিক্ষার শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের কোন সুযোগ নেই। এমনকি বি,এড কোর্সের পাঠ্যক্রমে আবশ্যিক ও নৈর্বাচনিক সকল বিষয় অন্তর্ভুক্ত থাকলেও আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় দু'টিকে বাদ রাখা হয়েছে।

(১১) প্রাইমারী স্কুলে ইসলাম ধর্ম শিক্ষা বিষয় আবশ্যিক। কিন্তু ইসলাম ধর্ম শিক্ষা দানের জন্য সেখানে ধর্মীয় শিক্ষকের কোন পদ সৃষ্টি করা হয়নি। ফলে সাধারণ শিক্ষক দ্বারা অথবা মুসলিম শিক্ষকের অভাব থাকলে হিন্দু শিক্ষক দ্বারা এর পাঠ দান কার্যক্রম চালু আছে।[৮]

(১২) মাদরাসায় পড়া উচ্চ মাধ্যমিক সমমানের ছাত্র/ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেকোন বিষয়ে অনার্সে ভর্তি হ'তে পারত। বিগত সরকার আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে এবং রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যে অনার্স পড়া বন্ধ করার ষড়যন্ত্র শুরু হয়। যাতে মাদরাসা শিক্ষার প্রতি ছাত্র/ছাত্রীরা নিরুৎসাহিত হয়।

(১৩) ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মূল লক্ষ্য ছিল ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা। কিন্তু প্রতিষ্ঠার পর হ'তে নানা মহলের ষড়যন্ত্র ও উন্নাসিকতায় তা আদৌ বাস্তবায়ন হয়নি। এমনকি ইসলামের ন্যূনতম মৌলিক জ্ঞান দেওয়ার জন্য প্রতিটি বিষয়ের সাথে ২০০ নম্বরের ইসলামী শিক্ষা রাখা হয়েছিল। কিন্তু জাতির দুর্ভাগ্য, কর্তৃপক্ষের দুর্বলতার কারণে তাও বাদ দেওয়া হয়েছে। ফলশ্রুতিতে এখন ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়ার মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই।

(১৪) সরকারী ডিগ্রী কলেজ সমূহে প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৪ জন শিক্ষকের পদ রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র আরবী ও ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের লক্ষ্যে এ দু'টি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়কে ১টি বিষয় হিসাবে দেখিয়ে ৪+৪=৮টি পদের স্থলে মাত্র- ২টি পদ রাখা হয়েছে। যার ফলে এ বিষয়ের অধিকাংশ শিক্ষক সহকারী অধ্যাপক হয়েই মনোবেদনা নিয়ে অবসর গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছেন।

(১৫) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদে অদ্যাবধি আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় খোলা হয়নি। যদিও তার নাম বিশ্ববিদ্যালয়। নব প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান ও

৬. *দৈনিক ইনকিলাব, ২৩ অক্টোবর ২০০০ সংখ্যা, পৃঃ ১১।*

৭. *ঐ।*

৮. *ইসলামী শিক্ষা বন্ধ, সংকোচনঃ প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, স্মারক জাতীয় সম্মেলন ১৯৯৯, 'বাংলাদেশ ইসলামিক স্টাডিজ ফোরাম পৃঃ ২।*

প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় গুলিতে তো এ বিষয় দু'টির নাম-নিশানাও নেই।

(১৬) সবশেষে বর্তমান জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী মূল্যবোধে বিশ্বাসী চারদলীয় জোট সরকারের আমলে ইসলামী শিক্ষা সংকোচনের যে যুগান্তকারী পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে তা হচ্ছে, 'জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী পাসকোর্স থেকে ইসলামিক স্টাডিজ বাদ দেওয়া'।[৯]

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এ বছর নতুন নিয়মের ৩ বছর মেয়াদী ১৫০০ নম্বরের ডিগ্রী পাসকোর্স চালু করেছে। তাতে শুধুমাত্র বি,এ পাস কোর্সের জন্য আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয় ২টি রয়েছে এবং বি,এস,এস পাসকোর্সের সিলেবাস থেকে আরবী ও ইসলামিক স্টাডিজ বাদ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য যে, বর্তমানে পাসকোর্সে সংখ্যাগরিষ্ঠ ছাত্র/ছাত্রীই বি,এস,এস, পড়ছে এবং খুব কম সংখ্যক ছাত্র/ছাত্রী বি,এ পড়ছে। ফলে ডিগ্রী পাসকোর্সে আশংকাজনক হারে ইসলামী শিক্ষার ছাত্র/ছাত্রী হ্রাস পাবে বলে পর্যবেক্ষক মহলের ধারণা। ফলশ্রুতিতে স্নাতকোত্তর শ্রেণীতেও ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ের ছাত্র/ছাত্রী হ্রাস পাবে।

বলা আবশ্যক যে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও টেক্সট বুক বোর্ডের কিছু আমলা, তথাকথিত কিছু বুদ্ধিজীবি, কিছু এনজিও কর্মকর্তা বেশ কিছুদিন থেকে দেশে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা বিলুপ্ত করার ষড়যন্ত্রে সদা ব্যস্ত। কিছুদিন পরপর তারা নানা প্রশ্নমালা ছুঁড়ে দিয়ে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষাকে বিতর্কিত ও হেয়প্রতিপন্ন করে তোলেন। বিগত সরকারের আমলে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামের ইতিহাস নতুনভাবে খোলার অনুমতি বন্ধ রাখার কারণ প্রসঙ্গে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের একজন কর্মকর্তা বলেন যে, 'এসব বিষয় দেশের উন্নয়নে কোন অবদান রাখেনা, তাই এসব বিষয় আর খোলা হবে না'।

উন্নয়ন বলতে কেবল অর্থনৈতিক ও বস্তুগত উন্নতিকেই বুঝায় না। বরং মানসিক, চারিত্রিক ও নৈতিক উন্নতিকেও উন্নয়ন বলা হয়, তা বোধহয় ঐ কর্তা ব্যক্তি বোঝেন না। অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটাতে হ'লে যে উন্নত চরিত্রের মানুষ প্রয়োজন হয়, তা হয়ত তার জানা নেই। হিসাব বিজ্ঞানে অনার্স সহ এম,কম পড়ে ওকালতি করেন অথবা ঠিকাদারি ব্যবসা করেন অথচ বাংলা বা আরবী সাহিত্যে অনার্স সহ এম,এ পাস করে ব্যাংকে ক্যাশিয়ার বা অফিসার পদে চাকুরী করেন এমন উদাহরণ দেশে প্রচুর রয়েছে। সে সব খবরও ঐ কর্তা ব্যক্তিটির বুঝি অজানা রয়েছে। সুতরাং বিষয়ের বাছ-বিচার দিয়ে দেশের উন্নয়ন বা উৎপাদন-অনুৎপাদনের খাত নির্ধারণ করতে যাওয়া আমাদের দেশে এখনও যুক্তিগ্রাহ্য হয়ে উঠেনি বা সর্বত্র প্রযোজ্যও নয়।

৯. দৈনিক ইনকিলাব, ১০ মে ২০০২, পৃঃ ১ সংবাদ শিরোনাম- আহমদ সেলিম রেজা লিখিত।
১০. পাকিস্তানের বিদমতে বনাম মুসলিম আজ কোন পথে, মুহাম্মাদ আব্দুল হান্নান বাসুদেবপুরী।

ইসলামী শিক্ষা সম্প্রসারণে প্রস্তাবনা ও সুপারিশমালাঃ

প্রস্তাবনাঃ শিক্ষা নীতি সংক্রান্তঃ

বস্তুতঃ দেশে কোন শিক্ষা নীতি নেই। সরকারী, বেসরকারী, আধা-সরকারী, স্বায়ত্বশাসিত, ক্যাডেট, ইংলিশ মিডিয়াম, রকমারী লেভেল, প্রি-ক্যাডেট, কে,জি বিভিন্ন শ্রেণীর শিক্ষা ব্যবস্থা দেশে চালু আছে। অবস্থাগত কারণেই এগুলির মধ্যে বৈষম্য বিরাজ করছে। অভিন্ন, বাস্তবধর্মী, গণমুখী ও সমন্বিত একই ধারার শিক্ষা ব্যবস্থা চালুর লক্ষ্যে শিক্ষা নীতি প্রণয়ন করা প্রয়োজন।

প্রস্তাবনাঃ সাধারণ শিক্ষা সংক্রান্তঃ

(১) শিক্ষার সর্বস্তরে ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করতে হবে।

(২) অমুসলিম ছাত্র/ছাত্রীর জন্য স্ব-স্ব ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা হোক।

(৩) সকল স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে আরবী ও ইসলামী শিক্ষা অবাধে চালু করতে হবে।

(৪) উচ্চ মাধ্যমিক মানবিক শাখার গুচ্ছ প্রথার গ্যাড়াকল প্রত্যাহার করা হোক; নতুবা ইসলামী শিক্ষা 'ক' গুচ্ছের আওতাভুক্ত করা হোক।

(৫) বি,এস,এস পাস কোর্স ও অনার্স কোর্সে সাবসিডিয়ারী হিসাবে ইসলামিক স্টাডিজ পড়ার পূর্ব নিয়ম বহাল করতে হবে।

(৬) ইসলামিক স্টাডিজ বিষয়ে অনার্সে ভর্তির জন্য ইসলামের ইতিহাস বিষয়কে সম গোত্রীয় বিষয় করা হোক।

(৭) মাধ্যমিক স্তরের বি,এড প্রশিক্ষণে ইসলামী শিক্ষা বিষয় ও বিষয়ের শিক্ষককে প্রশিক্ষণের আওতাভুক্ত করতে হবে।

(৮) প্রাইমারী স্কুলে ধর্মীয় শিক্ষকের পদ সৃষ্টি করতে হবে এবং ধর্মীয় শিক্ষার পরিধি বাড়াতে হবে।

প্রস্তাবনাঃ মাদরাসা শিক্ষা সংক্রান্তঃ

(১) কুদরত-ই-খোদা শিক্ষা কমিশনের আলোকে গঠিত ১৯৯৭ সনের শিক্ষা কমিটির সুপারিশ সমূহ বাতিল করা হোক।

(২) অনুদানভুক্ত সকল মাদরাসা এমপিও চালু করা হোক।

(৩) কওমী/দরসে নিযামী মাদরাসার বিরুদ্ধে হরকতুল জিহাদ, তালেবান, আল-ক্বায়েদার মিথ্যা অপবাদ বন্ধ করা সহ সরকারী বরাদ্দের আওতাভুক্ত করা হোক।

(৪) মাদরাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে এনজিওদের সকল অপতৎপরতা বন্ধ করতে হবে।

(৫) প্রাইমারী স্কুলের সমান সুযোগ-সুবিধা ইবতেদায়ী মাদরাসার ছাত্র/ছাত্রী শিক্ষকদেরকেও দিতে হবে।

(৬) আলিয়া মাদরাসায় শিক্ষিকা নিয়োগের আনুপাতিক

আদেশ বন্ধ করা হোক।

(৭) মাদরাসা শিক্ষক প্রশিক্ষণ ইনষ্টিটিউট অবিলম্বে চালু করতে হবে।

(৮) ইসলামী শিক্ষা কেন্দ্র হিসাবে গৌরবধন্যের অধিকারী প্রাচীন বাংলার রাজধানী সোনারগাঁয়ে ১টি পূর্ণাঙ্গ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতঃ মাদরাসার ফাযেল ও কামিল ক্লাস তার অধীভুক্ত করে বি,এ ও এম,এ -এর সমমান প্রদান করা হোক এবং বিসিএস পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হোক।

(৯) জাতীয় আরবী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে মাওলানা মনীরুযযামান ইসলামাবাদী-এর (১৮৭৫-১৯৫০) লালিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন করা হোক।

(১০) প্রচলিত মাদরাসা শিক্ষা নির্দিষ্ট মাযহাবী ফিক্বহ ভিত্তিক, তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মাদরাসা শিক্ষা চালু করা হোক।

(১১) সাধারণ শিক্ষা ও মাদরাসা শিক্ষার নামে প্রচলিত দ্বিমুখী ধারার শিক্ষার সমন্বয় ঘটিয়ে এক ধারার ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করা হোক।

পরিশেষে বলতে চাই, মুসলমান থাকলে ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা থাকবে। যারা ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষা ধ্বংস করতে চান, আল্লাহ চাইলে তারাই ধ্বংস হয়ে যেতে পারেন। আসুন! আর ধ্বংস নয়, বরং যে ইসলামী শিক্ষার বরকতে জ্ঞান-বিজ্ঞান, শিল্প-কলা, শিক্ষা-সভ্যতা প্রভৃতির চরম শিখরে মুসলমানগণ হাযার বছর ধরে সদর্পে বিচরণ করে ফিরছিল, আমরাও সে পথ অনুসরণ করে জগতকে শিখিয়ে যাই; ইসলাম অর্থ ধ্বংস নয়, বিশৃংখলা নয়, পশ্চাৎপদতা নয়। ইসলামী শিক্ষাকে বুকে ধারণ করেই একদিন মুসলমানগণ বাদশাহর জাতিতে পরিণত হয়েছিল। আর আমাদের দেশের মুসলিম সন্তানরা আজ কুরআন ও কুরআনের শিক্ষাকে মনে করছে পশ্চাৎপদতা, মনে করছে প্রগতি ও উন্নয়নের পথে অন্তরায়। মনে রাখা উচিৎ যে, স্পেন মুসলিম সভ্যতার মূলে ছিল ইসলামী শিক্ষার অবদান।

জাতি হিসাবে সব হারিয়ে আমরা আজ কোথায় গিয়ে পৌঁছেছি, নিজ নিজ বিবেককে প্রশ্ন করে দেখুন। এমন দিন কি অতীত হয়, যে দিন ঢাকায় কোন বনু আদম খুন হয় না। এমন দিন কি পার হয়ে যায়, যে দিন কারো মেয়ে, মা, বোন ধর্ষিতা হয় না? এমন দিন কি রাত্রিতে মিশে যায়, যে দিন কোন পথচারী অথবা ব্যবসায়ীর অর্থ লুটপাট হয় না? বলবেন, না হয় না। কেন হয় না? কি জন্য হয় না? সামাজিক অবক্ষয়। নৈতিক চরিত্রের অধঃপতন। কেন অধঃপতন? অমুসলিম ঐতিহাসিক উইলিয়াম মূর উত্তর দিয়ে বলে গেছেন, `The muslim failed beaca use he left the Quran'

সুতরাং আসুন! জাতিকে বাঁচাতে চাইলে, সকল দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ত্যাগ করে একমাত্র ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থা চাই। সর্বশক্তিমান আল্লাহ তা'আলা আমাদের তাওফীক দিন- আমীন!

মুসাফির ও মেহমানদারী

*আবদুর রহমান**

মানুষ আল্লাহ তা'আলার প্রিয় সৃষ্টি। তিনি তাঁর প্রিয় সৃষ্টির কল্যাণ ও সুখ-সমৃদ্ধির জন্য অনেক বিধি-বিধান নির্ধারণ করেছেন, যার একটিও অমান্য করলে মানুষের জীবনে অশান্তি অনিবার্য। তার মধ্যে মেহমানদারী একটি মেহমানদারী বা আতিথেয়তার ইংরেজী Hospitality। ইংরেজী শব্দ Hospital (হাসপাতাল) হ'তে যার উৎপত্তি। হাসপাতালে একজন রোগীকে যেমন সেবা-শুশ্রূষা করা হয়, ঠিক তেমনি একজন মুসাফিরকেও অনুরূপ সেবাদান করা বুঝায়। এজন্য এর নাম আতিথেয়তা (Hospitality)। মুসাফিরকে সেবাদান করা যরূরী এবং পুণ্যের কাজ। আল্লাহ বলেন, 'বড় সৎকাজ হ'ল তারা ঈমান আনবে আল্লাহ্র উপর, ক্বিয়ামত দিবসের উপর, ফেরেশতাগণের উপর এবং সমস্ত নবী-রাসূলের উপর। আর তাঁরই মহব্বতে সম্পদ ব্যয় করবে আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন, মুসাফির, ভিক্ষুক ও মুক্তিকামী ক্রীতদাসদের জন্য' *(বাক্বারাহ ১৭৭)*। অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন, 'লোকেরা তোমার কাছে জিজ্ঞেস করে, তারা কী ব্যয় করবে? তুমি বলে দাও, যে বস্তুই তোমরা ব্যয় কর, তা হবে পিতা-মাতার জন্য, আত্মীয়-স্বজনদের জন্য, ইয়াতীম ও মিসকীনদের জন্য, অসহায় এবং মুসাফিরদের জন্য' *(বাক্বারাহ ২১৫)*। এভাবে পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে ইয়াতীম, নিঃস্ব, অসহায়দের পাশাপাশি মুসাফিরের সাহায্য-সহযোগিতার প্রতি তাকীদ দেওয়া হয়েছে। তাছাড়া পৃথিবীর বহু সাহিত্যাকাশে, কবিতার ভুবনে এবং নানা ধর্ম গ্রন্থেও মুসাফিরদের সেবা-যত্নের কথা অনুরণিত হয়েছে। মুসলিম সাহিত্যে মুসাফিরের সেবা-যত্নকে মেহমানদারীর সাথে তুলনা করা হয়েছে।

মুসাফিরের ক্বদর ও মেহমানদারীঃ

মেহমানের সেবা-যত্নের জন্য প্রাচীন কাল থেকে আরব দেশের সুনাম রয়েছে। প্রাক ইসলামী যুগ থেকে ইসলামের আবির্ভাব পর্যন্ত এবং তারপরেও আরবদের মেহমানদারির জুড়ি মেলা ভার। পবিত্র কুরআনে ইবরাহীম (আঃ)-এর মেহমানদারির একটি ঘটনা বিবৃত হয়েছে। ঘটনাটি নিম্নরূপঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে মুহাম্মাদ! তোমার কাছে ইবরাহীমের সম্মানিত মেহমানদের বৃত্তান্ত এসেছে কি? যখন তারা তাঁর কাছে উপস্থিত হয়ে বলল, সালাম, তখন সেও বলল, সালাম। এরা তো অপরিচিত লোক! অতঃপর সে গৃহে গেল এবং একটি ঘৃতপক্ব মোটা গো-বৎস নিয়ে হাযির হ'ল। সে গো-বৎসটি তাদের সামনে রেখে বলল, তোমরা আহার করছ না কেন'? *(যারিয়াত ২৪-২৮)*।

তারা খেলেন না। কেননা তাঁরা ছিলেন ফেরেশতা। উক্ত ঘটনা হ'তে আরবদের মেহমানদারির দৃষ্টান্ত জানা যায়। আরো জানা যায় যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) কোন দিন

* *এম,এ, রাষ্ট্র বিজ্ঞান; সাধুর মোড়, রামচন্দ্রপুর, ঘোড়ামারা, রাজশাহী।*

মেহমানের অপেক্ষা না করে খেতেন না।

প্রাক ইসলামী যুগেও মেহমানের যথেষ্ট সম্মান ও সেবা-যত্ন করা হ'ত। মুসাফির-মেহমানকে আমানত মনে করা হ'ত। মেহমান হাযার শত্রুতা করলেও তার মেহমানদারির কমতি হ'ত না। এ মর্মে একটি মজার ঘটনা বিদ্যমান। একদা এক মেহমান এক আরব বেদুঈনের বাড়ীতে হাযির হয় এবং রাত্রি যাপন করে। খানাপিনা শেষে মেহমান কথা প্রসঙ্গে বলেন যে, বেশ কিছুদিন আগে আমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করে অদ্যাবধি পালিয়ে বেড়াচ্ছি। এতদশ্রবণে বেদুঈনের রক্ত টগবগ করে উঠে। কারণ নিহত ব্যক্তিটি ছিলেন তার পিতা এবং সেও পিতৃহত্যার প্রতিশোধ গ্রহণের নেশায় হন্যে হয়ে হত্যাকারীকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হত্যাকারী এখন তার হাতের মুঠোয় এবং প্রতিশোধ গ্রহণের মোক্ষম সুযোগ। এ সুযোগ সে হাতছাড়া করতে পারে না। ইত্যাদি সাত-পাঁচ ভাবতে ভাবতে সে মেহমানের গৃহে প্রবেশ করে তাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে আস্তাবল হ'তে সবচেয়ে দ্রুতগামী একটি ঘোড়ায় চড়িয়ে তাকে বলে, সে যেন প্রত্যুষ হওয়ার পূর্বেই অত্র এলাকা ছেড়ে দূরদূরান্তে চলে যায়। বেদুঈন ভাবতে থাকে, এভাবে তাকে বিদায় করে না দিলে, তার হৃদয়পটে প্রতিশোধের আগুন ধপ করে জ্বলে উঠবে এবং মেহমানকে হত্যা করে ফেলবে। কিন্তু সে আল্লাহ কর্তৃক দেওয়া আমানতের খেয়ানত করতে পারে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দরবারে কোন মুসাফির আগমন করলে তাকে আপ্যায়নের জন্য ছাহাবীগণের মধ্যে প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজে ফায়ছালা করে দিতেন যে, অদ্যকার মেহমান অমুক ছাহাবীর বাড়ীতে যাবেন। এমনও দেখা যেত যে, ছাহাবীদের বাড়ীতে খাদ্যদ্রব্য আছে কি-না, না জেনেই তারা মেহমানকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেন। একদিনের ঘটনাঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে একজন ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি ক্ষুধায় কাতর। তখন তিনি তাঁর বিবিগণের নিকট পাঠালেন, কিন্তু তাদের নিকট খাওয়ার কিছুই পাওয়া গেল না। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের কেউ আছ কি এই লোকটিকে মেহমানরূপে গ্রহণ করার? আল্লাহ তা'আলা তার প্রতি রহমান করবেন। তখন আনছারগণের একজন দাঁড়িয়ে বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমি আছি। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি হ'লেন আবু তালহা (রাঃ)।

অতঃপর তিনি মেহমানকে নিয়ে স্ত্রীর কাছে গিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর একটি মেহমান নিয়ে এসেছি ঘরে খাবার আছে কি? স্ত্রী উত্তরে বলল, আল্লাহ্র কসম! শিশু সন্তানের খাদ্য ছাড়া আমার নিকট কিছুই নেই। আনসারী ছাহাবী বললেন, শিশুদেরকে খাওয়ার পূর্বেই ঘুমিয়ে দিবে। অতঃপর খাওয়ার সময় আমাকে ডাকিও আমি খেতে বসলে কোন কৌশলে বাতিটি নিভিয়ে দিবে। রাত্রে আমরা না খেয়ে থাকব। অতঃপর তার স্ত্রী তাই করলো এবং মেহমানকেই সব খানা খাওয়ালো।

অতঃপর ভোর হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমাদের প্রতি আল্লাহ তা'আলা খুবই খুশি হয়েছেন। তাদের সানে আয়াত অবতীর্ণ হয়-

وَيُؤْثِرُوْنَ عَلَى أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ،

'তারা নিজেদের উপর অন্যদের প্রাধান্য দেয় যদিও তারা নিজেরা ক্ষুধার্ত থাকে' *(হাশর ৯, বুখারী হা/৪৮৮৯ 'তাফসীর' অধ্যায়; মুসলিম হা/২০৫৪ 'পান করা' অধ্যায়)*। এসব ঘটনায় মুসলিম মিল্লাতের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় রয়েছে।

মেহমানদারীতে আমাদের সমাজের অবস্থানঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবনে চেনা-অচেনা বহু মুসাফির আমাদের মাঝে আগমন করে থাকেন। কিন্তু তাদের মেহমানদারির জন্য আমরা কতটুকুইবা ত্যাগ স্বীকার করে থাকি? পরিচিত শান-শওকতওয়ালা মেহমানের জন্য আমরা এতই উদ্বিগ্ন ও পেরেশান হয়ে উঠি যে, তা ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। রাজকীয় মেহমানের জন্য তো রাজকীয়ভাবে ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। কিন্তু অচেনা অজানা ধূলায় ধূসরিত মেহমান, পথিকের মেহমানদারির জন্য আমরা কতটুকু তৎপর, কতটুকু নিবেদিত প্রাণ? মোটেও না। অথচ পবিত্র কুরআনে সেসব মেহমান-মুসাফিরের কথাই বলা হয়েছে। যারা সহায়-সম্বলহীন হয়ে রাস্তায় বেরিয়েছে বা সফরাবস্থায় নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। এসব মুসাফির সাধারণত মসজিদ-মাদরাসায় এসে আশ্রয় নেয় এবং মসজিদ ভরা মুছল্লীদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে থাকে। কিন্তু অনেক মুছল্লীই সেদিকে কর্ণপাত করেন না। বরং নাক সিটকান। এমনকি নিয়মিত মুছল্লী অঢেল সম্পত্তির মালিককে পর্যন্ত দেখা যায় মুসাফিরের হাতে দুই চার টাকা দিয়ে বাইরে যেয়ে নিতে বলেন। না হয় বলেন, অমুক বাড়ীতে গিয়ে দেখতে পারেন ইত্যাদি। ভাবখানা হ'ল, "They gave him good councel but none of their gold" অর্থাৎ ভাল ভাল উপদেশ দেন কিন্তু নিজ ঘরে ঠাঁই দিতে অপারগ।

আমাদের সমাজের এ কি হাল! সমাজের মানুষ নিজেকে বড় মনে করে এবং মেহমানকে তুচ্ছ মনে করে। এটি অহংকারের নামান্তর। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি মানুষের প্রতি দয়া করে না, আল্লাহও তার প্রতি দয়া করেন না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৪৭)*। অন্য এক হাদীছে এসেছে, 'পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রতি দয়া কর। আকাশের অধিবাসী আল্লাহও তোমাদের প্রতি দয়া করবেন' *(আবু দাউদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/৪৯৬৯)*। ইমাম গাযালী (রহঃ) বলেন, 'নিজকে উচ্চ এবং অন্যকে তুচ্ছ মনে করার নামই অহংকার অহমিকা'। তথাপিও আমরা মেহমানদারির মত উঁচু কাজকে হেয় মনে করি। একজন অমুসলিম চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াস বলেন, 'প্রত্যেক আগন্তুকের সাথে এমন ব্যবহার কর, যেন তুমি একজন বড় মেহমানকে স্বাগত জানাচ্ছ'। একটি ইংরেজী কবিতায় বলা হয়েছে,

"None is born in this world
To engage himself for his end
All of us have to live for all
Each has to devote, for every bodies call."

আল্লাহ আমাদেরকে মেহমানদারী করার এবং এ ব্যাপারে অন্যদেরকে উৎসাহ প্রদান করার তাওফীক্ব দান করুন। আমীন!

ইসলামে ধূমপান

*মুহাম্মাদ গোলাম কিবরিয়া**

আমাদের বর্তমান সমাজে ধূমপান একটি মারাত্মক ব্যাধি। এই ব্যাধিতে ১০ বছরের কিশোর থেকে শুরু করে ৭০ বছরের বৃদ্ধ পর্যন্ত আক্রান্ত। ধূমপান আমাদের সভ্য সমাজকে ধূম্রজালের ন্যায় ঘিরে ফেলেছে। তাই আমাদের ধূমপান সম্পর্কে সচেতন হওয়া উচিত। ধূমপান সম্পর্কে আমার ধূমপায়ী মুসলিম ভাইদের কিছু জানাতে চাই। যাতে তারা এ থেকে দূরে থাকতে সচেষ্ট হন।

আল্লাহ্‌র বাণী শুনে তাঁর আনুগত্যের প্রতি যত্নশীল হওয়া উচিত। আর এজন্যই আল-কুরআনে ঘোষিত হয়েছে, 'যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করবে সে বিরাট সাফল্য অর্জন করবে' *(আযহাব ৭১)*।

ধূমপান সম্পর্কে আমাদের মাঝে দু'রকম মত আছে। কেউ এই ধূমপান মাকরূহ বলেছেন, আবার কেউ হারাম বলে মত পোষণ করেছেন।

ধূম তো একটি বিষাক্ত ঘাতক-প্রাণঘাতী। মানুষকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেয়। এটা যেহেতু বিষাক্ত এবং প্রাণঘাতী তাই হালাল নয়। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ্‌র বাণী, 'তিনি তাদের জন্য পবিত্র বস্তুকে হালাল করেছেন এবং অপবিত্র বস্তুকে হারাম করেছেন' *(আ'রাফ ১৫৭)*।

এই আয়াতেই আমরা বুঝতে পারি যে, ধূমপান নিঃসন্দেহে হারাম। ধূমপান যেহেতু মানুষকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে। তাই এ ধূমপান আত্মহননের শামিল। ধূমপানের ফলে অনেক কচি কচি প্রাণ অকালে ঝরে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা আত্মহত্যা করো না' *(নিসা ২৯)*।

এই ধূমপান মানুষের অকাল মৃত্যু ডেকে আনে। একটি সিগারেটে একজন মানুষের ৫-৬ মিনিট আয়ু কমে। প্রখ্যাত চিকিৎসাবিদ ইবনে সীনা বলেছেন, 'পৃথিবীর এত ধূলি, ধোঁয়া, গ্যাস যদি মানুষের ফুসফুসে না ঢুকত, তাহ'লে মানুষ হাযার হাযার বছর ধরে জীবিত থাকত'।

ধূমপান যে শুধু আমাদের শারীরিক দিক থেকে ক্ষতিকর তা নয়; ধূমপানের ফলে মানুষ নানা রকম পাপকাজে জড়িয়ে পড়ছে। ধূমপানে আমাদের অর্থের প্রচুর অপব্যয় হয়। তাছাড়া এতে অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয় করা হয়। অবৈধ খাতে অর্থ ব্যয়ই তো হ'ল অপব্যয়। আর অপব্যয়কারীকে শয়তানের ভাই বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অতএব হে মুসলিম ভাই! আপনি কি এই দলের অন্তর্ভুক্ত হ'তে চান? এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলার বাণী হ'ল, 'তোমরা অপব্যয় করো না। নিশ্চয় অপব্যয়কারীরা শয়তানের ভাই এবং শয়তান তার প্রভুর প্রতি অকৃতজ্ঞ' *(ইসরা ২৬-২৭)*।

* চাটাইডুবী, ইসলামপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

ধূমপানে আমাদের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। একজন সাধারণ ধূমপায়ীর ধূমপানের পিছনে ব্যয়িত অর্থের হিসাব করলে দেখা যায়- ২৪ ঘন্টায় প্রায় ১৫ থেকে ২০টি সিগারেট পান করে। এর দামও প্রায় ৩০-৪০ টাকা। এখানে যদি দিনে ৩০ টাকা ধরা হয় তবে মাসে খরচ দাঁড়ায় ৯০০ টাকা এবং বছরে ১০,৮০০ টাকা প্রায়।

মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের জন্য তিনটি বিষয় অপসন্দ করেন। অনর্থক কথাবার্তা, সম্পদ বিনষ্টকরণ, অধিক প্রশ্নকরণ'।[১]

একজন ব্যক্তি যদি শুধু ধূমপানের খাতে এত টাকা ব্যয় করে, তবে লক্ষ্য লক্ষ্য লোকের কথা চিন্তা করলে কি অবস্থা দাঁড়ায়?

এই অপব্যয়ের পরও মহানবী (ছাঃ)-এর হুঁশিয়ারী, 'যে ব্যক্তি বিষ গ্রহণ করে আত্মহত্যা করে, সে জাহান্নামের আগুনে নিজ হাতে বিষ গ্রহণ করতঃ সেখানে স্থায়ীভাবে থাকবে'।[২]

একজন ডাক্তার এক মৃত ধূমপায়ীর শব ব্যবচ্ছেদ করেন এবং তার ফুসফুস উন্মোচন করার পর তার ছাত্রদের সেটি দেখতে বলেন। এটার উপরিভাগে আলকাতরার একটি কালো আস্তরণ ছিল। তিনি নিজে এটা নিংড়াতে লাগলেন। তা থেকে টপটপ করে আলকাতরা পড়তে লাগল। এমনিভাবে তিনি ফুসফুসের ভিতর গিয়ে দেখতে পেলেন, মানুষ যে ছিদ্রগুলি দিয়ে অক্সিজেন গ্রহণ করে সেগুলি বন্ধ হয়ে গেছে এবং এর ফলেই তার মৃত্যু ঘটেছে।

একটি সিগারেটে যে পরিমাণ নিকোটিন থাকে তা যদি একজন সুস্থ মানুষের দেহে প্রবেশ করানো যায়, তবে সে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হবে।

ধূমপান অনর্থক অপব্যয়। প্রিয় ভাই! আল্লাহ যদি আপনাকে আপনার সম্পদ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন তবে আপনি কি উত্তর দিবেন? কোন খাতে তা ব্যয় করেছেন এবং আপনার দেহকে কোন খাতে ক্ষয় করেছেন?

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হাশরের ময়দানে আদম সন্তান পাঁচটি প্রশ্নের উত্তর না দেওয়া পর্যন্ত তার পদযুগল নড়াতে পারবে না। (১) তার বয়স সম্পর্কে কিভাবে সে তা অতিবাহিত করেছে। (২) তার যৌবনকাল, কিভাবে সে তা নিঃশেষ করেছে। (৩) তার ধন-সম্পদ, কিভাবে তা উপার্জন করেছে। (৪) সেই উপার্জিত সম্পদ কোন খাতে ব্যয় করেছে এবং (৫) সে যে ইলম অর্জন করেছিল সে অনুযায়ী আমল করেছে কি-না'।[৩]

ধূমপানের ফলে আমরা অনেক অপকারিতা লক্ষ করি এবং বিজ্ঞানেও তা প্রমাণিত। ধূমপানের ফলে-

১. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯১৫ 'শিষ্টাচার' অধ্যায়, 'সৎ কাজ ও সদাচরণ' অনুচ্ছেদ।*
২. *ছহীহ মুসলিম হা/১০৯, ১০ 'ঈমান' অধ্যায় ১/১০৩-৪ পৃঃ।*
৩. *তিরমিযী, মিশকাত হা/৫১৯৭ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়।*

হৃদযন্ত্রকে অকেজো করে ফেলে। কর্মক্ষমতা হ্রাস পায়। দাঁত হলুদ হয়ে যায়। কফ, কাশি ও বক্ষ ব্যাধি দেখা দেয়। এর ফলে যক্ষা ও হৃদরোগ হয় এবং হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যু পর্যন্ত ঘটতে পারে। খাবারে রুচি নষ্ট হয়। হজমে ব্যাঘাত ঘটে এবং রক্ত সঞ্চালনে অসুবিধা হয়। এটা নেশার সৃষ্টি করে। এতে দুর্গন্ধ রয়েছে। যারা অধূমপায়ী তারা কষ্ট পায় এবং সম্মানিত ফেরেশতাকুলও কষ্ট পান। মহানবী (ছাঃ) মুখে দুর্গন্ধ নিয়ে মসজিদের নিকটবর্তী হ'তে নিষেধ করেছেন। চেহারার লাবণ্য নষ্ট হয়। ঠোঁট কালো বর্ণের হয়ে যায়। দৃষ্টিশক্তি ক্ষতিগ্রস্থ হয় ও স্নায়বিক দুর্বলতা দেখা দেয়। এর ফলে অর্থনৈতিক সংকট দেখা দেয়। ধূমপানে কার্যতঃ সমাজের লোকদের ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার মাধ্যমে নিমন্ত্রণ জানানো হয়। বিশেষত সমাজে অনুসরণীয় ব্যক্তিগণ যখন ধূমপান করেন, যেমন- পিতা, শিক্ষক, অভিভাবক ইত্যাদি।

একটু চিন্তা করে দেখুন! যদি কোন ব্যক্তি আপনার সম্মুখে একটি একশত টাকার নোট বের করে এবং তাতে অগ্নি সংযোগ করে তবে তার সম্পর্কে আপনার কি মত হ'তে পারে। আবার যে লোক হাযার হাযার টাকা নিঃসংকোচে দগ্ধ করছে এবং তার সাথে নিজেকেও দগ্ধ করছে তার সম্পর্কেই বা কি বলবেন?

সুরুচিশীল ব্যক্তিদের নিকট ধূমপান একটি অপবিত্র বস্তু বলে গণ্য। ধূমপানের বিজ্ঞাপন যেন আমাদের বলে দেয়, 'আপনার ফুলদানী হোক ছায়দানী'। ধূমপানের বিজ্ঞাপন তাই স্বাস্থ্য ও সম্পদ নষ্টের বিজ্ঞাপন। ধূমপান শরী'আত ও সুস্থ বিবেকের দৃষ্টিতে হারাম। ধূমপান করার আগে আমাদের ভেবে দেখা উচিত এটি হালাল না হারাম। উপকারী না ক্ষতিকর। পবিত্র না অপবিত্র। আমাদের সুস্থ বিবেক বলে দেবে এটি অবশ্যই হারাম, ক্ষতিকর এবং অপবিত্র।

হে মুসলিম ভাই! যেহেতু আপনি নিশ্চিতভাবে জানতে পারলেন যে, ধূমপান ক্ষতিকর এবং হারাম তাই আপনার কর্তব্য হ'লঃ (ক) আল্লাহ্র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে এটাকে ঘৃণা করা, বর্জন করা এবং বর্জনে দৃঢ় সংকল্প করা। (খ) ধূমপানের পরিবর্তে দাঁতন অথবা অন্য কোন হালাল দ্রব্য ব্যবহার করা।

আপনি ধূমপানে আসক্ত হওয়ার পর এ থেকে মুক্তি পেতে চাইলে ধূমপানের পূর্বে সিলভার নাইট্রেট (এক প্রকার ক্ষার বিশেষ) দ্বারা কুলি করুন। এটি যেকোন ফার্মেসীতে পাওয়া যায়। এটি পরীক্ষিত এবং ফলদায়ক পদার্থ।

আল্লাহ আপনার রক্ষণাবেক্ষণ করুন। আপনার সহায় হৌন। তিনিই একমাত্র সরল পথের দিশারী।

বিসমিল্লা-হির রহমা-নির রহীম

সকল বিধান বাতিল কর অহি-র বিধান কায়েম কর

দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০২

তারিখঃ ২৬ ও ২৭শে সেপ্টেম্বর, রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার।

স্থানঃ ইঞ্জিনিয়ার ইনষ্টিটিউট, রমনা, ঢাকা।

সভাপতিত্ব করবেনঃ অধ্যাপক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলাম
সভাপতি, বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ।

প্রধান অতিথিঃ ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ এবং
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

বক্তব্য রাখবেনঃ আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ ও বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের নেতৃবৃন্দ।

বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ

কেন্দ্রীয় কার্যালয়ঃ আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী
নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।
ফোনঃ (০৭২১) ৭৬১৭৪১; মোবাইলঃ ০১৭-৩৫৯৪৭৫।

সাময়িক প্রসঙ্গ

সন্ত্রাসঃ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট

*মুহাম্মাদ মজীবুর রহমান**

(গত সংখ্যার পর)

রাজনৈতিক আগ্রাসনঃ

শক্তিশালী দেশগুলি দুর্বল দেশগুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তারের জন্য কারণে অকারণে আগ্রাসন চালায়। আগ্রাসন চালানোর জন্য বাহানা খুঁজে পেতে তাদের কষ্ট পেতে হয় না। একদা একটি বাঘ একটি মেষ শাবকের ঘাড় মটকানোর জন্য কিভাবে বাহানা বের করেছিল সেই গল্পটি বলা প্রয়োজন। একটি পাহাড়ী নদী কুলু কুলু রবে বয়ে চলেছে। একটি বাঘ তেষ্টা পেয়ে ঐ নদীর ঘাটে পানি খেতে গিয়েছিল। পানি খেতে খেতে হঠাৎ চোখে পড়ল, অল্প বিস্তর ব্যবধানে একটি মেষ শাবকও পানি খাচ্ছে। বাঘ চিন্তা করল কিভাবে মেষ শাবকের ঘাড় মটকানো যায়। বিনা অপরাধে একটি প্রাণী আরেকটি প্রাণীকে আক্রমণ করা বন্য বিধানের পরিপন্থী। চিন্তা করতে করতে বাঘের মাথায় বুদ্ধি খেলে গেল। বাঘ বলল, 'তুমি আমার পানি ঘোলা করে দিয়েছ। কাজেই তোমার ঘাড় মটকানো আমার জন্য বৈধ হয়ে গিয়েছে'। শাবক বলল, 'আপনি হচ্ছেন বনের রাজা, কিন্তু আপনি একবারে নির্বোধ। কারণ পানি কিভাবে ঘোলা হয় সেটাই আপনি জানেন না। আপনি পানি খাচ্ছেন স্রোতের উজানে আর আমি আছি ভাটার দিকে। আমার ঘোলা করা পানি উজানে যায়নি আর আপনার পানিও ঘোলায়নি'। বাঘ রাগান্বিত হয়ে বলল 'এক বৎসর পূর্বে তুমি আমার উজানে পানি খাচ্ছিলে এবং আমার পানি ঘোলা করেছিলে'। শাবক জবাব দিল, 'মহাশয়, আমার বয়স কেবল আট মাস চলছে এক বৎসর পূর্ণ হয়নি; তবে আমার দ্বারা আপনার পানি ঘোলান সম্ভবপর হ'ল কি করে'? বাঘ এবার আরো রাগান্বিত হয়ে বলল, 'তবে তোমার বাবা আমার পানি ঘোলা করেছিল। ফলে তোমার ঘাড় মটকাবই'। এই বলে বাঘ এক লাফ দিয়ে মেষ শাবককে ধরে ফেলল।

যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, এক সময়ের সোভিয়েত ইউনিয়ন বর্তমানের রাশিয়া ইত্যাদি শক্তিধর দেশগুলি বুনো হায়েনার চেয়েও হিংস্র। এসব দেশগুলির পক্ষে দুর্বল দেশ ও জাতি সমূহের উপর আগ্রাসন ও সন্ত্রাস চালানোর জন্য বাহানা খুঁজে বের করা নিমেষের ব্যাপার।

এমনিভাবেই তিনটি খোঁড়া কারণকে বাহানা বানিয়ে সম্ভবতঃ ১৯৮৭ সালের ২৫শে অক্টোবর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিভাবে তার সেনা বাহিনীকে স্বাধীন সার্বভৌম গ্রানাডায় নামিয়েছিল সেদিকে একটু নযর দেয়া যাক।

১৯৭৪ সাল। রাজধানী সেন্টজর্জের লাষ্ট পোষ্টের সঙ্গীতের তালে তালে নামিয়ে ফেলা হ'ল বৃটিশ পতাকা। বদলে স্বাধীন সার্বভৌম গ্রানাডার পতাকা পত পত করে উড়তে লাগল। এমনি একটি সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে গ্রানাডায় এক হাযার নয় শত নৌ সেনা ঢুকে পড়ল। বৃটেনের আগ্রাসী আধিপত্তের কবল থেকে মুক্ত হয়ে আবারও যুক্তরাষ্ট্রের আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের কবলে পড়ে গেল গ্রানাডা। বৃটেনের আধিপত্যের পরিবর্তে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কায়েম হ'তে দেখে তাই তো সেদিন বৃটেন যুক্তরাষ্ট্রের উপর রুষ্ট হয়ে উঠেছিল। একটি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হস্তক্ষেপ এবং কোন প্রকার অনুমতি ও পরামর্শের তোয়াক্কা না করে বলপূর্বক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করার ঘটনাটি যুক্তরাজ্যকে ব্যথিত করে তুলেছিল। আরো পূর্বের ঘটনা। ১৯৬৫ সালে ক্যারিবীয় দ্বীপপুঞ্জের ডোমিনিকায় ২১ হাযার মার্কিন সৈন্য দ্বারা সন্ত্রাসী তৎপরতা চালানো হয়েছিল। প্রেসিডেন্ট জনসনের এ হামলাকে বিশ্ববাসী 'গান বোট ডিপ্লোমেসী' বলেই নিন্দাবাদ জানিয়ে আসছে।

ভিয়েতনামের যুদ্ধ পৃথিবীবাসী ভুলে যায়নি, ভুলতে পারে না। ভিয়েতনামের উপর যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক হামলা ও আগ্রাসন সেদিন পৃথিবীকে হতবাক করে দিয়েছিল। হাযার হাযার ভিয়েতনামবাসীকে আমেরিকার নরবলীর শিকারে পরিণত হ'তে হয়েছে; বিনিময়ে দশ বৎসর ব্যর্থ আগ্রাসন পরিচালনার পর পরাজয়ের গ্লানি মাথায় নিয়ে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে। ইতিহাসের কৃষ্ণ সাগরে হারিয়ে যায় মার্কিনীদের পঞ্চাশ হাযার সেনা সদস্য। মানবিক বিপর্যের এহেন ঘৃণ্য ঘটনা ঘটিয়ে যুক্তরাষ্ট্র যেমন হাযার হাযার ভিয়েতনামী মা-এর বুক খালি করেছিল, তেমনি স্বয়ং যুক্তরাষ্ট্রের পঞ্চাশ হাযার নিখোঁজ সেনা সদস্য ছাড়াও অগণিত সৈনিকের মায়ের বুক শূন্যতার হাহাকারে ভরে গিয়েছিল। লাভ না হয়েছে ভিয়েতনামের, না হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের। অযথা নরবলীর শিকার হয়েছিল নিরীহ মানবতা। মানবতার এহেন শত্রু রাষ্ট্রীয় সরকারের এরূপ নরসংহারমূলক সামরিক পদক্ষেপ সমূহ যেভাবেই মূল্যায়ন করা হোক না কেন নিঃসন্দেহে এ সকল কর্মকাণ্ড জ্বলন্ত সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড।

১৯৪৭ সালে ৬ই জুন স্বাধীন সার্বভৌম লেবাননের উপর যুক্তরাষ্ট্রের পোষ্যপুত্র ইসরাঈল আগ্রাসী হামলা শুরু করে। পশ্চিম বৈরুত হয়ে পড়ে অবরুদ্ধ। চলতে থাকে ইসরাঈলী হামলা। কামান থেকে অবিরাম গোলাবৃষ্টি হ'তে থাকে। জাতিসংঘের প্রস্তাব, শান্তিকামী বিশ্বের আহ্বান, আরব দেশগুলির ধিক্কার, গোটা পৃথিবীর নিন্দাবাদ কোনটাই কাজে আসেনি। ইসরাঈলকে নিরস্ত্র করতে পারেনি। ইসরাঈলীরা সেদিন স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিল, লেবাননের মাটি থেকে প্যালেস্টাইনী গেরিলারা সরে না যাওয়া পর্যন্ত এ আক্রমণ চলছে, চলবে। লেবানন দেশ ও দেশের মাটি লেবাননবাসীর। এ সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার কেবলমাত্র

* প্রিন্সিপ্যাল, মহিশালবাড়ী সিনিয়র ফাযিল মাদরাসা, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

লেবাননবাসীর। এ বিষয়ে ইসরাঈলের নাক গলানোর কোন অধিকারই নেই। গায়ের শক্তি, হিংস্রনখর আর ধারালো দাঁত থাকলে বাগে পাওয়া ছাগ বেচারাকে পূর্বপুরুষের অপরাধের ছুতো ধরে ঘায়েল করা যায়। মধ্যপ্রাচ্যে ইসরাঈলের ভূমিকা সেরকমই। প্যালেষ্টাইনীদের এহেন মরণাপন্ন অবস্থার গোটা বিশ্বই ছিল নীরব দর্শক।

সাম্প্রতিক কালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটনের মধ্যস্থতায় ইসরাঈল সরকার ও ইয়াসির আরাফাতের মধ্যে একটি সমঝোতা হয়েছিল। সমঝোতার আওতায় নির্দিষ্ট কিছু ভূখণ্ড প্যালেষ্টাইনীদের হাতে ছেড়ে দেওয়ার কথা ছিল। আজ পর্যন্ত টাল বাহানা করে সে ভূখণ্ড ছেড়ে আসা হয়নি। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গোটা পৃথিবীর রাষ্ট্র সমূহের বিগ ব্রাদার, ইঁসরাঈলের তো বটেই। যুক্তরাষ্ট্র যে কোন দেশকে জাতিসংঘের প্রস্তাব বল প্রয়োগ পূর্বক মেনে নিতে বাধ্য করতে পারে। কুয়েতের উপর দরদ দেখিয়ে ইরাকের মত ক্ষমতাবান দেশকেও পর্যুদস্ত করে ছেড়েছে। ইসরাঈলের বেলায় সে শক্তি আর খাটে না কেন? রাতের অন্ধকারে ইসরাঈল ক'বছর আগে কোনরূপ উসকানী ও প্ররোচনা ছাড়াই ইরাকের মাটিতে গিয়ে তার সামরিক স্থাপনার উপর বোমবিং করে এসেছিল। এটাও কি আন্তর্জাতিক আইনের লঙ্ঘন নয়? এখানে কেন যুক্তরাষ্ট্র কোন পদক্ষেপ নেয়নি?

নাইজেরিয়ায় ইসলামী সলভেশান ফ্রন্ট ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভের পরও সে দেশের সন্ত্রাসী সামরিক জান্তা ফ্রন্টকে সরকার গঠন করার অধিকার থেকে বঞ্চিত করল কেন? যুক্তরাষ্ট্র ঐ সামরিক জান্তাকে ফ্রন্টের বিরুদ্ধে সর্বতোভাবে মদদ যোগাচ্ছে কেন? মায়ানমারে ওয়াং সান সূচী সরকার গঠনের অধিকার বঞ্চিত হয়ে জেল-যুলুমের শিকার হচ্ছে কেন? যুক্তরাষ্ট্র মায়ানমারের সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অবরোধের আহ্বান জানাচ্ছে না কে? এহেন হাযারো রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে জাতিসংঘের ভূমিকা কোথায়? এসব প্রশ্নের উত্তর একটাই, তা হচ্ছে প্রায় সবগুলি দেশ ও রাষ্ট্র উগ্র জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত। নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের যে কোন কার্যকলাপ যতই সন্ত্রাসমূলক হোক না কেন, সে কার্যকলাপগুলিকে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বলে আখ্যায়িত করার সাহস তাদের নেই। অপরদিকে জাতীয় স্বার্থবিরোধী যে কোন কার্যকলাপ যতই শান্তি ও স্বাধীনতার উদ্দেশ্যে গৃহীত হোক না কেন, সেই কার্যকলাপ ও কর্মসূচীগুলিকে নানা কৌশলে প্রচার ও প্রপাগাণ্ডার জোরে সন্ত্রাসী কার্যকলাপ হিসাবে আখ্যায়িত করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করতে থাকে। 'জোর যার মুল্লুক তার' এ প্রবাদটির প্রেতাত্মা, তাই আজো জাতিভিত্তিক রাষ্ট্রগুলির ঘাড়ে চেপে বসে রয়েছে। ঐ সকল রাষ্ট্রের একই বাদ-আগ্রাসী সন্ত্রাসী মতবাদ। ফলতঃ একটি রাষ্ট্র আর একটি রাষ্ট্রের আগ্রাসন ও সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে বড় একটা শক্ত করে প্রতিবাদ জানায় না।

কখনো কোন জাতিসত্তা বাস্তবিক পক্ষেই স্বাধীনচেতা মানসিকতার ফলে সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে শক্তিধর কোন রাষ্ট্রের আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মাথাচাড়া দিতে শুরু করে, শক্তি প্রয়োগের নীতি অনুসরণ করে। তবে তার বিরুদ্ধে খোঁড়া কোন অজুহাতে জাতিসংঘেও প্রস্তাব গৃহীত হয়। সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয় সামরিক পদক্ষেপ। অপর পক্ষে কোন জাতি গোষ্ঠী যখন কোন রাষ্ট্র ও তার সরকার কর্তৃক অমানবিকভাবে নির্যাতিত হ'তে থাকে, আর নির্যাতনকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ করার উদ্যোগ গৃহীত হ'লে অভিযুক্ত রাষ্ট্র যদি কোন শক্তির অপশক্তি হিসাবে আখ্যা পেয়ে যায়, তবে সেই অপশক্তির বিরুদ্ধে কোন প্রস্তাব যাতে পাশ হ'তে না পারে, সেজন্য পরাশক্তি ভোটো প্রয়োগ করে থাকে।

সন্ত্রাস করে পরাশক্তি, সন্ত্রাস লালন করে পরাশক্তি, সন্ত্রাসীদের মদদ যোগায় পরাশক্তি। পৃথিবীতে জাতি-গোষ্ঠী জনিত, স্বাধীনতাজনিত হাযারো সংকট, পরাশক্তিবর্গের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলাফল।

সন্ত্রাস নির্মূল করার উপায়ঃ

সন্ত্রাস সমস্যা আজকের নতুন কোন সমস্যা নয়। এ সমস্যা বহু পুরনো সমস্যা। প্রাচীন কাল থেকে এ সমস্যা সমাধানের বহু চেষ্টা চলেছে, আজকেও চলছে। অতীতে এর সমাধান হয়নি। ভবিষ্যতে এর কোন সমাধান হবে বলেও অবস্থাদৃষ্টে মনে হচ্ছে না। কারণঃ

১. সন্ত্রাসবাদকে সঠিকভাবে সংজ্ঞায়িত করতে না পারা।

২. কোন সংস্থাকে সন্ত্রাসবাদী সংস্থা হিসাবে সনাক্ত করতে গিয়ে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হ'তে না পারা। আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে বড় বড় সন্ত্রাসবাদী সংস্থাগুলোকে তালিকা ভূক্ত না করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্থাগুলোকে এমনকি আদৌ সন্ত্রাসী নয় এমন অনেক কার্যকলাপকে তালিকায় শামিল করা।

৩. তালিকাভুক্ত সন্ত্রাসী সংস্থাগুলিকে কাছে টেনে নিয়ে হৃদ্যতার সাথে আলোচনার টেবিলে বসার সু-ব্যবস্থা না করা।

৪. **নৈতিক ও চারিত্রিক পদস্খলনঃ** বর্তমান পৃথিবীর দেশসমূহে প্রায় সবগুলি বিদ্যাঙ্গনে কেবলমাত্র বৈষয়িক শিক্ষার ব্যবস্থা রয়েছে। নীতিবোধ তৈরি ও চরিত্র গঠনের জন্য কোন দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাতেই কোন কর্মসূচী নেই। ফলে শিক্ষাঙ্গনে পাঠ ছেড়ে আসার পর চরিত্রবান ও নীতিবান হয়ে সমাজ সেবায় নিয়োজিত হবার কোন গ্যারান্টি থাকে না। দুশ্চরিত্র ধনশালী ব্যবসায়ী মহল যুবসমাজের বিনোদনাকাংখার সুযোগে গড়ে তুলেছে বিলাস বহুল প্রেক্ষাগৃহ। নির্মিত হয়ে চলেছে উলঙ্গ-অর্ধোলঙ্গ, চরিত্র বিধ্বংসী ছায়াছবি। এসব ছবিতে ফাইটিং এর এমন দৃশ্য রূপালী পর্দায় বাস্তবতার দাবীদার হয়ে উঠছে, যেন এটা কাল্পনিক কোন ব্যাপারই নয়। প্রদর্শিত হচ্ছে, অত্যাধুনিক গেরিলা যুদ্ধ কৌশল। আক্রমণ, প্রতিআক্রমণ নানা লীলায় লীলায়িত হয়ে প্রমোদ ও বিনোদনের নামে

সহজ সরল যুবসমাজকে বিপথগামী করে ফেলছে। রঙ্গমঞ্চে লীলায়িত সন্ত্রাসী কার্যকলাপ বাস্তব সমাজেও প্রয়োগ করতে উদ্বুদ্ধ হয়ে পড়ছে সাদাসিদে যুবদেশবাসী। কাজেই চরিত্র ও নৈতিকতা ধ্বংসের উপায় ও উপকরণ যুবসমাজে সরবরাহ দিয়ে এবং চরিত্র গঠন ও নৈতিকতা শিক্ষার কোন ব্যবস্থা বা পদক্ষেপ না থাকায় যুবসমাজের সন্ত্রাসী চিন্তা-চেতনা প্রশ্রয় পেয়ে যাচ্ছে।

৫. শক্তি ও সাহসের অভাবঃ পৃথবীর সম্পদশালী ও শক্তিধর সবগুলি রাষ্ট্রই সন্ত্রাস লালন করে এবং সন্ত্রাসী দলকে উচ্চ বেতন দিয়ে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসন মূলক কাজ হাছিল করে থাকে। এ সকল রাষ্ট্রের সন্ত্রাসী সেনা ইউনিট এত শক্তিশালী যে, এদের সন্ত্রাসের কবলে পড়ে ছোটখাট কোন রাষ্ট্রপ্রধানও নিহত হয়, তবুও কেবল সাহসের অভাবেই তার মোকাবিলা করতে পারে না। সৌদি আরবের বাদশা ফয়ছাল, ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট জিয়াউল হক এ ক'জন রাষ্ট্রপ্রধানের হত্যাকাণ্ডের পেছনে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের সি,আই,এ জড়িত আছে মর্মে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ যদি ঐ সকল দেশের কাছে মওজুদ থাকত তাহ'লে কি যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন প্রকার অভিযোগ উত্থাপন করার সাহস প্রদর্শন করতে পারত? যুক্তরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি সন্ত্রাসী সংস্থা ম্যানসান ক্লোন এর একজন মহিলা সদস্য প্রেসিডেন্ট ফোর্ডকেও এক সময় গুলী করে হত্যা করতে উদ্যত হয়েছিল। ফলতঃ সাহসের অভাব দেখা দিতেই পারে।

৬. বৈরীতার প্রাবল্য ও আন্তরিকতার অভাবঃ কোন দেশ যখন সন্ত্রাসী হামলায় আক্রান্ত হয়, তখন পড়শী দেশগুলির সাথে আক্রান্ত দেশের বৈরীতা থাকায় বা পারস্পরিক সমঝোতার অভাব থাকায় অথবা পরশ্রীকাতরতাপূর্ণ সম্পর্ক থাকায়, সন্ত্রাস দমন করা সম্ভব হয় না। সে কারণেই চাকমা সন্ত্রাসীদের নির্মূল করা যাচ্ছে না বলেই ভারতের অভিযোগ রয়েছে, যদিও অভিযোগটি সত্য নয় বলে বাংলাদেশ সূত্র থেকে বলা হয়েছে।

৭. জাতিসংঘের নতজানু ভূমিকাঃ জাতিসংঘের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, জাতিসংঘ আসলে সুপার পাওয়ার সংঘ। সুপার পাওয়ারগুলির বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্যই সমস্ত তৎপরতা চালিয়েছে। তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র ও সামরিক বিষয়ে বিবাদগুলির মীমাংসা জাতিসংঘের দ্বারা সম্ভব হয়নি। কিউবা সংকট নিরসনে জাতিসংঘ কোন ভূমিকা রাখতে পারেনি। তদানীন্তন ভিয়েতনাম সংকটে জাতিসংঘের পদক্ষেপ ছিল অপ্রাপ্ত বয়স্ক বালক বৎ। এক সময়ের আফগান সংকটে যখন আফগানিস্তান সোভিয়েত দখলদার বাহিনী ঢুকে পড়ল, তখন জাতিসংঘ শুধু হাবা গোবা হয়ে চেয়েই থেকেছে। মধ্যপ্রাচ্য সংকট স্বয়ং লীগ অব নেশনস কর্তৃক সৃষ্ট। জাতিসংঘ সেই সমস্যাকে আরো সংকটাপন্ন করে তুলেছে। বর্তমানকালে ইসরাঈল ফিলিস্তিনী ভূ-ভাগে ঢুকে পড়ে ব্যাপক গণহত্যা চালিয়ে চলেছে। বর্তমান বিশ্ব জনমত উভয়ের মধ্যে শান্তি আলোচনার লক্ষ্যে যুদ্ধ বিরতি চাচ্ছে। ফিলিস্তিনীদের অভিযোগ ইসরাঈল আন্তর্জাতিক নিয়ম লঙ্ঘন করে ফিলিস্তিনী এলাকায় ঢুকে গণহত্যা চালাচ্ছে। অপরদিকে ইসরাঈলের অভিযোগ ফিলিস্তিনীরা আত্মঘাতী বোমা হামলা চালিয়ে ইসরাঈল পদাধিকারীদের গুপ্তহত্যা করছে। এরূপ সংকটময় অবস্থায় জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ যদি শান্তি আলোচনার লক্ষ্যে যুদ্ধ বিরতি কার্যকর করার তাগিদে আন্তর্জাতিক বাহিনী দ্বারা গঠিত পর্যবেক্ষক দল ঘটনা স্থলে প্রেরণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে, তবে নিশ্চিত করেই বলা যায় যুক্তরাষ্ট্র ভেটো দেবে। শান্তি আলোচনাও ভেস্তে যাবে। জাতিসংঘের ভূমিকা যদি এমনই হয়, তবে এ জাতিসংঘের কোন প্রয়োজন জাতি সমূহের আছে কি? আছে! সুপার পাওয়ারগুলির তথা যুক্তরাষ্ট্রের থাকতে পারে।

বাস্তবিক অর্থে সন্ত্রাস নির্মূল করতে চাইলেঃ

১. জাতিসংঘকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. ভেটো ক্ষমতা প্রত্যাখ্যান করতে হবে।

৩. পৃথিবীকে পারমাণবিক অস্ত্র মুক্ত করতে হবে।

৪. ধর্মীয় নৈতিকতা রাষ্ট্রীয় কর্মসূচীতে আবশ্যিক করতে হবে।

৫. অশ্লীলতা পূর্ণ ও ফাইটিং চলচ্চিত্র আন্তর্জাতিকভাবে নিষিদ্ধ করতে হবে।

৬. দূর পাল্লার ও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্র নির্মূল করতে হবে।

৭. জাতিসংঘকে ক্ষমতা দান করে জাতীয়তাবাদকে পৃথিবী থেকে উৎখাত করতে হবে।

৮. পৃথিবীকে কয়েকটি জাতীয় জোনে বিভক্ত করে প্রত্যেক জোন থেকে এক এক মেয়াদের জন্য জাতিসংঘের প্রধান নিয়োগ করতে হবে।

৯. প্রত্যেক জোন থেকে সম সংখ্যক কর্মচারী ও কর্মকর্তা নিয়োগ করতে হবে।

১০. পারমাণবিক অস্ত্রাদি দূর পাল্লার ও মাঝারি পাল্লার ক্ষেপণাস্ত্রগুলি প্রথমে জাতিসংঘের নিয়ন্ত্রণাধীনে নিতে হবে। পরবর্তী পর্যায়ে সেগুলি নির্মূল করে ফেলতে হবে।

১১. পৃথিবীর মুদ্রাব্যবস্থা এক ও অভিন্ন করতে হবে।

১২. পারমাণবিক শক্তি চালিত কলকারখানা ও স্থাপনা সমূহ জাতিসংঘের এখতিয়ারে ছেড়ে দিতে হবে।

মানব বসবাসের জন্য মহাপ্রভু এ পৃথিবীকে সুন্দর করে সৃষ্টি করেছেন। পৃথিবীবাসীর সুখ, শান্তি, আহার-বিহার, এক কথায় যাবতীয় প্রয়োজনীয় সামগ্রীর প্রাপ্তিস্থান হিসাবে পৃথিবীকে নির্ধারণ করা হয়েছে। এ পৃথিবীর সমস্ত সম্পদসম্ভার সকল পৃথিবীবাসীর জন্য সহজলভ্য হয়ে উঠুক। সন্ত্রাস নয়, শান্তিতে শান্তিতে ভরে উঠুক আমাদের এই সুজলা সুফলা ধরিত্রী।

ছাহাবা চরিত

হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)

*নূরুল ইসলাম**

(২য় কিস্তি)

হাসসান (রাঃ)-এর কবিতায় কুরআনী ভাববৈচিত্রঃ

ইসলাম গ্রহণের পর কুরআন হাসসান (রাঃ)-এর মন-মস্তিষ্কে যথেষ্ট প্রভাব ফেলে। ফলে তাঁর কিছু কবিতায় ধর্মীয় বিশ্বাস, তাওহীদ, পুণ্য ও শান্তির ভাব পরিলক্ষিত হয়। সাথে সাথে পরিলক্ষিত হয় ইসলামী শব্দমালা। এজন্য হাসসান (রাঃ)-কে ইসলামে ধর্মীয় কবিতার প্রতিষ্ঠাতা (مـؤسس الشـعـر الديـنـى فى الإسـلام) বলা যেতে পারে।[৩২] যেমন-

لَكَ الْحَمْدُ وَالنَّعْمَاءُ وَالْأَمْرُ كُلُّهُ + فَإِيَّاكَ نَسْتَهْدِيْ وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ

'(হে আল্লাহ!) তোমার জন্যই সকল প্রশংসা, সকল নিয়ামত এবং সকল কর্মকাণ্ডের চাবিকাঠি। তাই আমরা তোমারই কাছে হেদায়াত চাই, আর তোমারই ইবাদত করি'।[৩৩]

এ চরণ দু'টিতে সূরা ফাতিহার প্রভাব বিদ্যমান।

জ্ঞানগর্ভ কবিতাঃ

হাসসান (রাঃ) ছিলেন অভিজ্ঞ এক জ্ঞানবৃদ্ধ। তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের অভিজ্ঞতার ঝুড়ি থেকে অনায়াসে বেরিয়ে এসেছে জ্ঞানগর্ভমূলক কবিতা। তাঁর এ ধরনের কোন কোন কবিতা প্রবাদ বাক্যের সমতুল্য গণ্য হয়েছে। যেমন-

(١) رُبَّ حِلْمٍ أَضَاعَهُ عَدَمُ الْمَا + لِ وَجَهْلٍ غَطَّى عَلَيْهِ النَّعِيْمُ

'দরিদ্রতা বহু জ্ঞানী-ধৈর্যশীলকে ধ্বংস করেছে। পক্ষান্তরে বহু মূর্খ লোক স্বচ্ছলতার মধ্যে ডুবে আছে'।[৩৪]

(٢) وَإِنَّ امْرَأً يُمْسِيْ وَيُصْبِحُ سَالِمًا + مِنَ النَّاسِ إِلَّامَاجَنَى لَسَعِيْدُ

'যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যা মানুষের অত্যাচার থেকে নিরাপদ থাকে, শুধু নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করে সে সৌভাগ্যবান'।[৩৫]

হাসসান (রাঃ)-এর কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্যমানঃ

হাসসান (রাঃ)-এর কবিতার শৈল্পিক মূল্যমানের (القيمة الفنية) চেয়ে ঐতিহাসিক মূল্য (القيمة التاريخية) অনেক বেশী। এ ধরনের কবিতা তদানীন্তন যুগের ইতিহাসের এক অন্যতম উৎস। তাঁর এ ধরনের কবিতা গাসসানীদের উত্থান, তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহ ও রাজত্ব, ইসলামের প্রাথমিক যুগের ঘটনাবলী, 'গারে হেরা'য় মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর ধ্যানমগ্নতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ ও মক্কা বিজয়ের এক ঐতিহাসিক রেকর্ড। এ দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি শুধু একজন কবি নন; বরং একজন ঐতিহাসিকও বটে।[৩৬]

সুধীবৃন্দের দৃষ্টিতে হাসসান (রাঃ)-এর কাব্য-প্রতিভাঃ

১. খ্যাতনামা কবি হুতাইআ বলেন,

ابلغوا الانصار أن شاعرهم اشعر العرب -

'আনছারগণকে জানিয়ে দাও যে, তাদের কবিই আরবদের শ্রেষ্ঠ কবি'।[৩৭]

২. হাফেয ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন,

كان من شعرائه الذين يذبون عن الإسلام: كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وحسان بن ثابت، وكان اشد هم على الكفار حسان بن ثابت وكعب بن مالك يعيرهم بالكفر والشرك-

'যেসব কবি (কাব্যের মাধ্যমে) ইসলামকে রক্ষা করেছেন তাঁরা হ'লেন কা'ব বিন মালেক, আব্দুল্লাহ বিন রাওয়া-হা ও হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ)। এঁদের মধ্যে কাফেরদের জন্য হাসসান বিন ছাবিত ও কা'ব বিন মালেক (রাঃ) ছিলেন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তিনি (হাসসান) কুফর ও শিরক প্রসঙ্গের অবতারণা করে তাদেরকে ভর্ৎসনা করতেন'।[৩৮]

৩. ভাষাবিদ পণ্ডিত আবূ ওবায়দা বলেন,

فضل حسان الشعراء بثلاثة: كان شاعر الانصار فى الجاهلية، وشاعر النبى (ص) فى النبوة، وشاعراليمن كلها فى الإسلام-

'তিনটি কারণে অন্যান্য কবিদের উপর হযরত হাসসান (রাঃ)-এর শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। প্রথমতঃ জাহেলী যুগে তিনি

** বি.এ (অনার্স), ১ম বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

৩২. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২৩৮।
৩৩. আ,ত,ম মুছলেহ উদ্দীন, আরবী সাহিত্যের ইতিহাস, পৃঃ ১৫৬।
৩৪. সিয়ার ২/৫২০ পৃঃ।
৩৫. যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ১১৩।
৩৬. হান্না আল-ফাখূরী, তারীখু আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২৩৮-৩৯।
৩৭. তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৮ পৃঃ।
৩৮. যাদুল মা'আদ ১/১২৮ পৃঃ।

আনছারগণের কবি ছিলেন। দ্বিতীয়তঃ মহানবী (ছাঃ)-এর যুগে তিনি তাঁর সভাকবি এবং তৃতীয়তঃ ইসলামী যুগে তিনি সমস্ত ইয়ামনবাসীর কবি ছিলেন'।[৩৯]

৪. আমর বিন আলা বলেন,

اشعر اهل الحضر حسان بن ثابت –

'হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ) শ্রেষ্ঠ শহুরে কবি'।[৪০]

৫. বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক জুরজী যায়দান বলেন,

وكان شديد الهجاء حتى قيل لو مزج البحر بشعره لمزجه–

'ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। এমনকি কেউ কেউ বলেছেন, যদি তার ব্যঙ্গাত্মক কবিতাকে সমুদ্রের সাথে মিলিত করা হয় তবে তা উহার সাথে মিলিত হয়ে যাবে'।[৪১] সম্ভবতঃ এ উক্তি দ্বারা তাঁর হিজা বা ব্যঙ্গ কবিতার ব্যাপকতা ও তীক্ষ্ণতার দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

যুদ্ধে অংশগ্রহণঃ

ঐতিহাসিক ইবনু সা'দ বলেন,

كان قديم الإسلام ولم يشهد مع النبى صلى الله عليه وسلم مشهدا، كان يجبن–

'হাসসান (রাঃ) প্রাথমিক যুগে ইসলাম গ্রহণকারীদের অন্যতম ছিলেন। তিনি ভীরুতা হেতু রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে কোন যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি'।[৪২]

এ উক্তি দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, সম্মুখ সমরে যেতে ভয় হেতু তিনি তাতে অংশগ্রহণ করেননি।

'কিতাবুল আগানী' প্রণেতার মতে, ভয় হেতু নয়; বরং বয়স বেশী ও হাতের একটি রগ কর্তিত হয়ে যাওয়ার ফলে তিনি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেননি।

অপরদিকে ভাষাবিদ পণ্ডিত আসমাঈ বলেন,

إن حسان لم يكن جبانا– إنه كان يهاجى خلقا فلم يعيره احد منهم بالجبن–

অর্থাৎ 'হাসসান (রাঃ) ভীরু ছিলেন না। তিনি কোন গোত্রকে ব্যঙ্গ করতেন আর ভীরুতা হেতু তাদের কেউ তার নিন্দা করে প্রতিউত্তর দিতে পারত না'। এ কারণেই বিরোধীরা তাঁর উপর ভীরুতার অপবাদ চাপিয়ে দেয়।[৪৩] সঠিক তথ্য আল্লাহ-ই সর্বাধিক অবগত।

৩৯. *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়া ১/১৭১ পৃঃ।*
৪০. *তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৮ পৃঃ।*
৪১. *তারীখু আদাবিল লুগাতিল আরাবিইয়া ১/১৭১ পৃঃ।*
৪২. *তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৮ পৃঃ; সিয়ার ২/৫১২ পৃঃ।*
৪৩. *দীওয়ানু হাসসান বিন ছাবিত (রাঃ), ভূমিকাংশ, পৃঃ ১০।*

হাদীছ বর্ণনাঃ

হাসসান (রাঃ) রাসূল (ছাঃ) থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন। আর তাঁর থেকে যাঁরা হাদীছ বর্ণনা করেছেন তাঁরা হ'লেন- বারা ইবনু আযিব, আয়েশা, আবূ হুরায়রা (রাঃ), তদীয় পুত্র আবদুর রহমান, তাবেঈকুল শিরোমণি সাঈদ ইবনুল মুছাইয়িব, আবূ সালামা, আবুল হাসান, খারেজাহ বিন যায়েদ বিন ছাবিত, উরওয়া বিন যুবায়র, ইয়াহ্ইয়া বিন আব্দুর রহমান বিন হাতিব প্রমুখ।[৪৪] তবে তাঁর বর্ণিত হাদীছের সংখ্যা কম (حديثه قليل) বলে হাফেয যাহাবী (রহঃ) মন্তব্য করেছেন।[৪৫]

শেষ জীবন ও ইন্তেকালঃ

হাসসান (রাঃ) ছিলেন একজন বিশিষ্ট ছাহাবী কবি। রাসূল (ছাঃ) তাঁকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। রাসূল (ছাঃ) যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে তাঁকে গণীমতের অংশ প্রদান করতেন। তিনি তাঁকে একটি বাগিচাও দান করেছিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মৃত্যুর পর খুলাফায়ে রাশেদীনও তাঁকে যথেষ্ট সম্মান করতেন। তিনি বায়তুল মাল থেকে যে বৃত্তি পেতেন তাতেই তাঁর জীবিকা নির্বাহ হ'ত। শেষ জীবনে তাঁর দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়েছিল।[৪৬]

হাসসান (রাঃ) সুদীর্ঘ জীবন লাভ করেছিলেন। অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও জীবনীকারদের মতে তিনি ১২০ বছর জীবিত ছিলেন।[৪৭] এর মধ্যে ৬০ বছর জাহেলী যুগে এবং ৬০ বছর ইসলামী যুগে অতিবাহিত করেন।[৪৮] মজার ব্যাপার এই যে, হাসসান (রাঃ)-এর পিতা, পিতামহ, প্রপিতামহ মুনযির ও তদীয় পুত্র হারামও ১২০ বছর বেঁচেছিলেন।[৪৯]

তাঁর মৃত্যু সাল নিয়ে কিছুটা মতবিরোধ পরিলক্ষিত হয়। যেমন-

১. বিশিষ্ট আরবী সাহিত্যিক হান্না আল-ফাখূরী বলেন,

توفى حسان نحو سنة ٦٧٤م/٥٤هـ فى عهد معاوية

অর্থাৎ ৫৪ হিঃ/৬৭৪ খৃষ্টাব্দে মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে হাসসান (রাঃ) ইন্তেকাল করেন।[৫০]

৪৪. *সিয়ার ২/৫১২ পৃঃ; আল-ইছাবাহ ১/৮ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৮ পৃঃ; আল-জামউ বায়না রিজালিছ ছহীহাইন ১/৯৩ পৃঃ।*
৪৫. *সিয়ার ২/৫১২ পৃঃ।*
৪৬. *যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ১১২; আল-আছরুল ইসলামী, পৃঃ ৭৮-৭৯।*
৪৭. *আল-ইছাবাহ ১/৮ পৃঃ।*
৪৮. *আল-জামউ বায়না রিজালিছ-ছহীহাইন ১/৯৩ পৃঃ।*
৪৯. *ইবনুল ঈমাদ, শাযারাতুয যাহাব ফী আখবারে মান যাহাব (বৈরুতঃ দারুল ফিকর, ১৩৯৯ হিঃ/১৯৭৯ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ৬০; তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৮ পৃঃ।*
৫০ *হান্না আল-ফাখূরী, তারীখু আদাবিল আরাবী, পৃঃ ২৩৩।*

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

ঐতিহাসিক ইবনু ইসহাক, ইবনুল ঈমাদ, আবু ওবায়দাহ, আহমাদ হাসান আয-যাইয়াত প্রমুখও ৫৪ হিজরী তাঁর মৃত্যু সন বলে উল্লেখ করেছেন।[৫১]

২. হায়ছাম বিন আদী, ঐতিহাসিক মাদায়েনী প্রমুখের মতে তিনি ৪০ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন।[৫২]

৩. কারো মতে, ৫৫ হিজরী।[৫৩]

৪. কেউ বলেছেন, ৫০ হিজরী।[৫৪]

তবে ৫৪ হিজরীই সঠিক বলে প্রতীতি জন্মে। আর অধিকাংশ ঐতিহাসিকের মতও সেটিই।

উপসংহারঃ

পরিশেষে বলা যায়, ইসলামের এক দুর্যোগময় মুহূর্তে হাসসান (রাঃ) কাব্যের মাধ্যমে ইসলামের প্রতিরক্ষা অভিযানে অবতীর্ণ হন। তাঁর কাব্য-প্রতিভা ছিল ধারালো তরবারীর অগ্রভাগের ন্যায়। যার আঘাতে কুপোকাত হয়েছিল মুশরিক জনগোষ্ঠী। মুশরিকদের ব্যঙ্গ কবিতার তিনি এমনই যথার্থ উত্তর দিতেন যে, তা ছিল তাদের কাছে ঘোর অন্ধকারে তীর নিক্ষেপের চেয়েও অধিক ভয়ংকর। এজন্যই তো রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, هَجَاهُمْ حَسَّانُ فَشَفَى وَاشْتَفَى– 'হাসসান কাফিরদের প্রতি ব্যঙ্গ-বিদ্রুপের কবিতা পাঠ করেছে। এতে মুসলমানদেরকে শান্তি ও পরিতৃপ্তি দান করেছে, নিজেও পরিতৃপ্তি লাভ করেছে'।[৫৫]

৫১. *সিয়ার ২/৫২২ পৃঃ; শাযারাতুয যাহাব ১/৬০ পৃঃ; তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৮ পৃঃ; যাইয়াত, তারীখুল আদাবিল আরাবী, পৃঃ ১১২।*
৫২. *সিয়ার ২/৫২৩ পৃঃ।*
৫৩. *তাহযীবুত তাহযীব ২/২২৮ পৃঃ।*
৫৪. *আল-ইছাবাহ ১/৮ পৃঃ।*
৫৫. *মুসলিম, মিশকাত, পৃঃ ৪০৯।*

নিরাময় হোমিও হল

এখানে সকল প্রকার আঁচিল, অর্শ্ব, আমবাত, ঘন ঘন প্রস্রাব, প্রসাবের সাথে ধাতুক্ষয়, প্রসাবে জ্বালা-যন্ত্রনা, সিফিলিস, গণোরিয়া, মূত্র ও পিত্ত পাথরী, গ্যাষ্টিক, মাথা ব্যাথা, পুরাতন আমাশয়, হাঁপানী, বাত, প্যারালাইসিস, চর্মরোগ, টিউমার, মহিলাদের ঋতুর যাবতীয় গোলযোগ, বাঁধক, বন্ধ্যাত্ব, হাত, পা, মাথার তালু জ্বালা ও ধ্বজভঙ্গ রোগ সহ সর্বপ্রকার রোগীর সু-চিকিৎসা ও পরামর্শ দেওয়া হয়।

ডাঃ মুহাম্মাদ শাহীন রেযা
(ডি,এইচ,এম,এস), ঢাকা।
চেম্বারঃ রাজশাহী টেক্সটাইল মিলের ১নং গেটের সামনে নওদাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

নবীনদের পাতা

ইসলামের দৃষ্টিতে রোগ ও তার প্রতিকার

*মুহিবুর রহমান হেলাল**

(২য় কিস্তি)

২. মায়ের দুধঃ

মায়ের দুধ বাচ্চাদের সুস্বাস্থ্যের জন্য আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে বড় নে'মত। মহান আল্লাহ বলেন, 'মায়েরা তাদের সন্তানদের পূর্ণ দু'বছর দুগ্ধ পান করাতে পারেন' *(বাক্বারাহ ২৩৩)*। উপরোক্ত আয়াতে দু'বছর পর্যন্ত সন্তানকে দুগ্ধ পান করানোর পক্ষে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছে তা নিঃসন্দেহে একটি স্বাভাবিক পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি।

মায়ের দুধে শিশুর উপকারিতাঃ শিশুর বৃদ্ধি, ধীশক্তি বিকাশ এবং বেঁচে থাকার জন্য বুকের দুধের ভূমিকা সবচেয়ে বেশী। বিভিন্ন সমীক্ষায় দেখা গেছে, যে সব শিশু বুকের দুধ পান করে না বা পান করার সুযোগ পায় না তারা অধিকহারে বিভিন্ন ধরনের ইনফেকশন, ডায়েরিয়া, নিউমোনিয়া, কানের প্রদাহ, অপুষ্টি প্রভৃতি রোগে ভোগে থাকে। পক্ষান্তরে যেসব শিশু বুকের দুধ পর্যাপ্ত পরিমাণ পায় তারা তীক্ষ্ণ মেধাবী হয়, তাদের মনোদৈহিক বিকাশও চমৎকার হয়। পরবর্তী জীবনে এসব শিশুদের ক্যান্সার এবং হৃদরোগে ভোগার হারও কম থাকে।[১৯] বর্তমান বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে এটা খুবই স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, শিশুকে মাতৃদুগ্ধ পান করালে সে অধিক পুষ্টি লাভ করে এবং রোগ সংক্রমণের হাত থেকেও সে রক্ষা পায়। বিশেষ করে আন্ত্রিক সংক্রমণ এবং মৃগী জাতীয় ৩৬টা রোগের হাত থেকে রক্ষা পায়।[২০]

মায়ের উপকারিতাঃ জন্মের পরপরই বুকের দুধ খাওয়ালে তাড়াতাড়ি গর্ভ ফুল বেরিয়ে আসে এবং রক্তক্ষরণও কম হয়। সম্প্রতি এক গবেষণায় দেখা গেছে যে, নিয়মিত স্তন্য দানকারিনী মায়েদের ডিম্বাশয় এবং স্তন ক্যান্সার হওয়ার হার প্রায় ৫০ শতাংশ কম থাকে।[২১]

৩. গরুর দুধঃ

আল্লাহ পাক বলেন, 'গবাদী পশুর মধ্যে তোমাদের শিক্ষণীয় বিষয় আছে। গাভীর স্তনের মধ্যে যে দুগ্ধ আছে আল্লাহ পাক তোমাদেরকে তা পান করতে দিয়েছেন। মলমূত্র ও রক্তের মাঝ থেকে প্রাপ্ত বিশুদ্ধ দুগ্ধ পানকারীদের কাছে অতিশয় সুস্বাদু ও পুষ্টিকর' *(নাহল ৬৬)*। বর্ণিত

* *বি,এ (অনার্স), ১ম বর্ষ, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*
১৯. *ডাঃ মোহিত কামাল, শিশুর বৃদ্ধি ও স্মরণশক্তি কিভাবে ধারালো করা যাবে (ঢাকাঃ বিদ্যা প্রকাশনী, ২য় প্রকাশঃ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৯), পৃঃ ২৬।*
২০. *পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের নির্দেশনা, পৃঃ ১১২।*
২১. *শিশুর বৃদ্ধি ও স্মরণশক্তি কিভাবে ধারালো করা যাবে, পৃঃ ৪১।*

আয়াতে গবাদি পশুর দুধের উপকারিতার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সম্প্রতি বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে জানতে পেরেছেন যে, গরুর দুধের বিশেষ উপাদান এইডস ভাইরাস রোধে সহায়ক হ'তে পারে। নিউইয়র্কের ব্লাড সেন্টারের বিজ্ঞানীরা জানান, গরুর দুধের প্রোটিন মানবদেহের কোষে এইচআইভি সংক্রামক প্রতিরোধে সক্ষম।[২২] আধুনিক বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করে যে, মানুষের দুধে যে পুষ্টিগুণ থাকে তদপেক্ষা গরুর দুধে প্রোটিন থাকে দুই গুণ বেশী, ক্যালসিয়াম থাকে চারগুণ বেশী এবং ফসফরাস থাকে পাঁচ গুণ বেশী।[২৩]

এভাবে আল-কুরআনে অনেক ওষুধের কথা উল্লেখ আছে। আমরা আল-কুরআনের অনেক আয়াত পাই, যা গবেষণা করে আজকের চিকিৎসা বিজ্ঞান অনেক রোগের প্রতিষেধক আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছে।

হাদীছে বর্ণিত ওষুধের বর্ণনা

১. কালিজিরাঃ

হযরত আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, 'কালিজিরার মধ্যে একমাত্র মৃত্যু ছাড়া আর সকল রোগের চিকিৎসা নিহিত আছে'।[২৪] চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেন যে, কালিজিরা নিদ্রাহীনতা, স্মৃতিশক্তি হীনতা, হুলফুটা, ঠাণ্ডালাগা, বদহজম, পুড়ে যাওয়া, পাইলস, কিডনী রোগ ও অন্যান্য বহু রোগের বিভিন্ন পদ্ধতিতে ব্যবহারে ফলদায়ক।[২৫] ঊনবিংশ শতকের বিজ্ঞানীরা কালিজিরা সম্বন্ধে গবেষণা করে উপরোক্ত বিষয়গুলি আবিষ্কার করেছেন। কিন্তু আজ হ'তে ১৪শত বছর আগেই মহানবী (ছাঃ) বলেছেন, কালিজিরা সকল রোগের মহৌষধ। তাই আমরা বলতে পারি এই মহৌষধের আবিষ্কারক স্বয়ং রাসূল (ছাঃ)।

২. পেনিসিলিনঃ

হযরত সাঈদ বিন জুবাইর (রাঃ) বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ) থেকে বলতে শুনেছি যে, ছত্রাক মানবজাতীয় জিনিস, আর ওর নির্যাস চক্ষু পীড়ার জন্য অমোঘ ঔষধ'।[২৬]

আল্লামা ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, 'আমাদের যুগে আমি এবং আরো অনেকে দৃষ্টিশক্তি চলে গেছে এরকম একটি লোকের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছি যে, তার চক্ষুতে ছত্রাকের প্রলেপ লাগানোতে তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এসেছে'।[২৭] আরো পরে অর্থাৎ উনিশ শতকে যার দ্বারা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছত্রাক সম্পর্কিত উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হয়, তিনি হ'লেন আলেকজাণ্ডার ফ্লেমিং। ছত্রাক নিয়ে শুরু হ'ল তার গবেষণা। অচিরেই তিনি (আলেক জাণ্ডার ফ্লেমিং) জানতে পারলেন, এটি বিরল ধরনের ছত্রাক হ'লে কি হবে? এদের বীজও বাতাসে ঘুরে বেড়ায়। যখনই এরা বংশ বিস্তার শুরু করে তখনই তাদের দেহ থেকে নির্গত হয় ঈষৎ রঙের এক প্রকার রস। ঐ রস রোগ-জীবাণুদের বংশবৃদ্ধি সম্পূর্ণ রূপে প্রতিহত করে দেয়। অনেক ভেবে-চিন্তে ফ্লেমিং ছত্রাকটির নামকরণ করলেন পেনিসিলিন নোটেটাম।[২৮]

রোগী দেহে পেনিসিলিনের ব্যবহার যে কত ফলপ্রসূ তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। এন্টিবায়োটিকস (জীবাণু নাশক) হিসাবে ইনজেকশন, টেবলেট, ড্রপ, মলম ইত্যাদি রূপে এর ব্যবহার সর্বজন-বিদিত।[২৯] এই ছত্রাকের উপর গবেষণা আরম্ভ হয়েছিল উনবিংশ শতকের প্রারম্ভে। কিন্তু এই পেনিসিলিন বা ছত্রাকের আবিষ্কারক হচ্ছেন স্বয়ং মহা নবী (ছাঃ)।

৩. মিসওয়াকঃ

রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যদি না আমি আমার উম্মতকে কষ্টে ফেলব মনে করতাম, তাহ'লে আমি তাদেরকে (ফরয হিসাবে) হুকুম করতাম এশার ছালাত পিছিয়ে পড়তে এবং প্রত্যেক ছালাতের সময় মিসওয়াক করতে'।[৩০]

পাকস্থলীর শতকরা ৮০ ভাগ রোগ দন্ত রোগের কারণেই হয়ে থাকে। পাকস্থলীর রোগ বর্তমান বিশ্বের এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়িয়েছে। দাঁতের মাড়ীর ক্ষত নিঃসৃত পুঁজ যখন খানা-পিনার সাথে মিলিত হয় অথবা লালার সংমিশ্রণে পাকস্থলীতে প্রবেশ করে, তখন এই পুঁজ রোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যা সমস্ত খাদ্য সমূহকে দূষিত ও দুর্গন্ধময় করে তোলে। পাকস্থলী ও যকৃত রোগের চিকিৎসার পূর্বেই দাঁতের চিকিৎসার প্রতি দৃষ্টি দেয়া উচিৎ।[৩১]

তাহ'লে এই হাদীছ থেকে আমরা এই চিকিৎসা পাচ্ছি যে, পাঁচ ওয়াক্ত ছালাতের সময় যদি কোন মানুষ মিসওয়াক করে, তাহ'লে তার পেটের কোন রোগ হবে না ইনশাআল্লাহ।

৪. খাতনাঃ

মুসলমানদের জন্য খাতনা করা সুন্নাত। এই সুন্দর আদর্শ অন্য কোন ধর্মে নেই। ইসলামের প্রতিটি অনুশাসনই সকল অকল্যাণ থেকে মানুষকে রক্ষা করতে পারে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এবার খাতনার পর্যালোচনা করব ইনশাআল্লাহ।

ডাক্তার ওয়াচার খাতনা সম্পর্কে গবেষণায় উল্লেখ করেছেন যে, (১) যাদের খাতনা করা হয় তারা লজ্জাস্থানের ক্যান্সার

---

২২. মমতাজ দৌলতানা, আল-কোরআন এক মহাবিজ্ঞান (ঢাকাঃ জ্ঞানকোষ প্রকাশনী, এপ্রিল ১৯৯৯), পৃঃ ১৬৪।
২৩. পবিত্র কোরআনে বিজ্ঞানের নির্দেশনা, পৃঃ ৩৪০।
২৪. বুখারী-মুসলিম, আলবানী মিশকাত ২/১২৭৮ পৃঃ, হা/৪৫২০।
২৫. মাসিক আদর্শ নারী, জুন ২০০০, পৃঃ ৬৬।
২৬. বুখারী (ঢাকাঃ ই.ফা.বা, ২য় সংস্করণ জুন ২০০০), ৯ম খণ্ড হা/৫১৮৯, পৃঃ ২৭২।
২৭. মাওলানা আব্দুর রউফ শামীম, প্রবন্ধঃ পেনিসিলিনের ব্যবহার করে থেকে, মাসিক আহলে হাদীস, ২শ বর্ষ ১১শ সংখ্যা, নভেম্বর ১৯৮৪, পৃঃ ৩৩১।
২৮. বিজয় চৌধুরী, শত বৈজ্ঞানিক শত আবিষ্কার (ঢাকাঃ ক্যাবকো প্রকাশ, ১৯৯৯), পৃঃ ৬২।
২৯. মাসিক আহলে হাদীস, নভেম্বর ১৯৮৪, পৃঃ ৩৩২।
৩০. বুখারী-মুসলিম, আলবানী মিশকাত হা/৩৭৬, পৃঃ ১২১।
৩১. ডাঃ মুহাম্মদ তারেক্ মাহমূদ, সুন্নাতে রাসূল (সঃ) ও আধুনিক বিজ্ঞান (ঢাকাঃ আল-কাউসার প্রকাশনী, ১৪২০ হিজরী) ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৪১।

থেকে নিরাপদ থাকেন। (২) যদি খাতনা না করা হয় তাহ'লে প্রস্রাবে বাধা, মূত্রথলিতে পাথরী হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। অনেকে খাতনা না করার কারণে বৃক্কে (কিডনী) পাথরী রোগে আক্রান্ত হয়।[৩২] বৃটেনের 'লনেন্ট' নামক প্রসিদ্ধ ম্যাগাজিনের ১৯৮৯ সংখ্যায় বলা হয় যে, জন্মের পরেই শিশুদের খাতনা করানো হ'লে মূত্রনালীর প্রদাহ ৯০ শতাংশ হ্রাস পায়।[৩৩] সম্প্রতি পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা এইডস রোগের সর্বোত্তম প্রতিষেধক আবিষ্কার করেছেন। আর এই প্রতিষেধক হ'ল পুরুষের ত্বকচ্ছেদ করা, যাকে ইসলামের পরিভাষায় খাতনা বলে।[৩৪]

৫. ধূমপানঃ

আল্লাহ পাক বলেন, 'তুমি অপচয় করবে না, নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই' *(বণী ইসরাঈল ২৬-২৭)*। ধূমপান করা অপব্যয় এবং অপচয়ের মধ্যে পড়ে। কেননা ধূমপায়ী ব্যক্তি যদি তার প্রতিদিনের ধূমপানে ব্যয়িত অর্থ জমা করে রাখত, তাহ'লে সেই অর্থ সে বহু সৎ কাজে ব্যয় করতে পারত। ধূমপান নেশা। আর নেশা করা হারাম। যেমন রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'যে বস্তুর অধিক পরিমাণ ব্যবহারে নেশা আনয়ন করে ঐ বস্তুর অল্প পরিমাণ ব্যবহারও হারাম'।[৩৫]

চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের বক্তব্যানুসারে ধূমপানে স্বাস্থ্যগত মারাত্মক অপকারিতা প্রতিপন্ন হয়েছে। অভিজ্ঞ চিকিৎসা বিজ্ঞানী মহলের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মোতাবিক ধূমপানে গলা ও ফুসফুসের ক্যান্সার, হৃদরোগ, যক্ষা, গ্যাষ্টিক, আলসার প্রভৃতি জীবনবিধ্বংসী মারাত্মক রোগ-ব্যাধির প্রসূতি। ক্যান্সারে আক্রান্ত শতকরা নব্বই ভাগ রোগীই ধূমপায়ী।[৩৬]

উপসংহারঃ

এভাবে কুরআনের আয়াত এবং নবী করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ নিয়ে পর্যালোচনা করলে দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর বর্ণনা করেও শেষ করা যাবে না। মূলতঃ ইসলাম যে সুন্দর স্বাস্থ্যবিধি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, তা যদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা যায় তাহ'লে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত একটা মানুষ সুস্থতার সাথে এ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে পারবে। ইসলামে রয়েছে মানব কল্যাণে সহজ স্বাস্থ্যনীতির এক অতুলনীয় দিক নির্দেশনা। আল্লাহ যেন এই দিক নির্দেশনা পালন করার তৌফীক দান করেন। আমীন!

---

৩২. সুন্নাতে রাসূল ও আধুনিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৬।

৩৩. তদেব, ৩য় ও ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৮১।

৩৪. মোহাম্মদ একরামুল ইসলাম, প্রবন্ধঃ এইডস প্রতিরোধে খাতনা, মাসিক মদীনা, আগষ্ট ২০০০, পৃঃ ৩১।

৩৫. আহমাদ, আবুদাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ ও ইবনে মাজাহ। গৃহীতঃ ইবনে হাজার আসক্বালানী, বুলূগুল মারাম মিন আদিল্লাতিল আহকাম (দিল্লীঃ কুতুবখানা রশীদিয়া, ১৩৮৭ হি/১৯৬৮), পৃঃ ৯৫।

৩৬. স্মারণিকা ৯৭, আহলে হাদীস আন্দোলন বাংলাদেশ, পৃঃ ১০-১১।

হাদীছের গল্প

ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার পূর্বক্ষণে বিশেষ তিনটি আলামত

মুযাফ্ফর বিন মুহসিন

(ক) দাজ্জালের আবির্ভাবঃ

ছাহাবী নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাজ্জাল সম্পর্কিত আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, আমি তোমাদের মাঝে বিদ্যমান থাকা অবস্থায় যদি সে আবির্ভূত হয় তাহ'লে আমি তোমাদের ব্যতিরেকেই তার সাথে দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে মোকাবিলা করবো। আর যদি আমার অবর্তমানে তার আবির্ভাব ঘটে তাহ'লে তখন তোমাদের প্রত্যেকেই দলীল-প্রমাণের দ্বারা তার সাথে মোকাবিলা করবে। এমতবস্থায় আল্লাহ তা'আলাই আমার পরিবর্তে প্রত্যেক মুসলমানের জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা করবেন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) দাজ্জালের আকৃতিক পরিচয়ে বলেন, সে হবে একজন যুবক, মাথার চুলগুলি হবে কোঁকড়ান ও ফোলা চক্ষুবিশিষ্ট। অন্য বর্ণনায় আছে, তার বাম চোখ হবে কানা। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, আমি তাকে আবদুল উয্যা ইবনে কাত্বানের সদৃশ বলতে পারি। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যার সাথেই তার সাক্ষাৎ হবে সে যেন তার সামনে সূরা কাহ্ফ-এর প্রারম্ভের আয়াতগুলি তেলাওয়াত করে। আরেক বর্ণনায় আছে, সে যেন সূরা কাহ্ফ-এর প্রথমাংশ হ'তে পাঠ করে। কারণ এই আয়াতগুলি তোমাদেরকে দাজ্জালের ফিত্না থেকে নিরাপদে রাখবে। সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী পথ হ'তে আবির্ভূত হবে। পথ অতিক্রমের সময় সে তার ডানে ও বামে উভয়-পার্শ্বের অঞ্চল সমূহে ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তি ছড়াবে।

নবী করীম (ছাঃ) বলেন, হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমরা সে সময় দ্বীনের প্রতি অটল থাকবে। (রাবী বলেন) আমরা বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! সে কতদিন পৃথিবীতে অবস্থান করবে? উত্তরে তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। তবে তখনকার একদিন হবে এক বছরের সমান। অতঃপর একদিন হবে এক মাসের সমান। তারপর একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান। আর তার পরবর্তী দিনগুলি হবে তোমাদের মাঝে বিদ্যমান সাধারণ দিনগুলির সদৃশ। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! এক বছর সমপরিমাণ দিনে আমাদের জন্য সাধারণ একদিনের ছালাত আদায় করাই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে কি? তদুত্তরে তিনি বলেন, না; বরং এই সাধারণ দিনের মত একদিন পরিমাণ হিসাব করে ছালাত আদায় করতে হবে।

অতঃপর আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! পৃথিবীতে তার বিচরণের গতি কি পরিমাণ দ্রুত হবে? তিনি বললেন, সেই মেঘমালার ন্যায় যার পশ্চাতে প্রবল বাতাস রয়েছে। অতঃপর সে কোন এক সম্প্রদায়ের নিকট আনমন করবে এবং তাদেরকে তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান জানাবে। লোকেরাও আহ্বানের পরিপ্রেক্ষিতে তার প্রতি ঈমান আনবে। তখন সে আসমানকে নির্দেশ দিলে পানি বর্ষন করবে এবং যমীনকে নির্দেশ দেওয়ায় যমীন শস্য-ফসলাদি উৎপাদন করবে। সেই সম্প্রদায়ের গবাদি পশুগুলি (চারণভূমি হ'তে) যখন সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করবে তখন উচ্চ কুঁজবিশিষ্ট, স্তন ভর্তি দুধ ও পেটপূর্ণ অবস্থায় ফিরবে। অতঃপর দাজ্জাল অন্য এক সম্প্রদায়ের নিকট এসে তার অনুসরণের আহ্বান জানাবে। কিন্তু তারা তার আহ্বান প্রত্যাখ্যান করলে তাদের নিকট থেকে সে প্রত্যাবর্তন করবে। তবে ঐ সম্প্রদায়ের লোকেরা মহা দুর্ভিক্ষে নিপতিত হবে। ফলে তাদের নিকট কোন প্রকার ধন-সম্পদ থাকবে না। অতঃপর সে জনবসতিশূন্য অনাবাদী এক বিরান ভূমি অতিক্রম করবে এবং এই ভূমিকে উদ্দেশ্য করে বলবে, তোমার অভ্যন্তরে গুপ্ত যে সমস্ত ধন-সম্পদ রয়েছে তা উত্থিত কর। তারপর উক্ত ধন-সম্পদ তার পশ্চাতে এমনভাবে ছুটতে থাকবে, যেমনভাবে মৌমাছির দল তাদের নেতৃত্বশীল মৌমাছির পশ্চাদ্ধাবন করে।

অতঃপর দাজ্জাল এক তরুণ যুবককে তার আনুগত্যের প্রতি আহ্বান করবে। কিন্তু যুবক তার দাওয়াত প্রত্যাখ্যান করবে। ফলে দাজ্জাল তাকে তরবারি দ্বারা দ্বি-খণ্ডিত করে উভয় খণ্ডকে এমনি দূরে নিক্ষেপ করবে যে, একটি নিক্ষিপ্ত তীরের সমপরিমাণ উভয় খণ্ডের মাঝে দূরতম ব্যবধান হবে। অতঃপর সে খণ্ডদ্বয়কে তার নিকটে ডাকলে যুবকটি পূণর্জীবিত হয়ে দাজ্জালের সামনে উপস্থিত হবে। এমতবস্থায় তার মুখমণ্ডল হাস্যোজ্জ্বল হবে।

(খ) ঈসা (আঃ)-এর পূণর্আগমনঃ

এমনি সময়ে আল্লাহ তা'আলা ঈসা ইবনে মারইয়াম (আঃ)-কে (আসমান) হ'তে প্রেরণ করবেন। তখন তিনি হলুদ বর্ণের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায় দামেশকের পূর্ব প্রান্তরের শ্বেত মিনার হ'তে দু'জন ফেরেশতার পাখার উপর ভর করে অবতরণ করবেন। তিনি যখন মাথা নীচু করবেন তখন মাথা হ'তে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম ঝরতে থাকবে। আর যখন উঁচু করবেন তখন তাঁর মাথা হ'তে স্বচ্ছ বিচ্ছুরিত মণি-মণিক্যের ন্যায় ঘাম ঝরতে থাকবে। যখনই কোন কাফের তাঁর শ্বাসের বায়ু শুকবে তৎক্ষণাৎ সে মৃত্যু মুখে পতিত হবে। আর তাঁর শ্বাস-বায়ু পৌঁছবে তাঁর দৃষ্টির প্রান্তসীমা পর্যন্ত।

এমতবস্থায় তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করতে থাকবেন। অবশেষে (বায়তুল মুক্বাদ্দাসের) 'লুদ্দ' নামক দরজার কাছে পাওয়া মাত্রই হত্যা করবেন। অতঃপর ঈসা (আঃ)-এর কাছে এমন এক সম্প্রদায় আগমন করবে যাদেরকে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের বিপর্যয় থেকে রক্ষা করেছেন। তখন তিনি তাদের মুখমণ্ডলে হাত বুলাবেন এবং তাদের জন্য জান্নাতে কি পরিমাণ মান-মর্যাদা রয়েছে তার সুসংবাদ প্রদান করবেন। এমত পরিস্থিতিতে আল্লাহ তা'আলা ঈসা (আঃ)-এর নিকট এই মর্মে বার্তা প্রেরণ করবেন যে, 'আমি আমার এমন কিছু বান্দা সৃষ্টি করেছি যাদের শক্তির সাথে মোকাবিলা করার কেউ নেই। (যাদের অতি শীঘ্রই উত্থান ঘটবে) সুতরাং আপনি আমার বান্দাদেরকে নিয়ে 'তূর' পর্বতে সংরক্ষণ করুন।

(গ) ইয়া'জূজ মা'জূজের উত্থানঃ

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইয়া'জুজ মা'জুজ সম্প্রদায়কে প্রেরণ করবেন। তারা পৃথিবীর প্রত্যেক উচ্চ স্থান হ'তে নিম্ন স্থানের দিকে অত্যন্ত দ্রুত বিচরণ করবে। তাদের প্রথম দল (সিরিয়ার) 'তাবারিয়া' নদী অতিক্রম করবে এবং তার সম্পূর্ণ পানি পান করে শেষ করে দিবে। পরক্ষণে তাদেরই সর্বশেষ দল সে স্থান অতিক্রম সময় বলবে, হয়তো কোন এক সময় এ স্থানে পানি ছিল। অতঃপর তারা সামনে অগ্রবর্তী হয়ে 'খামার' নামক পাহাড় পর্যন্ত পৌঁছবে। এ পাহাড় বায়তুল মুকাদ্দাসের নিকট অবস্থিত। উক্ত পাহাড়ে উপস্থিত হয়ে তারা বলবে, এই পৃথিবীতে যারা অবস্থান করত তাদের সবাইকে সমূলে হত্যা করেছি। সুতরাং আস! আমরা এবার আসমানের অধিবাসীদের হত্যাকার্য সম্পন্ন করি। অতঃপর তারা আকাশকে উদ্দেশ্য করে তীর নিক্ষেপ করলে আল্লাহ তাদের তীরগুলিকে রক্ত মাখা অবস্থায় তাদের নিকট ফেরত পাঠাবেন। এ সময় ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীদেরকে চরম দুর্ভিক্ষজনিত অবস্থায় 'তুর' পর্বতে অবরোধ করা হবে। তাঁরা ভীষণ খাদ্য সংকটে পড়ার ফলে তাদের একটি গরুর মাথা এ যুগের একশ' দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) অপেক্ষা অধিক মূলবান হবে। এ সময় ঈসা (আঃ) ও তাঁর সাথীগণ আল্লাহ্র কাছে ইয়া'জূজ মা'জূজে-এর ধ্বংস প্রার্থনা করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা তাদের গর্দানের উপর বিষাক্ত কীটের মর্মন্তুদ শাস্তি অবতরণ করবেন যাতে করে তারা মুহূর্তের মধ্যে সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে।

অতঃপর ঈসা (আঃ) তাঁর সঙ্গী-সাথী সহ পাহাড় হ'তে নীচে নেমে আসবেন। কিন্তু পৃথিবীর কোন স্থান ইয়া'জূজ মা'জূজের মরদেহের চর্বি ও দুর্গন্ধ হ'তে মুক্ত এমন কোন স্থান একবিঘত সমপরিমাণও পাওয়া যাবে না। তখন তিনি তাঁর সাথীগণ সহ এই দূরাবস্থা হ'তে মুক্তির জন্য আল্লাহ্র নিকট প্রার্থনা করবেন। ফলে আল্লাহ তা'আলা বখ্তী উটের গর্দানের ন্যায় বৃহদাকার গর্দানবিশিষ্ট পাখীর ঝাঁক প্রেরণ করবেন। সেই পাখীর দল তাদের মরদেহগুলিকে নিয়ে আল্লাহ্র ইচ্ছানুযায়ী কোন স্থানে নিক্ষেপ করবে। অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, 'নহবল' নামক স্থানে নিক্ষেপ করা হবে। মুসলমানগণ তাদের ছেড়ে যাওয়া যুদ্ধাস্ত্র-তীর, ধনুক, তীর ও তরবারির কোষসমূহ দ্বারা সাত বছর যাবৎ জ্বালানি কার্যে ব্যবহার করবে।

অতঃপর আল্লাহ তা'আলা পৃথিবীতে প্রচণ্ড বৃষ্টি বর্ষণ করবেন। ফলে জনবসতির সকল স্থান ধোয়ে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। যদিও তা মাটির নির্মিত হোক বা পশমের হোক। অবশেষে যমীন আয়নার ন্যায় স্বচ্ছ ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে যাবে। অতঃপর ভূ-পৃষ্ঠকে নির্দেশ দেওয়া হবে এ মর্মে যে, তোমার ফল-ফলাদি বের করে দাও এবং তোমার অভ্যন্তরে রক্ষিত কল্যাণ ও বরকত সমূহ ফিরায়ে দাও। ফলে (এমন কল্যাণ সমৃদ্ধ হবে) সে সময় একদল লোক একটি ডালিম পরিতৃপ্ত সহকারে খাবে এবং তার খোসা দ্বারা লোকেরা ছায়া গ্রহণ করবে। দুগ্ধের মধ্যে এমন কল্যাণ দান করা হবে যে, একটি উষ্টীর দুগ্ধ একটি সম্প্রদায়ের জন্য, একটি গাভীর দুধ এক গোত্রের লোকের জন্য এবং একটি ছাগলের দুধ একটি পরিবারের জন্য যথেষ্ট হবে।

এমনি এক সময় হঠাৎ একদিন আল্লাহ তা'আলা স্নিগ্ধ বাতাস প্রবাহিত করবেন। ফলে সেই বাতাস তাদের হৃদয়স্পর্শ করবে এবং উক্ত বায়ু প্রতিটি মুমিন-মুসলমানের প্রাণ নাশ করবে। অতঃপর পৃথিবীতে অবশিষ্ট থাকবে পাপীষ্ট ও মন্দ লোকেরা। তারা পরস্পরে গাধার ন্যায় দ্বন্দ্ব-কলহে লিপ্ত হবে। তখন তাদের উপরই ক্বিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে।

সূত্রঃ ছহীহ মুসলিম হা/২৯৩৭, ৪/২২৫০-৫৫ পৃঃ, 'ফিত্না ও ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার শর্তসমূহ' অধ্যায়; তিরমিযী তুহফাতুল আহওয়াযী সহ হা/২৩৩৫, ৬/৪০৬ পৃঃ; আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫৪৭৫, ৩/১৫০৭ পৃঃ, 'ফিতনা সমূহ' অধ্যায়, 'ক্বিয়ামতের প্রাককালের আলামত সমূহ ও দাজ্জালের আলোচনা' অনুচ্ছেদ।

হাদীছটির মৌলিক শিক্ষাঃ

(১) এই নশ্বর পৃথিবী ধ্বংসের পূর্বক্ষণে তার কিছু নিদর্শন প্রকাশ পাবে। তার মধ্যে হাদীছে উল্লিখিত নিদর্শনগুলি অন্যতম।

(২) দাজ্জাল সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে বের হবে এবং চলার পথে তার ডান ও বামের অঞ্চল সমূহে ধ্বংসাত্মক বিভ্রান্তি ছড়াবে। সে পৃথিবীতে চল্লিশ দিন অবস্থান করবে। তার প্রথম দিন হবে এক বছরের সমপরিমাণ, দ্বিতীয় দিন হবে এক মাসের সমপরিমাণ এবং তৃতীয় দিনটি হবে এক সপ্তাহ সমপরিমাণ। এমতবস্থায় তার সংগে কারো সাক্ষাত হ'লে সূরা কাহ্ফের প্রথমাংশ থেকে তেলাওয়াত করতে হবে। তাছাড়া তার বিভ্রান্তি হ'তে বাঁচার জন্য প্রতি ছালাতের শেষ তাশাহ্হুদে বসে নিম্নের দো'আ পড়তে হবে। যেমনটি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রতি ছালাতে পড়তেন কখনও ছাড়তেন না।

اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَسِيْحِ الدَّجَّالِ وَأَعُوْذُبِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ-

উচ্চারণঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আ'ঊযুবিকা মিন্ 'আযা-বি জাহান্নামা ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ 'আযা-বিল ক্বাবরে, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-লি, ওয়া আ'ঊযুবিকা মিন্ ফিত্নাতিল মাহ্ইয়া ওয়াল মামা-তি'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! আমি আপনার কাছে আশ্রয় ভিক্ষা করছি জাহান্নামের শাস্তি হ'তে, কবরের আযাব হ'তে, দাজ্জালের ফিত্না হ'তে এবং জীবন ও মৃত্যুকালীন ফিত্না হ'তে'। *=(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৯৪১ 'ছালাত' অধ্যায়, 'তাশাহ্হুদ' অনুচ্ছেদ)*।

যেহেতু হাদীছে সুস্পষ্টভাবে দাজ্জালের পরিচয় ফুটে উঠেছে, সেহেতু কাউকে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করা কিংবা কোন কাজ দেখে দাজ্জালের ফিত্না বলে উল্লেখ করা ঠিক নয়। যেমনটি বর্তমান সমাজে ব্যাপক হারে প্রসার ভাল করেছে। একেবারে তুচ্ছ, নগণ্য কোন কারণে পরস্পর পরস্পরকে দাজ্জাল বলে আখ্যায়িত করছে। এমনকি সমাজ সংস্কারে অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী আলেমদেরকেও দাজ্জাল বলে আখ্যা দিতে এবং তাদের সংস্কারকার্যকে দাজ্জালের ফিত্না বলে প্রচার করতে আল্লাহ্র ভয়ে হৃদয় কম্পিত হয় না। এ অভ্যাস এক্ষণি পরিত্যাজ্য।

(৩) ঈসা (আঃ) জীবিত আছেন। তিনি দ্বিতীয় আসমানে অবস্থান করছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬২ 'মি'রাজ' অধ্যায়)*। ক্বিয়ামতের প্রাক্কালে পুনরায় পৃথিবীতে আসবেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উম্মত হিসাবে। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ইহুদী-খ্রীষ্টানরা যে ধারণা পোষণ করে থাকে যে, ঈসা (আঃ)-কে শুলে বিদ্ধ করে হত্যা করা হয়েছে, তাদের এ ভ্রান্ত ধারণাকে সমূলে খণ্ডন করা হয়েছে। তিনি এসেই প্রথমে খ্রীষ্টানদের প্রতীক ভেঙ্গে ফেলবেন এবং 'লূদ' নামক স্থানে দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তাঁর শ্বাস-প্রশ্বাসে সকল কাফের মারা যাবে।

(৪) বায়তুল মুক্বাদ্দাস ক্বিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের অধিকারে এবং তাদেরই কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকবে। কারণ ঈসা (আঃ) এখানেই অবতরণ করবেন যা হাদীছে উল্লিখিত হয়েছে। ইহুদী-খ্রীষ্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাস বা ফিলিস্তিন নিয়ে যে ষড়যন্ত্র করছে তাতে অচিরেই তারা সমূলে ধূলিস্যাৎ হয়ে যাবে।

(৫) ক্বিয়ামত পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ তা'আলার প্রকৃত হকপন্থী একটি দল থাকবে যারা হবে চির বিজয়ী। তাদের উপর পাহাড় সম বা ততোধিক বিপদ আসলেও আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে যেকোন কৌশলে নিজ আয়ত্বে সংরক্ষণ করবেন। বিদ্রোহীরা কখনই তাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না।

চিকিৎসা জগৎ

গরমে শিশুর যত্ন

ডাঃ আমীরুল মোরশেদ খসরু*

এ সময়ের প্রচণ্ড গরমে শিশুরাই বেশী অসুস্থ হয়ে পড়ছে। গরমের দাবদাহে শিশুরা সাধারণত সর্দিজ্বর, পেটের পীড়া (গ্যাস্ট্রো এন্টারাইটিস), পানি শূন্যতা, কিডনির স্বাভাবিক কার্যকারিতা নষ্ট হওয়া, চর্মরোগ ইত্যাদি রোগে বেশী ভুগে থাকে। এ সময় শরীরে ঘাম শুকিয়ে বাচ্চার সর্দিজ্বর হ'তে পারে। নাক দিয়ে অনবরত সর্দি ঝরে, কোন কোন শিশু নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হচ্ছে। কারো কারো সেপটিসেমিয়াও দেখা দিচ্ছে। সবচেয়ে বেশী প্রাদুর্ভাব হচ্ছে পেটের পীড়ার। ওয়াটারী ডায়রিয়া এবং ইনভেসিভ ডায়রিয়া দু'ধরনের ডায়রিয়ার প্রাদুর্ভাবই বাড়ছে। মূলতঃ খাদ্য ও পানিতে জীবাণু সংক্রমণই এসব ডায়রিয়ার কারণ। গরমে পানি স্বল্পতার কারণে শিশুদের শরীরে খাদ্যদ্রব্য বিপাক ও শোষণ সঠিকভাবে না হওয়াই পেটের পীড়ার একটা বড় কারণ। দূষিত পানি, দূষিত খাবার এবং শিশুর জন্য সহজপাচ্য নয় এমন খাবার খাওয়াই মূলতঃ এরকম পেটের পীড়ার মূল কারণ। গরমে অতিরিক্ত ঘাম এবং পেটের পীড়া দুই কারণেই পানি শূণ্যতা হ'তে পারে। পানি শূন্যতার ফলাফল শিশুর জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। শিশুরা স্বাভাবিক বয়স্ক মানুষের তুলনায় দ্রুত পানি শূন্যতায় ভুগে থাকে। কারণ একট্রাসেলুলার স্পেসে এদের পানি বেশী থাকে, যা ঘাম অথবা ডায়রিয়ার কারণে দ্রুত নিঃশেষ হয়ে যায়। এ জন্য এ সময়ে শিশুর পরিচর্যায় প্রাথমিক করণীয় বিষয় হ'ল- বার বার বেশী করে তরল খাবার খাওয়ানো।

পানি শূন্যতা এবং চর্মরোগের কারণে জন্ম নিতে পারে মারাত্মক কিডনি রোগ। বাচ্চার প্রয়োজনীয় রক্তের তারল্যের অভাবে কিডনি কাজ করতে পারে না, ফলে দ্রুত কিডনি বিকল হ'তে পারে। যা ডেকে আনতে পারে শিশুর মৃত্যু।

স্কাবিস বা খুজলি এই গরমে প্রচুর দেখা যায়। মূলতঃ শুকিয়ে যাওয়া জলাশয়ের পচা পানিতে গোসল, ময়লা কাপড় পরিধান, স্কাবিস রোগীর সংস্পর্শে আসার কারণে এ রোগটি আশংকাজনক হারে বেড়ে যাচ্ছে। এ থেকে বয়েল, ফোঁড়া ইত্যাদি হয়ে শরীরকে আরো দুর্বল করে ফেলছে। স্কাবিস নিজে মারাত্মক রোগ না হ'লেও এর কারণে মারাত্মক কিডনি রোগ একিউট গ্লোমেরু লোন্যাফ্রাইটিস হ'তে পারে। যার কারণে কিডনি বিকল হয়ে শিশুর মৃত্যু হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

এই গরমে শিশুর স্বাস্থ্য সুরক্ষায় করণীয়-

* শিশুকে তীব্র রোদ থেকে দূরে রাখুন, ঘরের জানালা-দরজা উন্মুক্ত রেখে ঘরে ক্রস ভেন্টিলেশন-এর ব্যবস্থা করুন। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বৈদ্যুতিক পাখা চালু রেখে শিশুকে অতিরিক্ত ঘাম থেকে মুক্ত রাখুন।

* প্রতিদিন ২/৩ বার মেঝে পানি দিয়ে ধুয়ে-মুছে ঘরের আবহাওয়া ঠাণ্ডা ও আরামদায়ক রাখুন।

* মোটা জামা-কাপড় না পরিয়ে সূতির হালকা কাপড় পরান এবং প্রয়োজনে প্রতিদিন ২/৩ বার কাপড় পাল্টান ও পরিষ্কার রাখুন।

* নিয়মিত গোসল করান ও গা মুছে দিন। ঘাম জমে চর্মরোগ হ'তে দিবেন না।

* প্রচুর পরিমাণ তরল খাবার বার বার দিন। ৬ মাসের কমবয়সী শিশুদের বার বার বুকের দুধ দিন। তরল খাবার দুধ, ফলের রস, শরবত ও পানি ইত্যাদি দিন। এটিই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ।

* রাতে শিশুর পিঠ মাঝে মাঝে পরীক্ষা করুন। ঘামে ভিজে গেলে মুছে বিছানার কাঁথা বদলে দিন।

* খাবার টাটকা থাকতে পরিবেশন করুন। একবার দুধ বানিয়ে বারবার খাওয়াবেন না। ফ্রিজে রাখা খাবার গরম করে পরিবেশন করুন।

* শিশুর জ্বর হ'লে স্পঞ্জিং করুন। প্রয়োজনে সিরাপ প্যারাসিটামল দিন।

* সর্দিতে লবণ জলের দ্রবণ দিয়ে নাক পরিষ্কার করে দিতে হবে।

* পেটের পীড়ায় খাবার স্যালাইন বার বার খেতে দিন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। পানি শূন্যতা রোধ না করলে দ্রুত খারাপ পরিণতির দিকে যেতে পারে। পায়খানার সাথে রক্ত থাকলে দ্রুত নিকটস্থ শিশু চিকিৎসকের পরামর্শ নিন।

* খুজলি বা ফ্যাংগাসে আক্রান্ত হ'লে দ্রুত ব্যবস্থা নিন। খুজলি বা স্কাবিস থেকে কিডনি রোগ হ'তে পারে। একথা সবসময় মনে রাখবেন। ঘামাচির জন্য পাউডার ব্যবহার করা যেতে পারে তবে খেয়াল রাখতে হবে পাউডার প্রতিদিন গোসলের মাধ্যমে ত্বক থেকে সরাতে হবে। নইলে লোমকূপ বন্ধ হয়ে আরো জটিলতা সৃষ্টি হ'তে পারে।

শিশুরা বড়দের মত সবকিছু বলতে বা বোঝাতে পারে না। একজন সংবেদনশীল মা শিশুর সব ভাষাই বুঝে থাকেন। শিশুর যত্নের এটা একটা অন্যতম বিচার্য বিষয়। মাকেই সচেতন হয়ে শিশুকে তরল খাবার খাওয়াতে হবে। এ সময়ে হাত ধুয়ে খেতে বসা, বাথরুম শেষে হাত সাবান দিয়ে ধোয়া, খুজলি আক্রান্ত রোগীর জামা-কাপড়, বিছানা ব্যবহার না করা, ত্বকের যত্ন নেওয়া শেখাতে হবে। একটু মনোযোগ দিয়ে এসব জীবনের শুরু থেকে শেখালেই শিশু অথবা আগামী প্রজন্ম সুস্থ সবল হয়ে বেড়ে উঠবে। স্বাস্থ্য বিধি ও আচরণ মেনে চলে আপনার সোনামণিকে সুস্থ রাখুন।

* এম.বি.বি.এস, ডিসিএইচ, এমসিপিএস (শিশু), শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ, ঢাকা শিশু হাসপাতাল।

মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা, মাসিক আত-তাহরীক ৫ম বর্ষ ১১তম সংখ্যা

ক্ষেত-খামার

বন্যাকবলিত এলাকায় পশু-পাখির জন্য করণীয়

বন্যাকবলিত এলাকায় গবাদিপশুকে যথাসম্ভব উঁচু ও শুকনো জায়গায় রাখতে হবে। এদেরকে দানাদার খাদ্য যেমন- ভুষি, চালের কুঁড়া, খেসারীর ভুষি, খৈল ও প্রয়োজনমত লবণ খাওয়াবেন। পশু-পাখিকে বন্যার দূষিত পানি কিংবা পচা খাবার খাওয়ানো যাবে না।

বন্যার পানি নেমে যাবার পর মাঠে গজানো কচি ঘাস কোন অবস্থায়ই গবাদিপশুকে খাওয়ানো যাবে না। বন্যার সময়ে বা পরে পশু-পাখি বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হ'তে পারে। হ'লে অনতিবিলম্বে প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে বাড়ির আশপাশে, চর এলাকায় ও পতিত জমিতে মাসকলাই, খেসারী ও ভুট্টাসহ বিভিন্ন জাতের ঘাসের বীজ ছিটিয়ে দিতে পারেন। নিজেদের আহারের উদ্বৃত্ত খাদ্য নষ্ট না করে হাঁস-মুরগীকে খেতে দিতে হবে। শামুক ও ঝিনুক সংগ্রহ করে হাঁস-মুরগীকে খেতে দিতে হবে।

হাঁস-মুরগীকে রাণীক্ষেত, কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রতিষেধক টিকা দিতে হবে এবং মৃত হাঁস-মুগরীকে মাটিতে পুঁতে ফেলতে হবে। হাঁস-মুরগীর ঘর মেরামত করে তা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। হাঁস-মুরগীর ঘরের মেঝেতে চুন দিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে এবং পরে ছাই, তুষ, কাঠের গুঁড়া বা বালি ছড়িয়ে দিতে হবে। নিয়মিতভাবে তার পরিবর্তন করতে হবে।

বন্যাকবলিত এলাকার কৃষক ভাইদের করণীয়

বন্যাকবলিত এলাকার কৃষক ভাইয়েরা যা যা করবেন তা নিম্নে উল্লেখ করা হ'লঃ

রোপা আমন ধানের বীজতলাসহ সবজি ও অন্যান্য ফসলের বীজতলা বন্যামুক্ত উঁচু স্থানে তৈরী করুন। বন্যাকবলিত নীচু এলাকায় যত শিগগির সম্ভব অল্পদিনে পাকে বা আগাম জাতের বোরো, আউশ, পাট ও অন্যান্য ফসলের চাষ করা যেতে পারে। নীচু এলাকায় আগাম উফশী ধানে কাইচ থোড় হ'লে গভীর জলী আমন ধানের বীজতলা তৈরী করতে হবে, যথাসম্ভব তাড়াতাড়ি বোরো ধান কেটে জলী আমনের চারা রোপণ করতে হবে। আউশ/জলী আমনের চারার সুষ্ঠু বৃদ্ধির জন্য প্রথম থেকে আগাছা দমন, পোকা-মাকড় দমন, ইউরিয়া সার উপরি প্রয়োগ ইত্যাদি পরিচর্যা করতে হবে। লম্বা জাতের ধানের চারা রোপণ করতে হবে।

পাহাড়ের পাদদেশে যেখানে ঢল, বন্যার পানি নামে সেখানে শক্ত খড় বিশিষ্ট ধান যেমন- আইআর-৮, চান্দিনা, বিআর-৩ ইত্যাদি রোপণ করতে হবে।

নীচু এলাকার আউশ বা বোরো ধান শতকরা ৮০ ভাগ পাকা মাত্র কালবিলম্ব না করে কেটে ঘরে তুলতে হবে। বন্যায় যেসব ফসল ক্ষতিগ্রস্ত হবার আশংকা থাকে বা বন্যা পরবর্তীতে চাষের জন্য যেসব ফসলের বীজের দরকার হ'তে পারে, সেসব বীজ বেশী করে মজুদ রাখুন। বন্যার ঢেউ কিংবা বন্যার পানির সাথে ভেসে আসা কচুরিপানার হাত থেকে বোনা আমন ধানকে রক্ষা করার জন্য জমির কিনারে বৈশাখ মাসের দিকেই ধইঞ্চার বীজ বুনতে হবে।

বন্যায় ফসল ধ্বংস হয়ে গেলে অথবা পানিবদ্ধতার কারণে বপন/রোপণ কাজ বিলম্বিত হ'লে কতিপয় বিশেষ ব্যবস্থা নেয়া যেতে পারে। নীচে পুনর্বাসন ব্যবস্থাদি অতি সংক্ষেপে তুলে ধরা হ'লঃ

(১) বন্যায় ফসল বিনষ্ট হ'লে ফসলের ধ্বংসাবশেষ আগাছা, আর্বজনা প্রভৃতি দ্রুত পরিষ্কার করতে হবে।

(২) বন্যায় পানির কারণে রোপা আমনের বীজতলা তৈরীর মতো জায়গা না থাকলে এবং হাতে সময় না থাকলে পানির উপরে বাঁশের চাটাই-এর মাচা বা কলা গাছের ভেলা তৈরী করে ভাসমান বীজতলায় চারা উৎপাদন করুন। বন্যায় পানিতে যেন ভেসে না যায় সেজন্য বীজতলাকে দড়ির সাহায্যে খুঁটি বা গাছের সাথে বেঁধে রাখতে হবে।

(৩) অস্বাভাবিক বন্যায় পাট বীজ ক্ষেত বিনষ্ট হয়। পাটের ডগা বা কাণ্ড কেটে উঁচু জায়গায় লাগিয়ে পাট বীজ উৎপাদন করা যায়। বন্যার পানি সরে যাবার পর মরিচ ও ডাল জাতীয় ফসলের সাথে আলাদাভাবে আশ্বিন মাসে পাটের বীজ বুনতে হয়।

(৪) বন্যার সময় শুকনো জায়গার অভাবে টব, মাটির চাড়ি, কাঠের বাক্স, পুরাতন কেরোসিনের টিন, ড্রাম এমনকি পলিথিন ব্যাগে সবজির চারা উৎপাদন করা যায়। বন্যার পানি নামতে বিলম্ব হ'লে কচুরিপানার ভাসমান স্তূপের উপর কিছু মাটি দিয়ে লাউয়ের বীজ বোনা যায়। পানি সরে গেলে স্তূপটি যথাস্থানে বসিয়ে মাচা দিতে হয়। এ নিয়মে শিমের বীজও লাগানো যেতে পারে।

(৫) বন্যার পানি নেমে যাবার পর বিনা চাষে ভুট্টার বীজ পুঁতে দিতে পারেন।

॥ সংকলিত ॥

এম, এস মানি চেঞ্জার

বাংলাদেশ ব্যাংক অনুমোদিত

মুদ্রা, ডলার, পাউণ্ড, স্টার্লিং, ডয়েস মার্ক, ফ্রেঞ্চ ফ্রাঙ্ক, সুইস ফ্রাঙ্ক, ইয়েন, দীনার, রিয়াল ইত্যাদি ক্রয় ... ড্রাফট সরাসরি নগদ টাকায় ... পোর্ট ডলার সহ এনডোর্সমেন্ট করা হয়।

এম, এস মানি চেঞ্জার
সাহেব বাজার, জিরো পয়েন্ট, রাজশাহী
(সিনথিয়া কম্পিউটারের পিছনে)
ফোনঃ ... ৭২১-৭৭৫৯০২
... ৮।

কবিতা

একটি প্লাবনঃ একটি বিপ্লব

-সাইয়েদ জামীল
রঘুনাথপুর, পাংশা, রাজবাড়ী।

একটি প্লাবন হয়ে গেল
এই কিছু দিন-
যার রেষ এখনো কাটেনি,
না, নূহের প্লাবন নয় এটা
তবুও ভেসে গেল অজস্র মানুষ
রক্তের তেজস্বী স্রোতে।

রক্তের সে উর্মিমুখর উত্তালে দিনের পর দিন
এক উদ্ভট গল্পের নায়কের মত,
এখন বেঁচে আছে
আমার একটি ভাই,
যার হৃদয়ে আজও একটি স্বপ্নই উদ্বেলিত হয় সারাক্ষণ।

এক বিতর্কিত বিপ্লব
না, সেটা বিতর্কিত বিপ্লব নয়;
সেটাই সত্য, মহাসত্য
সে সত্যকে খণ্ডন করতে পারবে না
ঐ বিভৎস কুৎসিত লোকেরা।

***

সোনালী আহ্বান

-আবূ নঈম মুনাওয়ার হাসান
মুজগুন্নী, মণিরামপুর, যশোর।

আমি দিগ্বলয়ের পারে দাঁড়িয়ে দেখি সবে ডুবিছে রবি,
আধো আলো আধো ছায়ায় ভেসে ওঠে দিবসের ছবি।
লগন যখন ডুবছে ছাদিক চাঁদ বলে আর থাকব না,
কিরণ হাসে খোলা জানালায় ঘুম তবু কারো ভাঙে না।
কর্মপানে চলিছে ছুটিয়া সময় করিছে তাড়া,
বিলাস আসে মনের ঘরে, হয় যে সবাই আত্মহারা।
হেলিছে কিরণ দূর অজানায়, ফিরিছে নীড়ে ক্লান্ত বেশ,
গোধূলী পারে উড়িছে ধূলা, হয়নি তবু যাত্রা শেষ।
নামিছে আঁধার, উঠিছে তারা, হয়েছে গভীর রাত,
গিয়েছে নিদ্রা, চলিছে শুধুই অগ্রে, ফেরেনি কভু পশ্চাৎ।
ওকি দেখি পথে-প্রান্তরে লাগামহীন সেমি ন্যুডে
রাবেয়া, আছিয়া, ফাতেমার স্বজাতি আজি আছে কোন্ মুডে?
যেদিকে তাকাই সেদিকে দেখি আলী, আবূবকর, খালিদের ভাই ঘুরিছে নারীর পিছু,
মাথায় তুলিয়া মানিছে নেতা, তারা আজ হয়েছে পশু।
প্রাতঃকালের খবর এলেই দেখি, ভরে আছে পাতা ধর্ষণ, রাহাজানি আর খুনে,
মানব সভ্যতা হইয়াছে বিবর্ণ, সমাজ খসেছে ঘুনে।
মুসলিম মোরা বড়াই করি, মুয়াযযিন হাঁকিছে দূরে,
কোথা মসজিদ আছে পড়ে, দেখিনি কভু পিছু ফিরে।
অপসংস্কৃতির নগ্নটানে চলেছি ছুটে টিভি, সিনেমায়,
পবিত্র কুরআন পড়ে রয় বাঁধা, কেউতো ফিরে না তাকায়।
ওগো মুসলিম! মোরা এক ইবরাহীমের সন্তান, ফিরে এসো কুরআনের পথে,
আভিজাত্য নয়, পুণ্য কর সঞ্চয়, আরতো কিছুই যাবে না সাথে।
সুযোগ দিয়েছে, পেয়েছে সুযোগ খ্রীষ্টান, ইহুদীর দল,
আফগান, ফিলিস্তীন করিছে ধ্বংস, প্রতিহত কর দিয়ে ঈমানী বল।
শেষ বিকেলের শেষ আলোটুকুও এখনো যায়নি নিভে,
আকড়ে ধর ঈমানী বলে, আল্লাহ আছেন সাথে, ভয় কি আর তবে?
সোনালী দিনের সোনালী আভা আবার দেখিবে জগৎ
এই অবনীর সেরা হব আবার, লুটাবে সকল যুলমাৎ॥

***

স্যার কিন্তু অরিজিনাল

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
সাং- ভায়া লক্ষ্মীপুর
ডাকঃ বাঁকড়া, উপযেলাঃ চারঘাট
যেলাঃ রাজশাহী।

যাদের এখন স্যার বলি
তারাই মোদের বলতো স্যার,
স্কুলে ছিলাম যখন
ছা পোষা মাষ্টার।
ছেলে-মেয়ে সবাই মোদের
স্যার বলে ডাকতো,
ক্লাশে গেলে ওরা সবাই
চুপ করে থাকতো।
কিযে কষ্ট করতাম ওদের
লেখাপড়া শেখাতে,
পারব না সেসব কিছু
কাউকে আর দেখাতে।
স্কুলে আসে যখন
করে ওরা কলরব,
ওরা যেন চারা গাছ
মোরা তার মালী সব।
কত যত্ন পরিচর্যা
করি চারা গাছে যে,
তারই ফলে ফুলকলি
ফুল হয়ে ফোটেরে।
ছড়ায় তার সুবাস ঘ্রাণ
ভাসে দূর বাতাসে
ভ্রমর-অলি ছুটে আসে
মেলে তার পাখা যে।
করে তাই ফুলে বসে
মধু রেণু আহরণ,
ঝাঁকে ঝাঁকে দলে দলে
অসংখ্য ও অগণন।
মোদের হাতেই গড়া যতো
জ্ঞানী-গুণীর ভাণ্ডার,
কচি-কাঁচা শিশু থেকে
আজকে যারা হ'ল স্যার।
তাই দেখ হিসাব মেলে
যুগে যুগে কালে কাল
ছা পোষা হ'লেও মোরা
স্যার কিন্তু অরিজিনাল।

***

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (অংক)-এর সঠিক উত্তরঃ

১. ০, ১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ ও ৯।
২. ৩টি প্রথম বন্ধনী ( ), ২য় বন্ধনী { }, ৩য় বন্ধনী [ ]।
৩. সুতরাং ঃ- এবং যেহেতু-
৪. চিহ্নগুলিঃ +, −, × ও ÷
৫. সম্পর্কযুক্ত চিহ্নগুলিঃ =, ≠, >, <, ≯, ≮।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান-এর সঠিক উত্তরঃ

১. সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে।
২. নবাব সিরাজুদ্দৌলা।
৩. ১৫৯৯ সালের ২২ সেপ্টেম্বর।
৪. মুজীবনগর, মেহেরপুর।
৫. ১৯৭৪ সালের ২১ সেপ্টেম্বর।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (বিজ্ঞান)

১. ক্যাসেটের ফিতার শব্দ রক্ষিত থাকে কি হিসাবে?
২. লোক ভর্তি হল ঘরে শূন্য ঘরের চেয়ে শব্দ ক্ষীণ হয় কেন?
৩. আকাশ মেঘলা থাকলে গরম বেশী লাগে কেন?
৪. পেট্রোলের আগুন পানি দ্বারা নেভানো যায় না কেন?
৫. মাটির পাত্রে অন্যান্য পাত্র থেকে পানি বেশী ঠাণ্ডা থাকে কেন?

সংকলনেঃ মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান
কেন্দ্রীয় পরিচালক, সোনামণি

সোনামণি সংবাদ

শাখা গঠনঃ

(২৮৪) আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী, (বালক) শাখা, বুড়িচং, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ জনাব এম,এ, মোর্শেদ (অধ্যক্ষ)
উপদেষ্টা ঃ জনাব এম,এ, ওয়াদূদ (উপাধ্যক্ষ)
পরিচালক ঃ জনাব গাযী ওছমান গণী
সহ-পরিচালক ঃ জনাব মুহাম্মাদ মুয্যাম্মেল হক
সহ-পরিচালক ঃ জনাব মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ আল-আকছার আরাফাত
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ পারভেয
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ আবদুর রহমান সুমন
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ আব্দুল বাছেত
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ সাইদুল ইসলাম (মিঠু)

(২৮৫) আল-হেরা মডার্ণ একাডেমী, (বালিকা) শাখা, বুড়িচং, কুমিল্লাঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ জনাব এম,এ, মোর্শেদ (অধ্যক্ষ)
উপদেষ্টা ঃ জনাব এম,এ, ওয়াদূদ (উপাধ্যক্ষ)
পরিচালক ঃ জনাব গাজী ওছমান গণী
সহ-পরিচালক ঃ জনাব মুহাম্মাদ মুয্যাম্মেল হক
সহ-পরিচালক ঃ জনাব মুহাম্মাদ জসীমুদ্দীন

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ** মাহমূদা ইয়াসমীন লিজা
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ** লাকী আক্তার
৩. **প্রচার সম্পাদিকা ঃ** শারমীন আক্তার
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ** সুরাইয়া শামীম
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ** নাছরীন আক্তার

(২৮৬) মহিষালবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালক) শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আইনুদ্দীন (খত্বীব, মহিষালবাড়ী জামে মসজিদ)
উপদেষ্টা ঃ আলহাজ নূরবখত্ শাহ (মুতাওয়াল্লী, অত্র মসজিদ)
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ ছাহেবুল ইসলাম
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মাহদী হাসান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ।

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ (৪র্থ)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ আবদুল আওয়াল (৪র্থ)
৩. **প্রচার সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ রায়হান (৩য়)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ ইকবাল হোসাইন (৩য়)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ** মুহাম্মাদ রুমন (৫ম)।

(২৮৭) মহিষালবাড়ী প্রাথমিক বিদ্যালয় (বালিক) শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ মাওলানা আইনুদ্দীন (খত্বীব, মহিষালবাড়ী জামে মসজিদ)
উপদেষ্টা ঃ আলহাজ নূরবখত্ শাহ (মুতাওয়াল্লী, অত্র মসজিদ)
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ মাহবূবা সুলতানা
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ কহিনূর খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ সাবেরা খাতুন।

কর্মপরিষদঃ

১. **সাধারণ সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ মনোয়ারা খাতুন (৫ম)
২. **সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ নাফীসা তাবাসসুম (৪র্থ)
৩. **প্রচার সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ তামান্না হাবীবা (৪র্থ)
৪. **সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ শাহীদা সুলতানা (৩য়)
৫. **স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ** মুসাম্মাৎ সেতারা খাতুন (৩য়)।

(২৮৮) ভগবন্তপুর জামে মসজিদ (বালক) শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ ডাঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম *(খত্বীব, ভগবন্তপুর জামে*

মসজিদ)

উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুল খালেক
পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ মুস্তাছির রহমান
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ শাহীন
সহ-পরিচালক ঃ মুহাম্মাদ আবদুর রশীদ।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ সুলতান
২. সাংগঠনিক সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল করীম
৩. প্রচার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ আবদুল কাইয়ুম
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ শামীম
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদক ঃ মুহাম্মাদ জাহিদুল ইসলাম।

(২৮৯) ভগবন্তপুর জামে মসজিদ (বালিকা) শাখা, গোদাগাড়ী, রাজশাহীঃ

পরিচালনা পরিষদঃ

প্রধান উপদেষ্টা ঃ ডাঃ মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম *(খতীব, ভগবন্তপুর জামে মসজিদ)*

উপদেষ্টা ঃ মুহাম্মাদ আবদুল খালেক
পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ শিউলী খাতুন
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ খাদীজাতুল কুবরা
সহ-পরিচালিকা ঃ মুসাম্মাৎ পারুল খাতুন।

কর্মপরিষদঃ

১. সাধারণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ যোহরা খাতুন (৬ষ্ঠ)
২. সাংগঠনিক সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ সেহেনা খাতুন (৮ম)
৩. প্রচার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ রহীমা খাতুন (৫ম)
৪. সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ মিলিয়া খাতুন (৪র্থ)
৫. স্বাস্থ্য ও সমাজকল্যাণ সম্পাদিকা ঃ মুসাম্মাৎ উম্মে সালমা (৬ষ্ঠ)।

প্রশিক্ষণ

সোনামণি কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ ২০০২

গত ১৩ ও ১৪ জুন ২০০২ রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদের উদ্যোগে রাজশাহী যেলা, মহানগরী, উপযেলা ও মারকায শাখার সকল পর্যায়ের 'সোনামণি' দায়িত্বশীলদের নিয়ে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র পূর্ব পার্শ্বস্থ ভবনের হল রুমে এক বিশেষ প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের শুরুতে কুরআন তিলাওয়াত করে সোনামণি হাসীবুল ইসলাম এবং জাগরণী পরিবেশন করে ছোট্ট সোনামণি মোযাফফর হোসাইন। অতঃপর উদ্বোধনী ভাষণ পেশ করেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান।

উক্ত প্রশিক্ষণে 'সোনামণি' প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে ডঃ মুহাম্মাদ **আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত বলেন, 'ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা সব শিশুরই অন্তরে'। শিশু-কিশোরদের সৎ ও যোগ্য করে গড়ে তোলার জন্য ৩টি বিষয় কার্যকরী- (১) পিতা-মাতার ভূমিকা (২) শিক্ষকদের ভূমিকা (৩) সুস্থ পরিবেশ। তিনি উদাহরণ পেশ করে বলেন, শিশুরা হ'ল নরম কাদা মাটি এবং পিতা-মাতা হ'ল কারিগর। ঠিক কুমারের ন্যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে পিতা-মাতা! যখন সন্তানের বয়স ৭ বছর হয়, তাদের ছালাতের নির্দেশ দাও এবং ১০ বছর হ'লে তাদেরকে ছালাতের জন্য প্রয়োজনে প্রহার কর'। আলোচ্য হাদীছের মাধ্যমে শিশুদের আক্বীদা গঠন করার কথা বলা হয়েছে। একটি নষ্ট বীজের মাধ্যমে যেমন উন্নত ফসল আশা করা যায় না। তেমনি একজন অনুন্নত শিশুর দ্বারা উন্নত জাতি আশা করা যায় না। কিন্তু দুর্ভাগ্য, আজকের রাষ্ট্রীয় নেতৃবৃন্দ সেদিকে বে-খেয়াল। তিনি সকল পর্যায়ের দায়িত্বশীলকে সঠিকভাবে নিজ দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, পিতারা হবেন ইব্রাহীমী চরিত্রের অধিকারী এবং সন্তানরা হবেন ইসমাঈলী চরিত্রের অধিকারী।

অন্যান্যদের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী, 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, রাজশাহী মহানগরী 'সোনামণি' উপদেষ্টা মাওলানা সাঈদুর রহমান, মারকায শাখা প্রধান উপদেষ্টা মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, হাফেয লুৎফর রহমান, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী-র শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক, 'সোনামণি' সহ-সপরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ, ইমামুদ্দীন ও আব্দুল হালীম প্রমুখ।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা-২০০২

প্রতিযোগিতার বিষয়

*** সোনামণিদের জন্যঃ**

১। বিশুদ্ধভাবে আরবী ইবারত ও অর্থ সহ ১০টি হাদীছ মুখস্থ করণঃ কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত।

২। আক্বীদাহ বিষয়ক ৫৪টি প্রশ্নোত্তরঃ ইসলামী ঐতিহ্য সংরক্ষণ সংস্থা (এহইয়াউত তুরাছ) ঢাকা, কর্তৃক প্রকাশিত।

৩। ৫টি সোনামণি জাগরণীঃ কেন্দ্র কর্তৃক নির্ধারিত।

৪। সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষাঃ সোনামণি গঠনতন্ত্র ও জ্ঞানকোষ- ১ এর আলোকে।

৫। বায়তুল মুক্বাদ্দাস (মসজিদ)-এর ছবি অংকন এবং পরিচিতি। মাসিক আত-তাহরীক, জুলাই ২০০২ সংখ্যা দ্রঃ।

*** সোনামণি যেলা, উপযেলা ও শাখা পরিচালক, সহ-পরিচালক ও উপদেষ্টাদের জন্যঃ**

৬। সোনামণি যেলা, উপযেলা ও শাখার পরিচালক, সহ-পরিচালক ও উপদেষ্টাদের জন্য বর্তমান বিশ্বের প্রেক্ষাপটে সোনামণি সংগঠনেব প্রয়োজনীয়তা বিষয়ের উপর ৫মিনিট বক্তৃতা।

*** প্রতিযোগিতার তারিখ, স্থান ও সময়ঃ**

১। স্ব স্ব শাখায় ২৭ সেপ্টেম্বর ২০০২, সকাল ৭-টা হ'তে।

২। স্ব স্ব উপযেলা মারকাযে ৪ অক্টোবর ২০০২, সকাল ৮-টা

হ'তে।

৩। সোনামণি কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ১৮ অক্টোবর ২০০২, সকাল ৮-টা হ'তে।

❐ **প্রতিযোগিতার নীতিমালাঃ**

১। প্রতিযোগীদের অবশ্যই সোনামণি গঠনতন্ত্র সংগ্রহ ও ভর্তি ফরম পূরণ করতে হবে এবং স্ব স্ব যেলা পরিচালক, সোনামণি-এর সুপারিশ পত্র সঙ্গে আনতে হবে।

২। কোন প্রতিযোগী ৩টির অধিক বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

৩। সোনামণি বালক ও বালিকাদের পৃথকভাবে প্রতিযোগিতা হবে এবং পুরস্কারও পৃথকভাবে দেয়া হবে।

৪। শাখা, উপযেলা, মহানগরী ও যেলা পর্যায়ের সকল স্তরের প্রতিযোগিতা স্ব স্ব পরিচালনা পরিষদ নিজ উদ্যোগে গ্রহণ করে পুরস্কার প্রদান করবে এবং বাছাইকৃতদের পরবর্তী পর্যায়ের অংশগ্রহণের সুযোগ দিবে।

৫। প্রতিটি বিষয়ের জন্য ৩ জন বিচারক থাকবেন এবং বিষয়ানুসারে বিচারক মণ্ডলী পরিবর্তন হবেন।

৬। প্রতিযোগিতার বিষয়াবলীর ক্রমিক নং ১, ২, ৩ ও ৬ মৌখিকভাবে এবং ৪ ও ৫ নং লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত হবে।

৭। বিচারক মণ্ডলী মৌখিকভাবে অনুষ্ঠিত বিষয়ের জন্য সর্বোচ্চ ২০ নম্বর প্রদান করবেন এবং তন্মধ্যে সোনামণিদের আচরণ, পোশাক-পরিচ্ছেদ ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার (চুল, নখ ও শরীরের বাহ্যিক দিক সহ) জন্য ২ নম্বর প্রদান করবেন।

৮। বিচারক মণ্ডলী লিখিতভাবে অনুষ্ঠিত বিষয়ে ১০০ নম্বরের মধ্যে খাতা সমূহ নিরীক্ষা করবেন।

৯। প্রতিযোগিতার বিষয়ের ক্রমিক নং ৫-এর ছবি অংকনের জন্য আর্টপেপার সহ অন্যান্য সরঞ্জামাদি প্রতিযোগীকে সঙ্গে আনতে হবে।

১০। স্ব স্ব শাখা/উপযেলা/মহানগরী/যেলার সোনামণি পরিচালক আন্দোলন ও যুবসংঘের সভাপতি/উপদেষ্টা দ্বয়ের সাথে বিশেষ পরামর্শক্রমে প্রতিযোগিতার সার্বিক ব্যবস্থাগ্রহণ করবেন।

১১। বিষয় ভিত্তিক প্রতিযোগীদের পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুত করতে হবে। প্রতিযোগিতার ফলাফল তালিকাসহ শাখা/উপযেলা যেলায় এবং যেলা কেন্দ্রে প্রেরণ করবে।

১২। প্রতিযোগিতার ফলাফল তাৎক্ষণিকভাবে জানিয়ে দেওয়া হবে এবং আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে।

১৩। প্রতিযোগিতার সকল ক্ষেত্রে সোনামণি কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০২ এর জন্য গঠিত পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

❐ *মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান*
কেন্দ্রীয় পরিচালক
সোনামণি, বাংলাদেশ।

সোনামণি কেন্দ্রীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২২০০২-এর নির্ধারিত হাদীছ সমূহ

১।	গুণাবলী-	১,	তাহরীক	জুলাই/০১	-২৭	পৃষ্ঠার (গ)
২।	"	- ২,	"	"		" (খ)
৩।	"	- ৩,	"	আগষ্ট/০১	-২৪	" (ক)
৪।	"	- ৪,	"	"	-২৫	" (খ)
৫।	"	- ৫,	"	"	-২৬	" (ক)
৬।	"	- ৬,	"	"	-২৭	" (খ)
৭।	"	- ৭,	"	অক্টোবর/০১	-৩০	" (গ)
৮।	"	- ৮,	"	নভেম্বর/০১	-২৫	" (খ)
৯।	"	- ৯,	"	"	-২৬	" (ঘ)
১০।	"	- ১০,	"	"	-২৭	" (খ)

কেন্দ্রীয় পরিচালকের দু'দিন ব্যাপী বাগরামা সফরঃ গত ২৭ ও ২৮ শে জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবার রাজশাহী যেলার বাগমারা উপযেলায় কেন্দ্রীয় পরিচালকের দু'দিন ব্যাপী সফরের প্রথম দিন হাটগাংগো পাড়া কেন্দ্রীয় মসজিদে 'সোনামণি' সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি সোনামণি কেন্দ্রীয় পরিচালক আযীযুর রহমান উপস্থিত সোনামণি ও তাদের অভিভাবকদের সামনে **'দৈনন্দিন জীবনে ইসলাম'** বিষয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করেন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' রাজশাহী যেলা সহ-পরিচালক মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত। তিনি 'রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শে জীবন গঠন ও সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা' বিষয়ে আলোচনা পেশ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে বাগমারা উপযেলার পরিচালক সুলতান মাহমূদ, নিযামুদ্দীন, সিরাজুল ইসলাম প্রমুখ আলোচনা করেন।

পরদিন অত্র উপযেলার মারন্দী আহলেহাদীছ জামে মসজিদে তারা সোনামণি বৈঠক করেন। বৈঠক শেষে কেন্দ্রীয় পরিচালক জুম'আর খুৎবা প্রদান করেন। খুৎবায় তিনি 'পরিবার ও পারিবারিক জীবনে ইসলাম'-এর উপর বক্তব্য পেশ করেন।

সোনামণি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা ২০০২

মোহনপুর, রাজশাহীঃ গত ৭ জুন মৌগাছি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে সোনামণি মোহনপুর উপযেলার উদ্যোগে প্রায় ১০০ জন সোনামণি ও ৭০ জন সুধী, উপদেষ্টা ও দায়িত্বশীলদের উপস্থিতিতে ৬টি বিষয়ের উপরে সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত এক আকর্ষণীয় (লিখিত ও মৌখিক) সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় এবং ৩টা থেকে সাড়ে ৪টা পর্যন্ত পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় পরিচালক মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান। তাঁর সফর সঙ্গী হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক ১-২, রাজশাহী যেলা ও মহানগরীর দায়িত্বশীল বৃন্দ। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন উপযেলা উপদেষ্টা ও মৌগাছি পুরাতন মসজিদের ইমাম ডাঃ সাইফুল ইসলাম। অনুষ্ঠান পরিচালনা করে সোনামণি আবদুল আযীয সরকার।

পুরস্কার প্রাপ্ত সোনামণিদের তালিকা

১. কুরআন তেলাওয়াতঃ

বালক গ্রুপ

(১) হাবীবুর রহমান (১ম)
(২) নাঈমুর রহমান (২য়)
(৩) বুলবুল হোসাইন (৩য়)

বালিকা গ্রুপ

(১) শারমীন আকতার (১ম)
(২) ইসরত জাহান (২য়)
(৩) শাকীলা খাতুন (৩য়)

২. সোনামণি জাগরণীঃ

বালক গ্রুপ

(১) মুরাদ হোসাইন (১ম)
(২) বুলবুল হোসাইন (২য়)
(৩) আবদুর রউফ (৩য়)

বালিকা গ্রুপ

(১) রায়হানা আকতার (১ম)
(২) ময়না খাতুন (২য়)
(৩) তাসলীমা ইয়াসমীন (৩য়)

৩. ছালাতের বাস্তব পরীক্ষাঃ

বালক গ্রুপ

(১) বুলবুল হোসাইন (১ম)
(২) মাসঊদ রানা (২য়)
(৩) শাহাবুদ্দীন (৩য়)

বালিকা গ্রুপ

(১) শাকীলা খাতুন (১ম)
(২) ইসরত জাহান (১ম)
(৩) ফরীদা পারভীন (২য়)
(৪) শারমীন আকতার (৩য়)

৪. সোনামণি সংগঠন, সাধারণ জ্ঞান ও মেধা পরীক্ষাঃ

বালক গ্রুপ

(১) সুজাউদ্দৌলা (১ম)
(২) সুমন (২য়)
(৩) হাবীবুর রহমান (৩য়)

বালিকা গ্রুপ

(১) ফারজানা ইয়াসমিন (১ম)
(২) শিলা পারভীন (২য়)
(৩) খালেদা আকতার (৩য়)

৫. প্রাণীবিহীন চিত্রাংকনঃ

বালক গ্রুপ

(১) আব্দুল আউয়াল (১ম)
(২) সুমন (২য়)
(৩) হাবীবুর রহমান (৩য়)

বালিকা গ্রুপ

(১) ফারজানা ইয়াসমিন (১ম)
(২) ফরীদা পারভীন (২য়)
(৩) শিলা পারভীন (৩য়)

৬. বক্তৃতাঃ সোনামণি সংগঠনের প্রয়োজনীয়তা

(১) আব্দুল মান্নান (১ম)
(২) আব্দুল আউয়াল (২য়)
(৩) মুহাম্মাদ রুস্তুম আলী (৩য়)

নবীর পথের ডাক এসেছে

-মুহাম্মাদ আব্দুল মুক্বীত
সহ-পরিচালক সোনামণি
রাজশাহী যেলা।

নবীর পথের ডাক এসেছে
আয়রে সোনামণি আয়-
জীবনটাকে গড়ব মোরা
আয়রে জলদি আয়॥ ঐ
পঁচা আর ঘুণে ধরা, কুসংস্কার
দ্বীনের আলোয় ঘুচিয়ে দেব সকল অন্ধকার॥
সকল বাধা পায়ে দলে
আয়রে তোরা আয়-
জীবনটাকে গড়ব মোরা
আয়রে জলদি আয়॥ ঐ
শিরক আর বিদ'আত প্রথা, আছে যেথায়
তাওহীদ আর সুন্নাত দিয়ে ভরে দেব সেথায়॥
থাকিসনে আর ঘরের কোণে
আয়রে ছুটে আয়-
জীবনটাকে গড়ব মোরা
আয়রে জলদি আয়॥ ঐ

লক্ষ্য করুণ!

'মজবুত ইমারত নির্মাণের জন্য চাই উন্নতমানের ইট'

❑ সম্পূর্ণ কয়লায় পুড়ানো ও পাক মিলে মোল্ডিং এ উন্নতমানের ইট প্রস্তুত কারক ও সরবরাহকারী।

যোগাযোগের ঠিকানা

এম, এইচ, বি ব্রিক্স
চেম্বার ও বিক্রয় কেন্দ্রঃ
শালবাগান, সপুরা, রাজশাহী
ফোনঃ ৭৬০৩৮৮; মোবাইলঃ ০১৭-১৩৮৬০৮

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

ফিনল্যাণ্ডে বাংলাদেশী বিজ্ঞানীর নতুন খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার

বাংলাদেশী গবেষক ডঃ আবদুল মান্নান ফিনল্যাণ্ডের আউলু বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি গবেষণা পরিচালনাকালে সিলেটের গ্যাস ফিল্ড থেকে নেওয়া নমুনা থেকে একটি নতুন খনিজ দ্রব্য আবিষ্কার করেছেন। নব আবিষ্কৃত খনিজ দ্রব্যটি হচ্ছে একটি কাদা জাতীয় খনিজ সামগ্রী। এর নাম 'কাওলিনাইট-স্মেকটাইট মিক্সড লেয়ার ক্লে'।

ফিনল্যাণ্ডের আউলু বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগে এই গবেষণা পরিচালনা করা হয়। গবেষণার শিরোনাম 'স্ট্রোটিগ্রাফিক ইভোলিউশন এণ্ড জিওকেমিষ্ট্রি অব নিউজিন সুরমা গ্রুপ সেডিমেন্টস অব সুরমা বেসিন, সিলহেট, বাংলাদেশ'। তিনি একটি কম্পিউটার প্রোগ্রাম ব্যবহারের মাধ্যমে তার আবিষ্কৃত খনিজ দ্রব্যের গুণাগুণ পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেন। তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব ও খনিজ সামগ্রী বিভাগের একজন সাবেক শিক্ষক। বর্তমানে তিনি 'বাংলাদেশে আর্সেনিক দূষণ' বিষয়ে ডক্টরেট পরবর্তী গবেষণা কার্যে নিয়োজিত রয়েছেন।

প্রেসিডেন্ট বি. চৌধুরীর পদত্যাগ

স্বাধীন বাংলাদেশের চতুর্দশ প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী গত ২১ জুন শেষ বিকেলে পদত্যাগ করেছেন। বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের একুশ তম শাহাদত বার্ষিকী উপলক্ষে গত ২৯ মে প্রদত্ত প্রেসিডেন্টের বাণীতে শহীদ জিয়াকে 'স্বাধীনতার ঘোষক' ও 'শহীদ প্রেসিডেন্ট' না বলে মাত্র ৪টি বাক্যের অতি সংক্ষিপ্ত বাণী প্রদান এবং ৩০ মে শহীদ জিয়ার মাযারে শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করতে না যাওয়াকে কেন্দ্র করে জাতীয়তাবাদী মহলে সৃষ্ট তীব্র ক্ষোভ ও অসন্তোষের জের ধরে প্রেসিডেন্ট বি. চৌধুরীকে বিদায় নিতে হ'ল। গত ১৯ ও ২০ জুন অনুষ্ঠিত ক্ষমতাসীন বিএনপি'র সংসদীয় দলের সভায় তীব্র সমালোচনা ও অনাস্থা প্রস্তাবের মুখোমুখি হয়ে ২৪ ঘন্টার মধ্যেই তিনি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। প্রসঙ্গ, রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতির পদত্যাগের ঘটনা বাংলাদেশের ইতিহাসে এটাই প্রথম।

গত ২১ জুন বিকেলে সংবিধানের ৫০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী স্পীকারের বরাবরে পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে সপরিবারে বঙ্গভবন ত্যাগ করেন অধ্যাপক চৌধুরী। ৭ মাস ৭ দিনের প্রেসিডেন্ট জীবনের অম্লমধুর স্মৃতি পেছনে ঠেলে বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী বি. চৌধুরী বিকেল ৬-টা ২০ মিনিটে বঙ্গভবন ত্যাগ করে বারিধারার নিজ বাসভবনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ৬-টা ৮ মিনিটে বি. চৌধুরী পদত্যাগপত্রে স্বাক্ষর করে তার একান্ত সচিব ডঃ আবদুল মুমেন-এর মাধ্যমে পদত্যাগপত্রটি সংসদ ভবনে স্পীকারের কাছে পাঠান। সন্ধ্যা ৭-টায় স্পীকার জমির উদ্দীন সরকারের হাতে পদত্যাগপত্র হস্তান্তরের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট বি, চৌধুরীর অধ্যায়ের যখন সমাপ্তি ঘটেছে তার ১৫ মিনিট পূর্বেই ৬-টা ৪৫ মিনিটে তিনি বারিধারার নিজ বাসভবনে পৌঁছে যান। চার লাইনের পদত্যাগপত্রে বিদায়ী প্রেসিডেন্ট বলেছেন, '২০ জুন, ২০০২ তারিখে অনুষ্ঠিত বিএনপির সংসদীয় দলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে আমি এ,কিউ,এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের ৫০(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী আজ ২১ জুন, ২০০২ শুক্রবার অপরাহ্নে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির পদ থেকে পদত্যাগ করলাম'।

উল্লেখ্য, বি, চৌধুরীর পদত্যাগপত্র গ্রহণের মধ্য দিয়ে স্পীকার ব্যারিস্টার জমির উদ্দীন সরকার ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসাবে সাংবিধানিক দায়িত্বপ্রাপ্ত হয়েছেন। আগামী ৯০ দিনের মধ্যে সংসদ সদস্যদের ভোটে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত স্পীকারই প্রেসিডেন্টের পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।

চাঞ্চল্যকর রুবেল হত্যা মামলার রায় ঘোষণা

ইন্ডিপেন্ডেন্ট ইউনিভার্সিটির মেধাবী ছাত্র মুহাম্মাদ শামীম রেযা রুবেল হত্যা মামলায় গোয়েন্দা পুলিশের ১৩ জন কর্মকর্তা-কর্মচারীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে এবং একমাত্র মহিলা আসামী রোকসানা বেগম ওরফে মুকুলী বেগমকে ১ বছর সশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে। প্রায় ৪ বছর পর গত ১৭ জুন বেলা ২-টায় ঢাকার তৃতীয় অতিরিক্ত মহানগর দায়রা জজ মোল্লা মোস্তফা কামাল জনাকীর্ণ আদালতে এই চাঞ্চল্যকর মামলার রায় ঘোষণা করেন। বিচারক আসামীদের উপস্থিতিতে ১৮৬ পৃষ্ঠাব্যাপী রায় প্রায় ১ ঘন্টা যাবত পাঠ করেন। রায় ঘোষণার পর কাঠগড়ায় আসামীদের মাঝে তেমন কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। তারা বেশ স্বাভাবিক ছিল। তবে মুকুলী বেগম এবং আসামীদের আত্মীয়-স্বজন কান্নায় ভেঙ্গে পরেন।

এই মামলায় যাদেরকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে তারা হ'লেন- গোয়েন্দা পুলিশের এসি আকরাম হোসাইন, ইন্সপেক্টর আমীনুল ইসলাম, সাব-ইন্সপেক্টর হায়াতুল ইসলাম ঠাকুর, সাব-ইন্সপেক্টর আব্দুল করীম, সাব-ইন্সপেক্টর আমীর আহমাদ তারেক, হাবিলদার নূরুয্যামান, কনস্টেবল রাতুল ইসলাম, মীর ফারূক, কামরুল ইসলাম, মংসেওয়েন, আবুল কালাম আযাদ, মুহাম্মাদ যাকির হোসায়েন ও সাব-ইন্সপেক্টর নূরুল ইসলাম। এদের মধ্যে শেষোক্ত ৩ জন পলাতক রয়েছে। আসামীরা সকলেই বরখাস্তকৃত।

উল্লেখ্য, ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই বিকেল সোয়া ৬-টায় ডিবি পুলিশের একটি দল সাদা পোশাকে গিয়ে শামীম রেযা রুবেলকে তাদের ঢাকার সিদ্ধেশ্বরীর ৬৩/১ নম্বর বাড়ির কাছ থেকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতার করে। সন্ধ্যার পর সাড়ে ৭-টায় পুলিশ তাকে অস্ত্র উদ্ধারের নামে বাসার কাছে নিয়ে যায়। এ সময় পুলিশ নিহতের বাবার অনুরোধ উপেক্ষা করে তার সামনেই রুবেলকে লাইট পোষ্টের সঙ্গে সজোরে ধাক্কা দেয়। বাবার সামনে রুবেল মাটিতে লুটিয়ে পড়লে পুলিশ তাকে টানতে টানতে গাড়িতে তুলে ডিবি অফিসে নিয়ে যায়। ৩৬ মিন্টো রোডের ডিবি অফিসে তার উপর নির্যাতন চালানো হয়। ডিবির একটি দল রাত ৯-টা ৫০ মিনিটে আহত রুবেলকে নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজে পৌঁছায়। সেখানে চিকিৎসকরা তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

২৩ জাতের ধানের শস্য মিউজিয়াম স্থাপন

ময়মনসিংহ সদর উপযেলার সুতিয়াখালী গ্রামের কৃষক মুহাম্মাদ লোকমান আলী ২৩ জাতের ধান চাষ করে 'শস্য মিউজিয়াম'

স্থাপন করে এলাকায় সাড়া জাগিয়েছে। পার্শ্বের জমিতে বীজ উৎপাদন, সংরক্ষণ ও বিতরণ প্রকল্পের প্রদর্শনী প্লট এবং ধানক্ষেতের আইলে সবজি চাষ প্রদর্শনী কৃষকদের মাঝে ব্যাপক আগ্রহের সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছে।

'লোকমান আলী শস্য মিউজিয়াম'-এ চাষকৃত ধানের জাতগুলি হচ্ছে- বিনাধান-৫, বিনাধান-৬, ইরাটন-২৪, ফাইজার, স্বর্ণা কন্যাসুন্দরী, বলাকা, পুইট্রা পাইজাম, বিআর-২, ৩, ১৪, ২৫, ২৬, ব্রিধান-২৮, ২৯, ৩৪, ৩৬, কালিজিরা, টুপাশাইল, তুলশীবালা, বাদশাভোগ, হবিগঞ্জ-৩, জাগলী বোরো। এ জাতগুলির মধ্যে অনেকগুলি পুরানো ও বিলুপ্তপ্রায় জাতও রয়েছে। রাস্তার পার্শ্বে এক শতাংশ প্লট করে জমিতে অত্যন্ত সুন্দর ও পরিপাটি করে এ ধানের জাতগুলি আবাদন করা হয়েছে। প্রত্যেকটি জাতের সাথে কৃষকদের পরিচয় করার জন্য সুন্দর আকর্ষণীয় সাইনবোর্ড দেয়া হয়।

সাত শ্রেণীর পেশার মানুষ আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স পাবেন

গত প্রায় ১ বছর বন্ধ থাকার পর সরকার নতুন করে আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নিলেও মাত্র সাত শ্রেণী-পেশার মানুষকে এ লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। যারা আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নিতে পারবেন তারা হ'লেন মন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী বা এমন মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি, বিচারপতি, সাংসদ, সরকারের সচিব, সেনাবাহিনীর মেজর জেনারেল ও তদূর্ধ্ব পর্যায়ের কর্মকর্তা, চার সিটি কর্পোরেশনের ওয়ার্ড কমিশনার এবং ব্যক্তিগতভাবে ২ লাখ টাকা বার্ষিক আয় কর দিতে সক্ষম শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী।

প্রসঙ্গত, ঢাকায় পরপর দু'জন ওয়ার্ড কমিশনার নিহত হওয়ার পর বেশিরভাগ কমিশনার নিজেদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারের কাছে 'গানম্যান' চেয়ে আবেদন করেন। কিন্তু সরকার তাদের 'গানম্যান' দিচ্ছেন না। এখন একজন ব্যক্তি আর্মস এ্যাক্ট-১৮৭৮ অনুযায়ী ক্ষুদ্র ও মাঝারি প্রকৃতির (পিস্তল বা রিভলবার এবং রাইফেল) আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স নিতে পারবেন। সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দেশের অব্যাহত আইনশৃংখলার অবনতির পরিপ্রেক্ষিতে জনপ্রতিনিধি থেকে শুরু করে বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষ ও চাকরিজীবীরা পর্যন্ত স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে ব্যক্তিগত নিরাপত্তার জন্য 'গানম্যান' বা সাদা পোশাকের পুলিশ চেয়ে আবেদন জানাতে থাকেন। কিন্তু চাহিদার তুলনায় 'গানম্যান' কম থাকায় মন্ত্রণালয় আগ্নেয়াস্ত্রের লাইসেন্স প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, যাতে অস্ত্রের লাইসেন্স প্রাপ্তদের প্রয়োজনে খুঁজে পাওয়া যায়-এমন ব্যক্তিদের লাইসেন্স দেওয়া হবে। এ কারণে অস্ত্রের লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার কৌশল নেওয়া হয়েছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইমাম প্রশিক্ষণ ব্যর্থ হচ্ছেঃ লাখ লাখ টাকা আত্মসাৎ

'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী' গঠন করে প্রতিবছর লাখ লাখ টাকা ব্যয় করেও ইমামদের দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে কাজে লাগাতে ব্যর্থ হয়েছে। ইমাম ট্রেনিং-এর নামে গত সরকারের আমল থেকে এ প্রকল্পটিতে দুর্নীতির জন্ম হয়েছে এবং একে অর্থ আত্মসাতের ক্ষেত্রে পরিণত করা হয়েছে।

দেশের ২ লাখ মসজিদ এবং ৫ লাখ খত্বীব, ইমাম মুয়াযযিনকে কেন্দ্র করে ইসলামিক ফাউণ্ডেশন ইমামদের প্রশিক্ষণের জন্য 'ইমাম প্রশিক্ষণ একাডেমী' গঠন করেছে। বিগত আওয়ামী সরকারের আমলের ফাউণ্ডেশনের ডিজি আব্দুল আওয়ালের প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় সাবেক প্রকল্প পরিচালক ফরীদুদ্দীন মাসউদ লাখ লাখ টাকা অনিয়মতান্ত্রিকভাবে ব্যয় করে দুর্নীতির মাধ্যমে বিপুল অর্থ হাতিয়ে নিয়েছেন। অথচ দারিদ্র বিমোচন, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষা সম্প্রসারণ, স্বাস্থ্য উন্নয়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, বৃক্ষরোপণ, নৈতিকতা সংরক্ষণ, নারী ও শিশুর অধিকার রক্ষায় সচেতনকরণ, বাংলা তরজমাসহ কুরআন শিক্ষা, মৎস্য-হাঁস-মুরগী ও পশুপালনসহ হর্টিকালচার ইত্যাদি কার্যক্রমের অধিকাংশই ইমাম প্রশিক্ষণের বাইরে রাখা হয়েছে।

প্রতি ২০ মিনিটে একজন প্রসূতি ও ৩ মিনিটে এক নবজাতকের মৃত্যু হচ্ছে

প্রসবকালীন সমস্যায় প্রতি ২০ মিনিটে একজন মা (প্রসূতি) এবং প্রতি ৩ মিনিটে একটি নবজাতকের মৃত্যু হচ্ছে। গত ২৬ জুন ঢাকায় অনুষ্ঠিত নিরাপদ মাতৃত্ব ও যরূরী প্রসূতি সেবা কর্মশালায় উপরোক্ত তথ্য জানানো হয়।

গোলাপবাগ বিশ্বরোড, ঢাকায় অবস্থিত মনোয়ারা জেনারেল হাসপাতালে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত কর্মশালায় বাংলাদেশের বিশিষ্ট প্রসূতিবিদ্যা ও স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ প্রফেসর ডাঃ আনোয়ারা বেগম, ডাঃ সামিনা চৌধুরী, ডাঃ ফারহানা দেওয়ান, ডাঃ সালমা রউফ, ডাঃ রওশন আরা খানম বক্তব্য রাখেন। তারা বলেন, একজন মা গর্ভধারণ করলেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোথায় প্রসব করাবেন এবং সেখানে কিভাবে পৌঁছবেন। বাড়ীতে থাকলে কে প্রসব করাবেন এবং প্রসবের সময় প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি আগে থেকেই সংগ্রহ করে রাখতে হবে।

৬০০ সালের স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন সন্দীপ গ্রাম থেকে পুলিশ খৃষ্টীয় ৬০০ সালের ১২টি স্বর্ণমুদ্রা উদ্ধার করেছে। এলাকাবাসী সূত্র জানায়, ঐ গ্রামের বাসিন্দা শহর আলীর শিশু সন্তান খেলতে গিয়ে সামান্য মাটি খুঁড়ে একসঙ্গে ১২টি স্বর্ণমুদ্রা পায়। এক ব্যক্তি তা আত্মসাতের চেষ্টা চালায়। তবে পুলিশের উপস্থিতিতে তা নস্যাৎ হয়ে যায়। পুলিশ জানায়, স্বর্ণমুদ্রাগুলি ৬০০ খৃষ্টাব্দের।

বিশ্বের সর্বাধিক বয়স্ক মহিলা

বিশ্বের অন্যতম বয়োবৃদ্ধ মহিলা পাবনার বেগম পয়রুন্নেসা (১৫০) তাঁর চরগোবিন্দপুর গ্রামে চরম দারিদ্র, দৃষ্টিহীনতা ও প্রয়োজনীয় চিকিৎসার অভাবের মধ্যে দিন কাটাচ্ছেন। সুজানগরের কয়েকজন বয়স্ক ব্যক্তি জানান, দেড়শ' বছর বয়সের এই মহিলা এখন গভীর হতাশায় কালাতিপাত করছেন। তিনি তার ৬ সন্তানকে হারিয়েছেন। তার এসব সন্তান কেউ ৮০ বছর এবং কেউ ৭০ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন এবং তার সবচেয়ে ছোট নাতি ৬ বছর আগে ৮৬ বছর বয়সে মারা যান।

স্থানীয় গ্রামবাসী জানান, তাঁর দু'বার বিয়ে হয়। প্রথম বিয়ে চরদুলাই গ্রামের কেতু শেখের সাথে। কেতু শেখের মৃত্যুর পর একই গ্রামের আবদুল প্রামাণিকের সাথে তাঁর দ্বিতীয়বার বিয়ে

হয়।

সুজানগরের অধিবাসীরা বিশ্বের সর্বাধিক বয়স্ক মহিলা হিসাবে তাঁর নাম 'গিনিজ বুক অব দ্য ওয়াল্ড রেকর্ডে' অন্তর্ভুক্ত করার দাবী জানিয়েছেন।

ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনালের রিপোর্ট

২০০১ সালে দুর্নীতির কারণে ক্ষতি হয়েছে ১১ হাযার কোটি টাকা

অবাধ ও সর্বপ্লাবী দুর্নীতির রাহুগ্রাসের কারণে বাংলাদেশে গত এক বছরে (২০০১) সরকারের আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১১ হাযার ২৫৬ কোটি টাকা বা ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলারেরও বেশী। এ ক্ষতি ১৯৯৯-২০০০ অর্থবছরের জিডিপির ৪.৭ শতাংশের সমান। এ সময়কালে তিন ধাপে ক্ষমতাসীন ছিল তিনটি সরকার। এর মধ্যে বিগত আওয়ামীলীগ সরকারের আমলে শেষের ৬ মাসে (জানুয়ারী-জুন '০১) ৮৯২ কোটি টাকা, কেয়ারটেকার সরকার আমলে (জুলাই-সেপ্টেম্বর '০১) ৩ মাসে ৪৯৫ কোটি টাকা এবং বর্তমান বিএনপি নেতৃত্বাধীন জোট সরকারের (অক্টোবর-ডিসেম্বর '০১) প্রথম তিন মাসে ১ হাযার ৮৩৫ কোটি টাকার সরকারী ক্ষতি সাধিত হয়েছে দুর্নীতির কারণেই। অবশ্য বর্তমান সরকারের প্রথম তিন মাসের তুলনায় আগের সরকারের আমলে একই সময়কার (অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০০) দুর্নীতির ফলে আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ বেশী ছিল ২৪৩ কোটি টাকা।

আন্তর্জাতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত বেসরকারী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ' (টিআইবি) গত ৯ জুলাই সকালে চট্টগ্রাম প্রেসক্লাবে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনের মাধ্যমে দুর্নীতির তথ্যভাণ্ডার গবেষণা রিপোর্ট ২০০১ প্রকাশ করে। তাতে উপরোক্ত তথ্য প্রকাশ পায়। এই রিপোর্টে সরকারের সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত খাত, বিভাগ, অধিদপ্তর ও প্রতিষ্ঠানগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। গবেষণা রিপোর্টের ফলাফলে দেশে প্রথম শ্রেণীর সরকারী কর্মকর্তাগণ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা বিশেষ করে পুলিশ বিভাগ সবচেয়ে বেশী দুর্নীতিগ্রস্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। এরপর দুর্নীতিতে শীর্ষে রয়েছে শিক্ষা, স্থানীয় সরকার, স্বাস্থ্য ও বন বিভাগ।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের জানুয়ারী থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত ২৩টি জাতীয় ও আঞ্চলিক দৈনিক সংবাদপত্রে প্রকাশিত ২৫৭০ টি দুর্নীতি সংক্রান্ত রিপোর্ট বা ঘটনার নিরীক্ষা ও মূল্যায়ণ করে ৫৫ পৃষ্ঠাব্যাপী এই গবেষণা রিপোর্টটি প্রণয়ন করা হয়।

দেশের সর্ববৃহৎ আদমজী জুটমিল বন্ধ

৮৫৬ কোটি টাকার সম্পদের বিপরীতে ১২শ' ৭১ কোটি টাকার দায়-দেনা নিয়ে দীর্ঘ ৫১ বছর ২০১ দিন চালু থাকার পর এশিয়ার বৃহত্তম পাটকল আদমজী জুট মিলস্ লিমিটেড গত ৩০ জুন রাত ১২টা ১ মিনিটে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এ মিল বন্ধের ফলে যেসব কর্মকর্তা, শ্রমিক-কর্মচারী বেকার হবেন তাদের সকল পাওনা এককালীন পরিশোধ করা হবে।

আদমজী জুট মিল বন্ধের ফলে শ্রমিকরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। আদমজী জুট মিলের শ্রমিক নেতৃবৃন্দ এই মিল বন্ধের সঙ্গে তাদের হৃদয় ভেঙ্গে গেছে বলে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন। সিবিএ সভাপতি রুহুল আমীন সরদার বলেন, কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করব। সরকার ঘোষণা দিয়ে মিল বন্ধ করে দিয়েছে। এখানে আমাদের কিছু করার ছিল না। এখন শ্রমিকরা যাতে দ্রুত তাদের পাওনা পেতে পারে সরকারকে সেই ব্যবস্থা করতে হবে। পাওনা না নিয়ে কোন শ্রমিক মিল ত্যাগ করবে না। তবে দুঃখ রয়ে গেল, যারা চুরি ও লুটপাট করে এই মিলটি ডুবালো, তাদের বিচার হ'ল না। যারা শ্রম দিয়ে, ঘাম দিয়ে এতদিন এই মিল টিকিয়ে রেখেছিল সেই শ্রমিক এবং শ্রমিক নেতাদেরই চোরের অপবাদ দেওয়া হ'ল।

উল্লেখ্য, ১৯৫১ সালে প্রাথমিক অবস্থায় ৫ কোটি টাকার মূলধন নিয়ে নারায়ণগঞ্জ যেলার সিদ্ধিরগঞ্জে শীতলক্ষ্যা নদীর তীরে ৩০০ একর জায়গায় অবস্থিত মিলটি যাত্রা শুরু করেছিল। পরে বোনাস শেয়ার ইস্যুর মাধ্যমে তা ৭ কোটি টাকায় উন্নীত করা হয়। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কোম্পানীর অধীনে পরিচালিত মিলটি লাভজনক ছিল। স্বাধীনতাযুদ্ধের সময় উৎপাদন ও রপ্তানিকাজ ব্যাহত হওয়ায় মিলটিতে লোকসান শুরু হয়।

১৯৭২ সালের ৩০ জুন পর্যন্ত (জাতীয়করণের আগে) মিলের পুঞ্জীভূত লোকসান ছিল ২ কোটি ৬৯ লাখ টাকা। গত ৩০ বছর পেরিয়ে চলতি বছরের ২৮ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত হিসাবে এই লোকসানের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাযার ২৬৮ কোটি ৪২ লাখ টাকা। আর বিভিন্ন খাতে দেনার পরিমাণ ৭৩৯ কোটি ৪৩ লাখ টাকা। প্রসঙ্গত, ১৯৭৪ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশবলে মিলটি জাতীয়করণ করে বাংলাদেশ পাঠকল কর্পোরেশনের অধীনে দেওয়ার পর থেকেই মূলতঃ লোকসান আর দায়-দেনার পরিমাণ বাড়তে থাকে।

সুখবর! সুখবর!!

সঊদী আরবে অবস্থানরত জনাব মুহাম্মাদ ইকবাল কায়লানী ছাহেবের উর্দু ভাষায় রচিত 'তাফহীমুস্ সুন্নাহ' সিরিজের ৪র্থ নম্বর- 'কিতাবুছ ছালাত' অর্থাৎ ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ছালাতের নিয়মনীতি সম্পর্কীয় একটি প্রামাণ্য গ্রন্থ বহু প্রতীক্ষার পর বের হয়েছে-

নামাযের মাসায়েল

অনুবাদঃ মুহাম্মাদ হারুন আযিযী নদভী,
মানামা, বাহরাইন
আপনার কপির জন্য যোগাযোগ করুনঃ

MAKTABA BAITUSSALAM
P.O. Box 16737
Riyadh 11474
Kingdom of Saudi Arabia
Tel: 4460129
Fax: 4462919
Mobile: 055440147
Pager: 115467369.

বিদেশ

২১ বছরের নীচে ধূমপান করা যাবে না

শিশু-কিশোরদের মধ্যে ধূমপান বন্ধ করার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ার একজন আইন প্রণেতা ধূমপানের আইনসম্মত বয়স সর্বনিম্ন ১৮ বছর থেকে বৃদ্ধি করে ২১ বছর করার জন্য একটি বিল এনেছেন। আইন প্রণেতা পল করেজ পার্লামেন্টে এই বিল আনেন। যুক্তরাষ্ট্রের ৫০টি রাজ্যে ধূমপান করার সর্বনিম্ন বয়স ১৮ বছর ধার্য করা হয়। অবশ্য আলাবামা, আলাস্কা ও উটা রাজ্যে ধূমপানের সর্বনিম্ন বয়স ১৯ বছর।

করেজ বলেন, তার বিলের লক্ষ্য শিশু ও কিশোরদের মধ্যে ধূমপানের প্রবণতা হ্রাস করা। আমেরিকান লাং এসোসিয়েশনের ধারণা যুক্তরাষ্ট্রে ধূমপায়ীদের প্রায় ৯০ ভাগ ২১ বছরের আগেই ধূমপান শুরু করে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় ৪ লাখ লোক প্রতি বছর ধূমপানজনিত রোগে মারা যায়।

পশ্চিমবঙ্গে সবুজ ও হলুদ বৃষ্টি!

পশ্চিমবঙ্গের এক প্রত্যন্ত গ্রামে সবুজ ও হলুদ বৃষ্টির চমকপ্রদ ঘটনা ঘটেছে। তবে নমুনা পরীক্ষা করে বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, এটি বৃষ্টি নয়, মৌমাছির বিষ্ঠা।

কলকাতা থেকে ৫০ কিলোমিটার পূর্বে চব্বিশ পরগনা যেলার সংগ্রামপুর গ্রামে সবুজ ও হলুদ বর্ণের বৃষ্টিপাত হয়। দেবতার অভিশাপ মনে করে আতঙ্কিত গ্রামবাসী ছুটেন মন্দিরে।

পরিবেশমন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায় জানান, বশিরহাটের সংগ্রামপুরে বিশেষজ্ঞরা গেলে তাদের গাড়ির কাচেও কয়েক ফোঁটা সবুজ বৃষ্টি পড়ে। পরে সেন্টার অব স্টাডি ফর ম্যান এনভায়রনমেন্টের পরীক্ষায় ঐ বৃষ্টি ফোঁটায় পার্থেনিয়াম, নারকেল, আম ও সাধারণ ঘাসফুলের রেণু পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের যুক্তি, একমাত্র মৌমাছিই এত বেশি রেণু খায়। তাই ধরা হচ্ছে, উড়ন্ত মৌমাছির মলই এই সবুজ ও হলুদ বৃষ্টি।

নিউইয়র্কে প্রাইমারী স্কুলের ভর্তি ফরমে বাংলা সংযোজন

নিউইয়র্ক সিটির প্রাইমারী স্কুল সমূহের ভর্তি ভরমে ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলাও রয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বরে শুরু শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হ'তে ইচ্ছুকদের এই ফরম প্রদান করা হচ্ছে। নিউইয়র্ক সিটির পাবলিক স্কুল সমূহে স্প্যানিশ, চায়নীজ, আরবী ভাষার পাশাপাশি বাংলা ভাষার ব্যাপক সংযোজন এবারই প্রথম ঘটল। উল্লেখ্য যে, সিটিতে বাংলা ভাষাভাষীদের অবস্থান হচ্ছে ৯ম স্থানে।

চলতি শিক্ষাবর্ষের শেষ ক্লাশ হবে জুনের ২৬ তারিখে। এরপর শুরু হবে গ্রীষ্মের দীর্ঘ ছুটি। এজন্য নতুন শিক্ষাবর্ষের জন্য নতুন ছাত্রদের ভর্তি শুরু হয়েছে। ২০ জুন ব্রুকলীনে বাংলাদেশী অধ্যুষিত প্রাইমারী স্কুলসমূহে অভিভাবকরা ভর্তি ফরম পূরণের সময় ইংরেজীর পাশাপাশি বাংলা দেখে আনন্দে অভিভূত হয়ে পড়েন। এ ব্যাপারে স্কুল ডিস্ট্রিক্ট ১৫-এর একজন প্রিন্সিপ্যাল আমেরিকা নিউজ এজেন্সিকে বলেন, অভিভাবকদের সুবিধার্থে আমাদের এই প্রয়াস। তিনি বলেন, বছরখানেক আগে থেকে আমরা স্কুলের নোটিশেও বাংলার সংযোজন ঘটিয়েছি। এছাড়া মুসলমানদের ধর্মীয় উৎসবগুলির জন্য ছুটির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। শুধু তাই নয়, পবিত্র রামাযান মাসে স্কুলের ক্যাফেটেরিয়ায় ছালাতের অনুমতিও দেয়া হয়েছে।

২০১০ সালের পর বিশ্বে তেল সম্পদের ঘাটতি দেখা দেবে

বিশ্ব সভ্যতা তেলনির্ভর। তেলকে হটিয়ে জ্বালানির জায়গা আজো অন্য কোন বস্তু দখল করে নিতে পারেনি। তেলের চাহিদা দিন দিন কেবল বাড়ছে। কিন্তু পৃথিবীতে কোন কিছুর ভাণ্ডারই অফুরন্ত নয়। তাই একদিন তেলের ভাণ্ডারও ফুরাতে বাধ্য। বিজ্ঞানীরা বলছেন, ২০১০ সাল নাগাদ বিশ্বে তেলের সরবরাহ সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছবে। এরপর শুরু হবে নিম্নগতি। অবশ্য ২০০০ সালে যুক্তরাষ্ট্রে যে জরিপ চালায় তাতে এই সীমা ২০৩৬ সাল বলে উল্লেখ করা হয়। ভূ-তত্ত্ববিদ কলিন ক্যাম্পবেল বলেন, এটা কোন আকস্মিক বিপর্যয় হবে না, কিন্তু তেল হয়ে পড়বে দুর্লভ ও মহার্ঘ। এই পরিস্থিতি এড়ানোর কোন পথ থাকবে না। ফলে তেলের সবচে বেশী ব্যবহারকারী মার্কিনীদের জীবন যাত্রা পাল্টে যেতে পারে তেলের অভাবে। তার মতে, ২০১০ সালে দৈনিক তেল উৎপাদন হবে ৮ কোটি ৭০ লাখ ব্যারেল। গত এপ্রিলে উৎপাদন ছিল ৭ কোটি ৪৫ লাখ ব্যারেল। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট বুশের নির্বাচনী প্রচারণায় জ্বালানি নীতি বিষয়ে যিনি উপদেষ্টা ছিলেন সেই ম্যাথু সিমনস-এর মতে, যুক্তরাষ্ট্র জ্বালানি সংকটে পড়বে অনেক আগেই। এর কারণ প্রতি বছর ১০ শতাংশ হারে মার্কিন গ্যাস মজুত হ্রাস পাচ্ছে। তিনি বলেন, যদি ১০ শতাংশ হারেও কমে তবুও এটা হবে বিপর্যয়। এটা ২০ শতাংশও হ'তে পারে। তিনি বলেন, তেল ফুরিয়ে গেলে যুক্তরাষ্ট্রকে কয়লা এমনকি পারমাণবিক শক্তির উপর নির্ভরশীল হ'তে হবে।

রাশিয়ায় ১০ লাখেরও বেশী শিশু রাস্তায় দিনযাপন করে

রাশিয়ায় প্রতিবছর ১ লাখ ৩০ হাযার শিশু গৃহহারা হয়ে রাস্তায় ঠাঁই নেয়। সরকারী হিসাব অনুযায়ী রাশিয়ায় ১০ লাখেরও বেশী শিশু রাস্তায় দিনযাপন করে। এরা পিতা-মাতা কর্তৃক পরিত্যক্ত। জরিপে দেখা যায়, শুধুমাত্র মস্কো শহরেই ৪০ হাযার শিশু রাস্তায় দিনযাপন করে। বেঁচে থাকার জন্য তারা প্রায়ই অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড ও পতিতাবৃত্তির সাথে জড়িয়ে পড়ে।

উইঘুর ভাষায় শিক্ষাদান নিষিদ্ধ করেছে চীন

চীনের মুসলিম অধ্যুষিত সিনঝিয়াং প্রদেশে স্থানীয় উইঘুর ভাষা শিক্ষা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচী থেকে এই ভাষা সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলি সরকার তুলে দিয়েছে। আগামী সেপ্টেম্বর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হবে। তখন থেকে শিক্ষার একমাত্র মাধ্যম হবে চীনা ভাষা। সরকারের মতে, শিক্ষার মান উন্নয়নের লক্ষ্যে এই পদক্ষেপ। কিন্তু স্থানীয় উইঘুর ভাষা আন্দোলনকারীদের অভিযোগ, সেখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের আন্দোলন দমন এর আসল উদ্দেশ্য।

২০ বছরে বিশ্বে এইডস আক্রান্ত হয়েছে আড়াই কোটি মানুষ

বিশ্বে প্রথম 'এইডস' আতঙ্ক শুরু হয় কুড়ি বছর আগে। এই কুড়ি বছর সময়ে মরণব্যাধি 'এইডসে' মারা যায় দুই কোটি ৪০ লাখ মানুষ। 'এইডসে'র ভয়াবহতা সম্পর্কে অজ্ঞতা, এই অনারোগ্য ব্যাধির শোচনীয় পরিণতি এবং যে ভাইরাসের কারণে এইডস হয় সে সম্পর্কে উন্নয়নশীল বিশ্বের দেশগুলির জনগণের মধ্যে ধারণা খুবই সীমিত। জাতিসংঘ এ তথ্য প্রকাশ করেছে।

সম্প্রতি জাতিসংঘের উদ্যোগে এইডস রোগের ব্যাপারে কয়েকটি উন্নয়নশীল দেশে জরিপ চালানো হয়। জাতিসংঘের জনসংখ্যা বিভাগ থেকে প্রকাশিত জরিপ রিপোর্টে এইডস আক্রান্ত পাঁচটি

প্রধান দেশের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। এই দেশগুলির মধ্যে নাইজেরিয়ায় এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২৬ লাখ, কেনিয়ায় ২০ লাখ, জিম্বাবুয়েতে ১৪ লাখ, তাঞ্জানিয়ায় ১২ লাখ এবং মোজাম্বিকে ১১ লাখ। এই পাঁচটি দেশের বাইরেও আরো ভয়াবহরূপে এইডস আক্রান্ত দেশ রয়েছে। কিন্তু এই দেশগুলিতে জাতিসংঘের জরিপ পরিচালিত হয়নি বলে জরিপ রিপোর্টে নাম আসেনি। এর মধ্যে দক্ষিণ আফ্রিকায় এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ৪১ লাখ, ভারতে ৩৫ লাখ, ইথিওপিয়ায় ২৯ লাখ এবং কঙ্গো প্রজাতন্ত্রে ১১ লাখ।

পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান

গতি ঘন্টায় সাড়ে ১১ হাযার কিলোমিটার (৭ হাযার ২০০ মাইল)। বিগত মে মাসের মাঝামাঝি সময় পাইলটবিহীন এফ-৪৩ এ বিমানটি পরীক্ষামূলকভাবে উড্ডয়ন করা হয়। নাসা জানিয়েছে, শব্দের চেয়ে এর গতি দশগুণ বেশী। প্রাথমিক পরীক্ষার ৬ মাস পর দ্বিতীয় পরীক্ষা চালানো হবে। পরীক্ষা সফল হ'লে ১২ ফুট দীর্ঘ বিমানটি হবে পৃথিবীর সবচেয়ে দ্রুতগতিসম্পন্ন বিমান। ১৯৬৭ সালের অক্টোবর মাসে এক্স-১৫ নামের বিমান এখন সবচেয়ে দ্রুতগামী। এফ-১৫ ছিল রকেটচালিত। কিন্তু এফ-৪৩ -এর জ্বালানি হিসাবে ব্যবহৃত হবে হাইড্রোজেন। এটি অক্সিজেন নেবে বাতাস থেকে।

যাবজ্জীবন সাজাপ্রাপ্ত বৃটিশ চিকিৎসক শিপম্যান প্রায় ৩শ' রোগী মেরেছেন

১৫ জন রোগীকে হত্যার দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত সাবেক পারিবারিক চিকিৎসক হ্যারল্ড শিপম্যান কার্যত ৩শ' রোগীকে মেরে ফেলেছেন। সরকারী এক তদন্তে এ তথ্য পাওয়া যায়। ম্যানবেষ্টারের এই সাবেক চিকিৎসককে ২০০০ সালের জানুয়ারীতে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। কিন্তু এখন সরকারী তদন্ত কমিটির হিসাবে দেখা যাচ্ছে ডাঃ হ্যারল্ড শিপম্যান (৫৫) ৩০ বছরের চিকিৎসা জীবনে প্রায় ৩শ' রোগীকে হত্যা করেছেন।

ঘাতক চিকিৎসকের শিকার বেশীরভাগ রোগীই ছিলেন মহিলা। অতিমাত্রায় মরফিন প্রয়োগের ফলে নিজ ঘরেই এসব রোগী ধীরে ধীরে মারা যায়।

জীবনযাত্রার ব্যয় সর্বশীর্ষে হংকং সর্বনিম্নে জোহানেসবার্গ

টোকিও নয়, হংকংই এখন বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল শহর এবং এশিয়ার সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল অঞ্চল। সবচেয়ে কম ব্যয়ের শহর হচ্ছে জোহানেসবার্গ। এক আন্তর্জাতিক জরিপে এ তথ্য জানা যায়। জিনিসপত্রের উচ্চমূল্য ও যাতায়াত ভাড়া, সর্বোপরি জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধির কারণে হংকং বিশ্বের সর্বাপেক্ষা ব্যয়বহুল শহরে পরিণত হয়েছে। মস্কো এখন দ্বিতীয় সর্বোচ্চ ব্যয়বহুল শহর। এর পরেই ঠোকিওর অবস্থান।

বহুজাতিক কোম্পানী 'মার্সার হিউম্যান রিসোর্স কনসাল্টিং' এ জরিপ চালায়। বাসা ভাড়া, খাদ্য, জামা-কাপড়, গৃহসামগ্রী, যাতায়াত ও বিনোদনসহ ২শ'র বেশী আইটেমে তুলনামূলক ব্যয়ের হিসাব ধরে ১৪৪টি শহরের ওপর এ জরিপ চালানো হয়। বেশী ব্যয়ের দিক থেকে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে যথাক্রমে বেইজিং, সাংহাই ও ওসাকা। জরিপ অনুযায়ী বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল ১৫টি শহরের মধ্যে ১১টি এশিয়ায়।

মুসলিম জাহান

মহিলাদের হেজাব না পরায় জরিমানা

মালয়েশিয়ার নসটি রাজ্যে মাথায় হেজাব না রাখার অপরাধে গত বছর ১২০ জন মুসলমান মহিলাকে জরিমানা করা হয়েছে। ইসলামী শরী'আ ভিত্তিক এই রাজ্যের কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এসব মহিলা কোলাবাহারু এলাকায় রেস্তোরাঁ ও খাবারের দোকানের কর্মচারী। রাজধানী কুয়ালালামপুর থেকে উত্তর পূর্বাঞ্চলে এ রাজ্যের দূরত্ব ৫৪০ কিলোমিটার। জরিমানার পরিমাণ হবে ২০ থেকে ৫০ রিংগিট। ডলারের হিসাবে ৫ থেকে ১৩ ডলার। কোলাবাহারু কালান্তান রাজ্যের রাজধানী। বিরোধী দল প্যান মালয়েশিয়ার প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে যে ২টি রাজ্য রয়েছে এটি তার অন্যতম। ১ দশক আগে নগর কর্তৃপক্ষ মুসলিম মহিলারা মাথায় আবরণ না রাখলে তাদের উপর জরিমানা ধার্যের ক্ষমতা রাজ্য সরকারের উপর ছেড়ে দেয়।

অগ্নিকাণ্ডে জেদ্দায় জাদুঘর ভস্মীভূত

সঊদী আরবের জেদ্দায় সর্ববৃহৎ ব্যক্তিগত জাদুঘর আবদুর রঊফ খলীল জাদুঘরে এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এখানে প্রায় ১৬ হাযার দুর্লভ প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রী রয়েছে। মাত্র এক ঘন্টার মধ্যে বিশেষভাবে নির্মিত ৪টি ভবনের জাদুঘরের সর্বত্র আগুন ছড়িয়ে পড়ে। আগুনে ৩টি ভবন সকল নিদর্শনসহ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। অপর একটি ভবনে আগুন লাগলেও এর কিছু নিদর্শন রক্ষা পায়। জাদুঘরটিতে যখন অগ্নিকাণ্ড ঘটে সেই সময় জনগণের পরিদর্শনের জন্য এটি বন্ধ ছিল।

আফগানিস্তানে 'এইডস'-এর বিস্তার ঘটতে পারে

-বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

যুদ্ধবিধ্বস্ত আফগানিস্তান এইডস বিপর্যয়ের সম্মুখীন হ'তে পারে বলে 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO) সতর্ক করে দিয়েছে। 'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা'র এক বিবৃতিতে অভিন্ন সিরিঞ্জ ব্যবহার, দূষিত রক্তগ্রহণ ইত্যাদি এইডস ঝুঁকির অন্যতম কারণ হিসাবে উল্লেখ করে এর বিস্তার রোধে জাতিসংঘ সংস্থাসমূহ, সরকার ও বেসরকারী ও স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সমূহের যৌথ প্রচেষ্টার উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এইচআইভির দ্রুত বিস্তার রোধে আগেভাগে পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে স্বাস্থ্য কর্মকর্তাদের সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। এর আগে 'হু' জানায়, আফগানিস্তানের নির্দিষ্ট কিছু এলাকায় সামান্য সংখ্যক এইচআইভিতে আক্রান্ত হবার খবর পাওয়া গেছে। তবে পার্শ্ববর্তী পাকিস্তানে প্রায় ১ লাখ আফগান এইচআইভিতে আক্রান্ত। বিবৃতিতে বলা হয়, বিশ্বের অন্যতম দরিদ্র দেশ আফগানিস্তানের রক্ত সঞ্চালন ব্যবস্থা খুবই প্রাচীন।

পাকিস্তানে সূদভিত্তিক ব্যাংকিং নিষিদ্ধ রায়ের বিরুদ্ধে ১০ বছর পর শুনানী শুরু

পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টে গত ৩ জুন দেশের সূদভিত্তিক ব্যাংকিং-এর উপর একটি মামলার রায়ের পুনঃ শুনানী শুরু

হয়েছে। ১৯৯২ সালে কেন্দ্রীয় শরী'আহ আদালত উক্ত রায় দেয়। দীর্ঘ ১০ বছর পর বর্তমান সরকার ঐ রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করেছে। উক্ত রায়ে দেশের সব ধরনের সূদভিত্তিক ব্যাংক ব্যবস্থাকে ইসলাম বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয়। সরকারের পক্ষে এই রায়ের বিরুদ্ধে লড়বেন প্রখ্যাত বুদ্ধিজীবী সৈয়দ রিয়াযুল হাসান জিলানী এবং রাজা করীম। শরী'আহ আপীল বেঞ্চে থাকবেন নবনিযুক্ত দুই সদস্য। বেঞ্চের প্রধান হবেন বিচারপতি শেখ রিয়ায আহমাদ।

ইরানে ভূমিকম্পে ৫ শতাধিক নিহত

গত ২২ জুন সকালে ইরানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে ৫ শতাধিক লোক নিহত ও দেড় সহস্রাধিক লোক আহত হয়েছে। রিখটার স্কেলে এ ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৬ ডিগ্রী। ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের খবরে প্রকাশ, ভূমিকম্পে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় কাযবীন প্রদেশে ভূইনঝারা নগরীর আভাজ যেলার মোট ৫২টি সাব-যেলায় ৫০ থেকে ১০০ ভাগ ক্ষয়ক্ষতি সাধিত হয়েছে।

বার্তা সংস্থা 'ইরনা' জানায়, আভাজের ৬টি সাব-যেলা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়ে গেছে। সকাল সাড়ে ৭-টায় এই ভূমিকম্প সংঘটিত হয়। এরপর ৮-টা ১ মিনিটে আরো একটি কম্পন অনুভূত হয়। রিখটার স্কেলে যার মাত্রা ৪ দশমিক ৮। রাজধানী তেহরানেও এই ভূকম্পন অনুভূত হয়।

উল্লেখ্য, এর আগে ১৯৬৩ সালে ইরানে সবচেয়ে ভয়াবহ ভূমিকম্প হয়েছিল। ঐ ভূমিকম্পে ১২ হাযার ২২৫ জন নিহত এবং ১২৪টি গ্রাম ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল।

ইরাকে ৬৫ লাখ স্বেচ্ছাসেবক ইসরাঈলের বিরুদ্ধে লড়াই করবে

ইরাকের রাজধানী বাগদাদ ও অন্যান্য শহরে নবগঠিত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'জেরুযালেম মুক্তিবাহিনী' তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ শুরু করেছে। অজ্ঞাতনামা শিবিরগুলিতে তারা প্রশিক্ষণ নেবে দু'মাস ধরে। গত ২৩ জুন এক অনুষ্ঠানে তারা ইসরাঈলী দখল থেকে ফিলিস্তীনী ভূখণ্ড উদ্ধার করার ব্যাপারে তাদের দৃঢ় সংকল্পের কথা ব্যক্ত করেন। গত বছর ইরাক ঘোষণা করেছিল যে, তারা ৬৫ লাখ স্বেচ্ছাসেবীর সমন্বয়ে এক জেরুযালেম মুক্তিবাহিনী গঠন করেছে। এসব স্বেচ্ছাসেবী ইসরাঈল বাহিনীর বিরুদ্ধে জিহাদে ফিলিস্তীনীদের সাথে যোগ দেবে।

আফগান ভাইস প্রেসিডেন্ট নিহত

আফগানিস্তানের ভাইস প্রেসিডেন্ট হাজী আবদুল কাদির গত ৬ জুলাই কাবুলে তার দফতরের বাইরে অজ্ঞাতপরিচয় বন্দুকধারীদের গুলীতে নিহত হয়েছেন। জনাব হাজী-কাদির ছিলেন আফগানিস্তানে সদ্য নির্বাচিত ৩ জন ভাইস প্রেসিডেন্টের অন্যতম। গত জুন মাসে অনুষ্ঠিত আফগান ঐতিহ্যবাহী গ্যাণ্ড কাউন্সিল নয়া জিরগার সম্মেলনে আব্বান নেতৃবৃন্দের মধ্যেকার ব্যাপক মতানৈক্য নিরসনে ৩ জন ভাইস প্রেসিডেন্ট মনোনীত করা হয়েছিল। পাখতুন নেতা আব্দুল কাদির উত্তরাঞ্চলীয় জোটের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা। তিনি আফগান গণপূর্ত মন্ত্রী এবং জালালাবাদের গভর্ণরও ছিলেন।

গত ৬ জুলাই ভাইস প্রেসিডেন্ট গাড়ীতে করে কাবুলের কেন্দ্রস্থলে তার অন্যতম দফতর গণপূর্ত মন্ত্রণালয় থেকে বের হওয়ার সময় দুপুর ১২-৪০ মিনিটে এই হামলার শিকার হন। দু'জন বন্দুকধারী কালাসনিকভ রাইফেলের সাহায্যে তাকে লক্ষ্য করে গুলী ছোঁড়ে। এতে তিনি এবং তার গাড়ী চালক নিহত হন। হত্যাকারীরা একটি সাদা গাড়ীতে করে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়।

বিগত কয়েক মাসে ধীরে ধীরে আফগানিস্তানের রাজনৈতিক পরিস্থিতির উন্নতি ঘটছে মনে করা হ'লেও এ ঘটনা স্পষ্টই তার বিপরীত। এই হত্যাকাণ্ডকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে পরিচালিত হত্যাকাণ্ড বলেই মনে করা হচ্ছে। এতে এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, প্রেসিডেন্ট হামীদ কারজাই-এর নেতৃত্বে দেড় বছরের জন্য অন্তবর্তী সরকার দায়িত্বভার হাতে নিলেও আফগানিস্তানে রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব রয়েই গেছে।

মাছ রফতানী করে পাকিস্তানের ৫শ' ৯০ কোটি রূপী আয়

পাকিস্তান মাছ এবং মৎস্যজাত দ্রব্য রফতানী করে ৫শ' ৯০ কোটি রূপী অর্জন করেছে। তারা জুলাই-মার্চ, ২০০১-২০০২ সালে জাপান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, জার্মানী, মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশে ৬৩ হাযার ১শ' ২৯ মেট্রিক টন মাছ এবং মাছজাত দ্রব্য রফতানী করে ঐ পরিমাণ অর্থ আয় করে। সরকারী সূত্র জানায়, ঐ সময় সরবরাহকৃত ৬ লাখ ৫৪ হাযার ৫শ' মেট্রিক টন ছিল অভ্যন্তরীণ সরবরাহ। মাছ পাকিস্তানের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এছাড়াও উপকূলীয় অধিবাসীদের জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে এর গুরুত্বও অপরিসীম। পাকিস্তান চিংড়ি এবং অন্যান্য মাছ রফতানী করেও প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করে।

ঝলক জুয়েলার্স

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ রৌপ্য অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী।

সাহেব বাজার, রাজশাহী।

ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬
বাসাঃ ৭৭৩০৪২

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

স্পাইডার গোটের দুধ থেকে তৈরী হবে বুলেটপ্রুফ পোশাক

স্পাইডারম্যানের পর এবার আসছে স্পাইডার গোট (মাকড়সা ছাগল)। কানাডার বিজ্ঞানীরা ছাগল ও মাকড়সার ডিএনএ'র সংমিশ্রণ ঘটিয়ে স্পাইডার গোট তৈরীর এই অভিনব উদ্যোগ নিয়েছেন। জেনেটিক সংমিশ্রণে তৈরী এই প্রাণী যে রেশম উৎপাদন করছে তা ইস্পাতের চেয়ে ৫ গুণ বেশী শক্তিশালী। মাকড়সা সূতা তৈরী করে। আর এই জেনেটিক প্রাণীটির দুধ থেকে এই তন্তু পাওয়া যাচ্ছে। বিজ্ঞানীরা এটাকে নযীরবিহীন সাফল্য ও যুগান্তকারী বলে উল্লেখ করেছেন।

'সানডে টেলিগ্রাফ' পত্রিকার খবরে বলা হয়, এই সিল্ক মিল্ক ফাইবারের পোশাক শরীরের বর্ম হিসাবে ব্যবহার হ'তে পারে। এর তৈরী পোশাক হবে বুলেটপ্রুফ পোশাকের চেয়ে অনেক শক্তিশালী ও কার্যকর। বিজ্ঞানীরা মাকড়সার একটি জিন ছাগলের একটি ডিমে নিষিক্ত করে এই স্পাইডার গোট তৈরী করেছেন। এই ছাগল দেখতে সাধারণ ছাগলের মতই, তবে এই ছাগল মাকড়সার মিল্ক প্রোটিন উৎপাদনের নিয়ন্ত্রক জিনের অধিকারী। কানাডার জৈব প্রযুক্তি কোম্পানী নেক্সিয়া স্পাইডার গোট তৈরী করছে। তারা ওটাকে অর্থনৈতিক দিকে থেকে খুবই লাভজনক বলে বর্ণনা করেছে।

অন্ধ ব্যক্তির দৃষ্টি ফিরিয়ে দিতে সক্ষম

ভারতের ইন্দোরে অপারেশনের মাধ্যমে দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেয়েছে আসলাম খান নামের জনৈক আংশিক অন্ধ রোগি। চিকিৎসকদের দাবী বিশ্বে এটাই এ ধরনের প্রথম অপারেশন। ডাক্তাররা বলছেন, এ কাজে তারা 'পেত্তিকাল অমেনটোপ্লেক্সি টেকনিক' অবলম্বন করেন। চক্ষু রোগের চিকিৎসায় এই কৌশল অত্যন্ত ফলপ্রসূ ও বিপ্লবী বলে তারা উল্লেখ করেন। মহাত্মা গান্ধী মেমোরিয়াল মেডিকেল কলেজের সাবেক ডীন ডঃ ভিকে আগারওয়াল বলেন, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে এ ধরনের অপারেশন আর হয়নি। বিশ্বে এ ধরনের ঘটনাও প্রথম। আগারওয়াল নিজে এই অপারেশন করেন। তাকে সহায়তা করেন প্রখ্যাত থাই সার্জন ডঃ পি,এস হারিদা।

অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতি মাতার জন্য আনারস খুবই উপকারী

আনারসের স্বাদের আড়ালে লুকিয়ে আছে নানাগুণ। সর্দিজ্বরের জন্য আনারস খুবই উপকারী। গরমের ক্লান্তি মুছতে এক গ্লাস আনারসের রসই যথেষ্ট। আনারসে রয়েছে প্রচুর ভিটামিন 'সি'। আর এ ভিটামিন 'সি'-এর অভাবে স্কার্ভি নামক রোগ হয়। এ রোগে দাঁতের মাড়ি স্পঞ্জের মত ফুলে ওঠে এবং রক্ত পড়ে। দেহের অস্থিসন্ধিতে ব্যাথা অনুভূত হয় এবং রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যায়। এই ভিটামিন 'সি' দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়। পূর্ণবয়স্ক ব্যক্তির দৈনিক ৬০ মিলিগ্রাম ভিটামিন 'সি'র প্রয়োজন। শিশুদের খাদ্যে দৈনিক ৩৫-৫৫ মিলিগ্রাম এবং অন্তঃসত্ত্বা ও প্রসূতি মাতার জন্য দৈনিক ৭০ গ্রাম ভিটামিন 'সি'র দরকার।

নক্ষত্রের চারদিকে ঘূর্ণায়মান বৃহস্পতি সদৃশ গ্যাসপিণ্ডের সন্ধান লাভ

গ্রহ সন্ধানীরা এই প্রথমবারের মত বৃহস্পতির অনুরূপ একটি গ্যাসপিণ্ডকে দেখতে সূর্য সদৃশ একটি নক্ষত্রের চারদিকে ঘূর্ণায়মান অবস্থায় দেখতে পেয়েছেন। এটা এমন একটা দূরত্ব দিয়ে ঐ নক্ষত্রটিকে প্রদক্ষিণ করছে, যার মাঝখান দিয়ে পৃথিবীর মত একটি অদেখা গ্রহ প্রদক্ষিণ করতে পারে। বৃহস্পতির অনুরূপ গ্রহটি পৃথিবী থেকে ৪১ আলোকবর্ষ দূরে অবস্থিত ৫৫ কানক্রি নামীয় নক্ষত্রের চারদিকে প্রদক্ষিণ করছে।

উচ্চ রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে সেলির পাতা

সেলির পাতা সবুজ। এই পাতাটি আমরা ব্যবহার করি সাধারণত সালাদের শোভাবর্ধনের জন্য। কিন্তু এই সেলির পাতার সালাদের শোভাবর্ধন ছাড়াও একটি বিশেষ গুণ আছে, যা আমরা হয়ত সবাই জানি না। তা হ'ল আমেরিকার শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষজ্ঞরা পরীক্ষা করে দেখেন এই পাতা দৈনিক খাওয়ার ফলে এক সপ্তাহের মধ্যে উচ্চ রক্তচাপ ১৫৫/৯৫ হ'তে ১১৫/৮০ তে নেমে এসেছে। এই পরীক্ষাটি পরবর্তীতে পশুদের উপরও করা হয়েছে। তাতে দেখা গেছে তাদের রক্তচাপ আগের থেকে শতকরা ১২-১৪ কমে গেছে। সেলির পাতায় এমন কিছু জিনিষ আছে, যা সেই সব ধমনীর প্রসারণে সহায়তা করে যেগুলি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ করে। এছাড়াও সেলির পাতা রক্তে 'স্ট্রেস হরমোন'-এর পরিমাণ কমায় যা উচ্চ রক্তচাপের একটি অন্যতম কারণ।

অন্ধ ব্যক্তি ইলেক্ট্রোনিক চক্ষু ব্যবহার করে গাড়ী চালাতে সক্ষম

পুরোপুরি অন্ধ এক ব্যক্তি একটি নয়া 'ইলেক্ট্রোনিক চক্ষু' ব্যবহার করে গাড়ী চালাতে সক্ষম হয়েছেন। স্টারট্রেকে প্রধান প্রকৌশলী জর্ডি লা কর্জ যে ধরনের চশমা পরেন সে ধরনের এই নয়া ইলেক্ট্রনিক চক্ষু ব্যবহার করে অন্ধ ব্যক্তিও গাড়ী চালাতে সক্ষম। অতি সম্প্রতি নিউইয়র্কে আমেরিকান সোসাইটি ফর আর্টিফিসিয়াল ইন্টারনাল আর্গানস'-এর ৪৮ তম বৈঠকে বক্তৃতাকালে ডাঃ ডব্লিউ এম এইচ ডোবেল এই তথ্য জানান।

তার নেতৃত্বে গবেষণা দলটি জানিয়েছে, অন্ধদের জন্য এই কার্যক্রম 'কৃত্রিম চক্ষু' এখন ব্যাণিজ্যিক ভিত্তিতে পাওয়া যাবে। তারা বলেছেন, ৬টি দেশের ৮ জন রোগীর উপর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়েছে। এই ইনস্টিটিউট ১৯৬৮ সাল থেকে গবেষণা পরিচালনা করছে। এই চিকিৎসায় প্রতিটি রোগীর ক্ষেত্রে সার্জিক্যাল ফি সহ হাসপাতালের সকল ব্যয় মিলিয়ে খরচ হয়েছে ৭৫ হাযার মার্কিন ডলার। যে ৮ জন রোগীর উপর অস্ত্রোপচার করা হয়েছে তারা ৪ থেকে ৫৭ বছর পর্যন্ত অন্ধ ছিলেন। একজন রোগীর জন্ম থেকেই একচোখ অন্ধ ছিল। তিনি ৪৫ বছর বয়সে দ্বিতীয় চোখটি হারান। অস্ত্রোপচারের সময় দ্বিতীয় রোগীর বয়স ছিল ৭৭ বছর।

ডাবের পানি কর্মস্পৃহা বাড়ায়, ত্বক করে সুন্দর

গ্রীষ্মের প্রখরতার মাঝে তৃষ্ণা নিবারণের জন্যই শুধু ডাবের পানি নয়। একজন সুস্থ মানুষও যদি ডাবের পানি নিয়মিত পান করে তবে নিমিষেই তার পরিশ্রমজনিত অবসাদ দূর হয়ে যাবে। আর সেই সাথে বাড়িয়ে দিবে তার দেহে কর্মস্পৃহা। সৌন্দর্য চর্চার বেলায়ও ডাবের পানির রয়েছে অনেক ভূমিকা। মুখের কালো দাগ, ছোটখাটো দাগ প্রভৃতি দূরীকরণে ডাবের পানি নিয়মিত ব্যবহারে সুফল পাওয়া যায়। এছাড়া ত্বকের উজ্জ্বল্য বাড়িয়ে দিতে, ত্বক কোমল, মসৃণ, সতেজ করতে ডাবের পানি সহায়ক। নিয়মিত ডাবের পানি দিয়ে মুখ ধুলে উপকার পাওয়া যায়। তবে ডাবের পানি সবসময় মুখে দিয়ে রাখা যাবে না। ১৫/২০ মিনিট পরই মুখ ঠাণ্ডা পানি দিয়ে ধুয়ে ফেলবেন।

ছোট কম্পিউটার

সম্প্রতি ভারতের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর বাঙ্গালোরের সাতজন কম্পিউটার বিজ্ঞানী জনসাধারণের জন্য সহজলভ্য করার লক্ষ্যে সাদামাটা, স্বল্প মূল্যের এবং সহজে বহনযোগ্য কম্পিউটার তৈরী করেছেন। তারা এর নাম দিয়েছেন সিম্পিউটার। 'ইণ্ডিয়া ইনষ্টিটিউট সফটওয়ার লিমিটেড' এবং 'এনকোর সফটওয়ার লিমিটেডে'র যৌথ প্রচেষ্টার ফসল হচ্ছে সিম্পিউটার। ট্রানজিষ্টার রেডিওর দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভারতীয় কম্পিউটার বিজ্ঞানীদের দলটি টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সম্বলিত তিন ইঞ্চি (সাড়ে সাত সেন্টিমিটার) দৈর্ঘ্য এবং পাঁচ ইঞ্চি (সাড় বার সেন্টিমিটার) প্রস্থ বিশিষ্ট সিম্পিউটার তৈরী করেছেন। ভারতীয় কৃষকরা যাতে টেলিফোনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে প্রবেশ করে তাদের উৎপাদিত পণ্যের দাম, সরকারী খাজনা এবং ভূমি জরিপ সম্পর্কে জানতে পারে সেই দিকে লক্ষ্য রেখেই 'সিম্পিউটার' তৈরী করা হয়েছে। প্রাথমিকভাবে এর দাম রাখা হয়েছে ৩২০ ডলার।

মায়ের দুধ পানকারীদের আইকিউ বেশী

মায়ের দুধ যারা বেশী সময় ধরে খেয়েছেন, তারা বেশী প্রতিভাবান, তাদের আইকিউ বেশী। সম্প্রতি এ তথ্য জানিয়েছে ডেনমার্কের গবেষকরা। তারা ২০ বছরের কাছাকাছি ৩ হাযার ছেলে-মেয়ের উপর গবেষণা চালান। এতে দেখা যায়, ২ মাসের চেয়ে যারা ৯ মাস মায়ের দুধ খেয়েছে তাদের আইকিউ বেশী।

পালকবিহীন মোরগ উদ্ভাবন

ইসরাঈলের বিহভেটে হিব্রু বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃষি বিজ্ঞানীরা জেনেটিক প্রযুক্তিতে একটি পালকবিহীন মোরগ উদ্ভাবন করেছেন। ৮ মাস বয়সী মোরগটির ওযন ৩.৩ কেজি। সুস্বাদ, স্বল্প চর্বিযুক্ত ও পরিবেশ অনুকূল হাঁস-মুরগী উদ্ভাবনের প্রচেষ্টায় বিজ্ঞানীরা এই মোরগ উদ্ভাবনে সক্ষম হন। এই পালকবিহীন মোরগ পোল্টি ফার্ম মালিকদের অনেক অর্থ সাশ্রয় করবে।

নতুন ধূমকেতু আবিষ্কার

মঙ্গল ও বৃহস্পতি গ্রহের মাঝে একটি নতুন ধূমকেতুর সন্ধান পাওয়া গেছে। এটির কারিগরি নাম 'পি/২০০০ ইউ ৬'। চেক প্রজাতন্ত্রের জ্যোতির্বিজ্ঞানী মিলোস তিচি সাউথ বোহেমিয়া অঞ্চলের একটি পাহাড়ের চূড়ায় অবস্থিত ক্লেড মানমন্দির থেকে ধূমকেতুটি দেখতে পান। বিজ্ঞানী মিলোস তিচির নামানুসারে ধূমকেতুটির নামকরণ করা হয় তিচি। গ্রহটি প্রতি ৭ বছর ৩ মাসে একবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। গত ১ নভেম্বর বিশ্বের অন্যান্য জ্যোতির্বিজ্ঞানী তিচির এই আবিষ্কারকে সমর্থন করেন। উল্লেখ্য যে, ক্লেড মানমন্দির হ'তে ধূমকেতু আবিষ্কারের এটি দ্বিতীয় ঘটনা।

২০ বছরের মধ্যে মানুষ মঙ্গল গ্রহে অবতরণ করতে পারে

মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠের নীচের স্তরে প্রচুর পরিমাণ পানি ও বরফ দেখা গেছে। মার্কিন মহাকাশ সংস্থা 'নাসা'র লাল গ্রহ সম্পর্কে এটা গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। এর মধ্য দিয়ে মঙ্গল গ্রহের গভীরতম রহস্যের জট খুলল। এই গ্রহে জীবনের অস্তিত্ব থাকতে পারে কি-না সে ব্যাপারে নতুন করে প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। এই আবিষ্কারের প্রেক্ষিতে নাসা আগামী ২০ বছরের মধ্যে মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে মানুষের অবতরণ ঘটাতে অঙ্গীকারবদ্ধ হ'তে পারে।

এর আগে মঙ্গল পৃষ্ঠে বরফ ও পানি জমে থাকার আলামত পাওয়া যায়। অনেক নভোচারীর ধারণা ছিল মঙ্গল গ্রহের পৃষ্ঠে প্রচুর পানি জমে থাকতে পারে। তবে কোথায় জমে রয়েছে সেটা তারা শনাক্ত করতে পারেননি। নতুন এই আবিষ্কারের ফলে গত কয়েক দশক ধরে গবেষণায় নিয়োজিত বিজ্ঞানীদের প্রশ্নের উত্তর মিলবে। অনেকে এই প্রমাণ তুলে ধরেছেন যে, এই লাল গ্রহে অতীতেও পানি ছিল। তবে ঐ পানি কোথায় গিয়েছিল? এই পানি মঙ্গল পৃষ্ঠের শিলা ও ধূলিকণার স্তরের নীচে চলে যায় বলে অনেকে অভিমত ব্যক্ত করেছেন।

রাজশাহী মেন্টাল হেল্‌থ ক্লিনিক

মানসিক রোগ ও মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র

সেবা সমূহ ঃ

➤ যে কোন মানসিক রোগ চিকিৎসা
➤ মাদকাসক্তি নিরাময়
➤ সাইকোথেরাপি
➤ বিহেভিয়ার থেরাপি
➤ শিশু-কিশোর আচরণগত সমস্যা

লক্ষীপুর ভাটাপাড়া
রাজশাহী-৬০০০।
ফোনঃ ৭৭৫৮০৫।

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আমীরে জামা'আতের চট্টগ্রাম সফর

২১ শে মে সোমবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলা সভাপতি জনাব ছদরুল আনামের উত্তর পতেঙ্গাস্থ বাসায় যেলা কর্মপরিষদ ও অন্যান্য সুধীদের সমন্বয়ে একটি বিশেষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে প্রধান অতিথি হিসাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আত রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগের প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** বলেন, একাকী হৌন আর একাধিক হৌন হক-এর দাওয়াত থেকে পিছিয়ে আসার কোন অবকাশ আমাদের নেই। মুমিনের যিন্দেগী মুলতঃ দাওয়াতের যিন্দেগী। এই দাওয়াত হ'তে হবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার দাওয়াত। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' সেই লক্ষ্যেই পরিচালিত। তিনি ৬টি গুণ হাছিলের মাধ্যমে নিজেদেরকে যোগ্য দাঈ ও কর্মী হওয়ার জন্য সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

উল্লেখ্য যে, মুহতারাম আমীরে জামা'আত কর্তব্য ছুটিতে ব্যক্তিগত সফরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে এসেছিলেন।

দেশব্যাপী যেলা ভিত্তিক দায়িত্বশীল ও অগ্রসর সদস্যদের প্রশিক্ষণ

১. ৩০ ও ৩১ মে বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

(ক) কালাই, জয়পুরহাটঃ গত ৩০ ও ৩১ শে মে রোজ বৃহস্পতি ও শুক্রবার কালাই উপযেলা আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স জামে মসজিদ, জয়পুরহাটে যেলা 'আন্দোলন'-এর দু'দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক মাওলানা হাফীযুর রহমান। প্রশিক্ষণে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জনাব শহীদুল ইসলাম, জনাব শফীকুল ইসলাম, মাওলানা সলীমুল্লাহ বিন তাইমুর। প্রশিক্ষণ শেষে কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক যেলায় ব্যাপক কর্মী সৃষ্টির লক্ষ্যে নিয়মিত সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক ও মাসিক তাবলীগী ইজতেমা চালু রাখার জন্য দায়িত্বশীল নিয়োগ করেন।

(খ) গাজীপুরঃ যেলা সভাপতি জনাব আলাউদ্দীন সরকার-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা কফীলুদ্দীন-এর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত শরীফপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

(গ) খুলনাঃ যেলা সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ ইস্রাফীল হোসাইন-এর সভাপতিত্বে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর খুলনা যেলা কার্যালয়ে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক জনাব অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

২. ৬ ও ৭ই জুন বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

নাটোরঃ যেলা সভাপতি মাওলানা বাবর আলীর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম-এর পরিচালনায় নাটোর শুকলপট্টি আহলেহাদীছ জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত দু'দিন ব্যাপী যেলা কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

৩. ২১ ও ২২ শে জুন ২০০২ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

ঝিনাইদহঃ যেলা সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন-এর সভাপতিত্বে ও অর্থ সম্পাদক মাওলানা মফীযুদ্দীন-এর পরিচালনায় তাওহীদ ট্রাষ্ট (রেজিঃ) কর্তৃক নির্মিত ডাকবাংলা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসাইন ও কেন্দ্রীয় দফতর সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ বাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

৪. ২৭ ও ২৮ শে জুন ২০০২ বৃহস্পতি ও শুক্রবারঃ

(ক) চাঁপাই নবাবগঞ্জঃ যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল্লাহ-এর সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন-এর পরিচালনায় চাঁপাই নবাবগঞ্জ পি,টি,আই মাষ্টারপাড়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণ শিবিরে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা ফারূক আহমাদ ও নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আফযাল হোসায়েন প্রমুখ।

(খ) ঢাকাঃ যেলা সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার আব্দুল আযীয-এর সভাপতিত্বে নাজিরা বাজার মাদরাসাতুল হাদীছ কিণ্ডার গার্টেনে অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে প্রফেসর ও চেয়ারম্যান **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য ও কুমিল্লা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ও গাযীপুর যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক

মাওলানা কফীলুদ্দীন প্রমুখ।

(গ) রাজবাড়ীঃ যেলা সভাপতি জনাব আবুল কালাম আযাদ-এর সভাপতিত্বে পাংশা-মৈশালা আহলেহাদীছ জামে মসজিদে দু'দিন ব্যাপী অনুষ্ঠিত কর্মী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে শূরা সদস্য ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম সাংগঠনিক যেলা সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল-কিবরিয়া ও কুষ্টিয়া-পশ্চিম যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মানছূরুর রহমান প্রমুখ।

তা'লীমী বৈঠক

৫ই জুন ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া রাজশাহীতে কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ এস,এম, আব্দুল লতীফ-এর পরিচালনায় ও হাফেয লুৎফর রহমানের বিশুদ্ধ তাজবীদ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক শুরু হয়।

উক্ত বৈঠকে 'ইক্বামতে দ্বীন'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা প্রদান করেন হাফেয লুৎফর রহমান।

১২ই জুন ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, রাজশাহীতে যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে 'তাবলীগে দ্বীন'-এর গুরুত্ব বিষয়ের উপর মূল্যবান তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর শিক্ষক মাওলানা রুস্তম আলী। অতঃপর দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দেন হাফেয লুৎফর রহমান।

১৯শে জুন ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ, নওদাপাড়া, রাজশাহীতে সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'মা'রেফাতে দ্বীন'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অন্যতম কেন্দ্রীয় মুবাল্লিগ জনাব মুহাম্মাদ আতাউর রহমান। অতঃপর দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দেন হাফেয লুৎফর রহমান।

২৬শে জুন ২০০২ বুধবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদ নওদাপাড়া, যথারীতি সাপ্তাহিক তা'লীমী বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকে 'ইত্তেবায়ে রাসূল (ছাঃ)'-এর উপর গুরুত্বপূর্ণ তা'লীম প্রদান করেন আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফীর ভাইস প্রিন্সিপ্যাল মাওলানা মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান। দৈনন্দিন পঠিতব্য দো'আ শিক্ষা দান করেন জনাব হাফেয লুৎফর রহমান।

যুবসংঘ

৬-১২ই জুলাই সপ্তাহ ব্যাপী কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সমাপ্ত

দেশের বিভিন্ন যেলা থেকে আগত বিপুল সংখ্যক কর্মীদের উপস্থিতিতে গত ৬ই জুলাই শনিবার বাদ ফজর নওদাপাড়া কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে প্রশিক্ষণের শুভ সূচনা হয়। ঈমান, আক্বীদা, তাক্বওয়া, তাওহীদ, প্রচলিত রাজনীতি বনাম ইসলামী রাজনীতি, আহলেহাদীছের রাজনৈতিক দর্শন প্রভৃতি বিষয়ের উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, নায়েবে আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র সাবেক বর্তমান কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কর্মীদের মধ্যে সাংগঠনিক চেতনা বৃদ্ধির পাশাপাশি নিবেদিতপ্রাণ কর্মী হওয়ার উদগ্র বাসনা সৃষ্টি হয়।

প্রশিক্ষণের শেষ পর্যায়ে 'তাক্বওয়া জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতির চাবিকাঠি' এ বিষয়ের পক্ষে ও বিপক্ষে আকর্ষণীয় বিতর্ক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত উন্মুক্ত অনুষ্ঠানে মারকাযের ছাত্র-শিক্ষকগণ এবং মাসিক বৈঠক উপলক্ষে আগত দেশের বিভিন্ন যেলার 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র যেলা দায়িত্বশীলগণ এবং কেন্দ্রীয় মজলিসে আমেলা ও যুবসংঘের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সদস্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

১২ই জুলাই শুক্রবার জুম'আর প্রাক্কালে কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষক সম্পাদক মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলামের পরিচালনায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ডঃ লোকমান হোসায়েন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক এ,এস,এম, আযীযুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

অতঃপর প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদ ও পুরস্কার বিতরণ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত **ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**। এ সময়ে তিনি 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘের' উপস্থিত কেন্দ্রীয় ও যেলা নেতৃবৃন্দের উদ্দেশ্যে ও প্রশিক্ষণার্থী কর্মীদের উদ্দেশ্যে হেদায়াতী ভাষণ প্রদান করেন। প্রশিক্ষণ শেষে কুমিল্লা যেলা যুবসংঘের পক্ষ থেকে মুহতারাম আমীরে জামা'আতকে কুমিল্লার ঐতিহ্যবাহী খদ্দরের সাদা পাঞ্জাবী হাদিয়া প্রদান করা হয়।

রাজশাহী শহরে যে সব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. হাদীছ ফাউণ্ডেশন লাইব্রেরী, কাজলা, রাজশাহী।
২. রোকেয়া বই ঘর, ষ্টেশন বাজার, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. রেলওয়ে বুক ষ্টল, রেলষ্টেশন, রাজশাহী।
৪. বই বীথি, জামান সুপার মার্কেট, রাজশাহী।
৫. ফরিদের পত্রিকার দোকান, গণকপাড়া, (রূপালী ব্যাংকের নীচে) রাজশাহী।
৬. কুরআন মঞ্জিল লাইব্রেরী, কাসিম বিল্ডিং সাহেব বাজার (সমবায় মার্কেটের বিপরীতে)।
৭. ন্যাশনাল লাইব্রেরী (সমবায় মার্কেটের পূর্ব দিকে)।

প্রশ্নোত্তর

-দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ।

প্রশ্নঃ (১/৩২৬)ঃ আমার ছেলের অসুখ হ'লে দু'টি ছাগল মানত করি। এখন আমার ছেলে সুস্থ। ছাগল দু'টি কি করতে হবে?

-খালেদা
পশ্চিম নওদাপাড়া
সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যেকোন মানত আল্লাহ্র ওয়াস্তে হ'তে হবে। মানতকারী তার নিয়ত অনুযায়ী মানত পূর্ণ করবে। মানতের বস্তু ছাদাক্বা হিসাবে গণ্য হবে এবং ছাদাক্বার হকদারগণের মধ্যে তা বন্টিত হবে। এক্ষণে ছাগল দু'টি যবেহ করে মিসকীনদের মধ্যে গোশত বন্টন করা যাবে এবং চামড়ার মূল্য অনুরূপভাবে বন্টন করে অথবা কোন ইয়াতীম খানা কিংবা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের বায়তুল মালে জমা দিবে। =*(দ্রঃ হাইআতু কিবারিল ওলামা ২/৭৭৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৩২৭)ঃ একজন জুম'আর খুৎবা দিবেন এবং অপরজন ছালাত আদায় করাবেন- এটা কি জায়েয?

-আবদুর রহমান
উপরবিল্লী, গোদাগাড়ী
রাজশাহী।

উত্তরঃ যিনি খুৎবা দিবেন তিনি ছালাত আদায় করাবেন এটাই সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বদা এরূপ করেছেন এবং চার খলীফার যিনি যখন খুৎবা দিয়েছেন তিনি তখন ছালাতের ইমামতি করেছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা আমাকে যেভাবে ছালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে ছালাত আদায় কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮১)*। তিনি আরো বলেন, 'তোমরা আমার সুন্নাত এবং খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নাত গ্রহণ কর' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৬৫)*। তবে কারণবশতঃ অন্যজনের ইমামতিতে ছালাত আদায় জায়েয হবে' *(ফাতাওয়া হাইআতে কেবারিল ওলামা ১/৩২৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩/৩২৮)ঃ স্বামী তার স্ত্রীর অগোচরে সরকারী কোন মাধ্যমে বৈবাহিক সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করতে পারে কি?

-আনোয়ার
ইটাপোতা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ স্বামী তার স্ত্রীকে যেকোন বিশ্বস্ত মাধ্যমে তালাক প্রদান করতে পারে। তবে স্ত্রীকে তা অবশ্যই অবহিত করতে হবে এবং ইদ্দত হিসাব করে তালাক প্রদান করতে হবে ও মোহর পরিশোধ করতে হবে' *(তালাক ১, বাক্বারাহ ২৩৭, নিসা ২৫)*। *দ্রঃ 'তালাক ও তাহলীল' পুস্তিকা।*

প্রশ্নঃ (৪/৩২৯)ঃ কুরআন-হাদীছের বিধান বর্জন করে স্বরচিত বিধান দ্বারা যারা ফায়ছালা করে, তারা কি কাফির?

-আবদুল মুছাব্বির
আদিতমারী, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ ফায়ছালাকারী ব্যক্তি যদি কুরআনের হুকুমকে হালকা মনে করে অথবা কুরআনের হুকুম বর্জন করা জায়েয মনে করে অথবা অস্বীকার করে বর্জন করে, তাহ'লে সে কাফির হবে। অন্যথায় সে যালিম ও ফাসিক। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি কুরআনের ফায়ছালাকে অস্বীকার করে, সে ব্যক্তি কাফির। আর যে ব্যক্তি স্বীকার করে অথচ সে অনুযায়ী ফায়ছালা করে না, সে ব্যক্তি যালিম ও ফাসিক' *(শাওকানী, যুবদাতুত তাফসীর, পৃঃ ১৪৫; তাফসীর ইবনে কাছীর, মায়েদা ৪৪, ৪৫ ও ৪৭ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্নঃ (৫/৩৩০)ঃ জনৈক মাওলানার নিকট শুনেছি যে, কোন এক যুদ্ধে একজন ছাহাবী মৃত্যুমুখে পতিত হ'লে রাসূল (ছাঃ) তাকে উটের পেশাব পান করাতে বলেন এবং এতে সে সুস্থ হয়। ঘটনাটি সত্য হ'লে প্রশ্ন হচ্ছে, চিকিৎসার ক্ষেত্রে যেকোন হারাম জিনিসের মাধ্যমে চিকিৎসা করা যায় কি?

-তৈমুর
ফার্মেসী বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

উত্তরঃ ঘটনাটি নিম্নরূপঃ বরং একটি গোত্র মদীনায় এসে ইসলাম গ্রহণ করে মদীনায় অবস্থানকালীন সময়ে মদীনার আবহাওয়া তাদের প্রতিকূলে হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাদেরকে উটের পেশাব পান করতে বলেন। ফলে তারা সুস্থতা লাভ করে' *(বুখারী ২/৬০২ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, যেসব প্রাণীর গোশত খাওয়া হালাল সেসব প্রাণীর পেশাব নাপাক নয়। তাই এসব প্রাণীর পেশাব প্রয়োজনে ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায়। ইবনে মাসঊদ (রাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলা হারাম বস্তুর মধ্যে তোমাদের জন্য আরোগ্য রাখেননি' *(বুখারী, 'চিকিৎসা' অধ্যায়)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপবিত্র ঔষধ ব্যবহার করতে নিষেধ করেছেন' *(আবূদাঊদ, যাদুল মা'আদ ৪/১৪২ পৃঃ)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মদে কোন আরোগ্য নেই; বরং তাতে আছে রোগ' *(মুসলিম, 'পানীয়' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৩৩১)ঃ টিনের বেড়া সম্বলিত ঘরগুলির চতুর্দিকে অথবা উপরে টিনের গায়ে প্রাণীর ছবি থাকে। এসব ঘরে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আব্দুল্লাহ
বেহালাবাড়ী, বল্লা, টাঙ্গাইল।

উত্তরঃ প্রথমতঃ প্রাণীর ছবি মার্কা টিন না কেনার চেষ্টা করতে হবে। অবশ্য যেহেতু ঐসব ছবিকে সম্মান করা হয়

না, সেহেতু ঐ ঘরে ছালাত আদায় করা যায়। তবে পাশের ও সম্মুখের ছবিগুলি ঢেকে দেওয়া অথবা মিটিয়ে দেওয়া যরূরী। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একদা আয়েশা (রাঃ)-কে প্রাণীর ছবিযুক্ত একটি পর্দার কাপড় ছিঁড়ে বালিশ বা বেডশীট তৈরী করার নির্দেশ দেন, যা পদদলিত করা হয়' *(বুখারী, মুসলিম, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫০১, ৪৫৯৩)*।

প্রশ্নঃ (৭/৩৩২)ঃ আমাদের তিনজনের একজন ইমাম হ'লেন। পিছনে একজনের ওযূ টুটে গেলে সে ওযূ করতে চলে গেল। অপরজন কি করবে? যার ওযূ টুটে গেল সে ওযূ করে ফিরে এলে কোন অবস্থায় জামা'আতে শরীক হবে?

-পিয়ার
জয়ন্তীবাড়ী
কামারপাড়া, বগুড়া।

উত্তরঃ প্রশ্নে উল্লেখিত সমস্যা দেখা দিলে অপরজন ইমামের ডান দিকে গিয়ে দাঁড়াবে। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একা দাঁড়াতে নিষেধ করেছেন *(আহমাদ, মিশকাত হা/১১০৫)* এবং এক মুক্তাদীকে ইমামের ডান দিকে দাঁড় করিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৫)*। আর ছালাত ছেড়ে যাওয়া মুক্তাদী ওযূ করে এসে নতুনভাবে ছালাত শুরু করবে *(আহমাদ ও সুনানে আরাবা'আহ, বুলূগুল মারাম হা/২০৩)*।

প্রকাশ থাকে যে, ওযূ নষ্ট হওয়ার পূর্বের ছালাত পরবর্তী ছালাতের সাথে যোগ হবে মর্মে ইবনু মাজাহ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ' *(ইবনু মাজাহ, বুলূগুল মারাম হা/৭২ তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী)*।

প্রশ্নঃ (৮/৩৩৩)ঃ একাধিক বিবাহ সম্পর্কে শরী'আতের দৃষ্টিভঙ্গি জানতে চাই। বর্তমান সমাজে একাধিক বিবাহকারীকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা হয়। এটা কি ঠিক?

-সাইফুল ইসলাম
বি,এ, অনার্স
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ স্ত্রীদের মধ্যে ইনছাফ কায়েম করতে সমর্থ হ'লে এক থেকে চার পর্যন্ত বিবাহ করা যাবে। ইনছাফ কায়েম করতে সমর্থ হবে না বলে আশংকা থাকলে একটি মাত্র বিবাহ করবে *(নিসা ৩)*। একাধিক স্ত্রী গ্রহণ করাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা অন্যায়। কারণ ইসলাম যার অনুমতি দিয়েছে তাকে খারাপ দৃষ্টিতে দেখা দোষণীয়।

প্রশ্নঃ (৯/৩৩৪)ঃ ফজরের ছালাতের সময় প্রায় শেষ হওয়ার পর্যায়ে। এমতাবস্থায় ইমাম ছাহেব মসজিদে আসেন এবং মুছল্লীগণও ছালাতের জন্য দাঁড়িয়ে যান। এমন সময় ইমাম ছাহেব পূর্বে সুন্নাত ছালাত আদায় না করে থাকলে প্রথমে জামা'আত আরম্ভ করবেন না কি সুন্নাত পড়বেন?

-আশরাফুল ইসলাম
হাড়াভাংগা, গাংনী
মেহেরপুর।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব প্রথমে মুছল্লীদের নিয়ে ফরয ছালাত আদায় করবেন। কারণ আল্লাহ তা'আলা এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায় করার জন্য নির্দেশ দান করেছেন *(নিসা ১০৩, মুসলিম, মিশকাত হা/৬০০)*। অতঃপর সুন্নাত ছালাত আদায় করবেন। কারণবশতঃ ফজরের সুন্নাত ছালাত পূর্বে আদায় করতে না পারলে পরবর্তীতে পড়ে নেওয়ার বিধান রয়েছে' *(আহমাদ, ইবনু খুযায়মাহ, ফাতাওয়া হাইআতু কিবারিল উলামা ১/২৭৭ পৃঃ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১৪০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১০/৩৩৫)ঃ ইক্বামত দেওয়ার সময় মুছল্লীগণও কি ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে। ছহীহ দলীলের আলোকে জানতে চাই।

-জসীমুদ্দীন
কেরামপুর, চিরির বন্দর
দিনাজপুর।

উত্তরঃ ইক্বামত দেওয়ার সময় মুছল্লীগণও মুওয়ায্যিনের সাথে সাথে ইক্বামতের শব্দগুলি বলবে। কারণ আযান ও ইক্বামত উভয়কেই হাদীছে আযান বলে উল্লেখ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৬২)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা যখন মুওয়ায্যিনের আযান শুনবে তখন সে যা বলবে তোমরাও তা বলবে। তবে 'হাইয়া 'আলাছ ছালাহ ও হাইয়া 'আলাল ফালাহ'-এর সময় বলবে 'লা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৬৫৭; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৮৮ পৃঃ)*। সুতরাং ইক্বামতের ক্ষেত্রেও তাই বলতে হবে।

প্রশ্নঃ (১১/৩৩৬)ঃ আমি কতক পাখির ডাক জানি। আমার ডাক কোন কোন পাখির ডাকের মত অবিকল হয়। এতে কোন কোন পাখি আমার কাছে চলে আসে, তখন ঐ পাখি শিকার করলে কি তা বৈধ হবে?

-সাঈদুর রহমান
ও
সানাউর রহমান
দামনাশ, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা হালাল প্রাণী শিকার করার অনুমতি দিয়েছেন *(মায়েদা ১, ২, ৯৪ ও ৯৫)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' বলে শিকার করতে বলেছেন *(বুখারী, মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৪১)*। আর শিকার হচ্ছে কৌশলের নাম। মানুষ যেকোন কৌশলে 'বিসমিল্লাহ' বলে হালাল প্রাণী শিকার করতে পারে।

প্রশ্নঃ (১২/৩৩৭)ঃ এমন কোন দো'আ আছে কি, যা পাঠ করলে আল্লাহ রিযিকের ব্যবস্থা করবেন?

-হামীদুল ইসলাম
বামুন্দী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ কোন ব্যক্তি তাক্বওয়া অবলম্বন করলে আল্লাহ তার রিযিকের ব্যবস্থা করেন। যেমন তিনি বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে চলে, আল্লাহ তার জন্য নিষ্কৃতির পথ বের করে দিবেন'। 'তিনি তাকে ধারণাতীত উৎস থেকে উপজীবিকা দান করবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপরে নির্ভর করে চলে, তার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আল্লাহ নিশ্চয়ই তার ইচ্ছা পূর্ণ করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল কিছুর জন্য পরিমাণ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন' *(তালাক্ব ২-৩)*। প্রকাশ থাকে যে, আর্থিক সংকট দূর করার জন্য ইবনুস সুন্নী এবং বায়হাক্বী থেকে নিম্নের যে দু'টি দো'আ পেশ করা হয়, যার সূত্র দূর্বল। অতএব তা পড়া যাবে না। ১নং দো'আঃ بِسْمِ اللّٰهِ عَلَى نَفْسِىْ وَمَالِىْ وَدِيْنِىْ اَللّٰهُمَّ رَضِّنِىْ بِقَضَائِكَ وَبَارِكْ لِىْ فِيْمَا قُدِّرَ حَتَّى لاَ اُحِبَّ تَعْجِيْلَ مَا اَخَّرْتَ وَلاَ تَأْخِيْرَ مَا عَجَّلْتَ –

অনুবাদঃ আমার সত্ত্বা, আমার অর্থ ও আমার দ্বীনের কর্ম আল্লাহ্র নামে আরম্ভ করছি। হে আল্লাহ! তোমার ফায়ছালার প্রতি আমাকে সন্তুষ্ট কর। আমার জন্য যা নির্ধারণ করা হয়েছে তাতে বরকত দান কর। তুমি যা করতে দেরী কর আমি যেন তার দ্রুততা না চাই। আর তুমি যা দ্রুত করতে চাও আমি যেন তার বিলম্ব না চাই *(ইবনুস সুন্নী; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৯০ 'যিকর সমূহ' অধ্যায়)*।

২নং দো'আ সূরা ওয়াক্বি'আহ প্রতি রাত্রিতে পাঠ করা *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/২১৮১, 'ফাযায়েলুল কুরআন' সনদ যঈফ)*।

প্রশ্নঃ (১৩/৩৩৮)ঃ যবেহকৃত পশুর পেটে বাচ্চা থাকলে সেই বাচ্চা খাওয়া যাবে কি? যদি খাওয়া যায় তাহ'লে যবেহ করে খেতে হবে, না এমনিতেই গোশত বানিয়ে নিতে হবে?

-আতাউর রহমান নাঈম
ইসলাবাড়ী, নরসিংহপুর
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ যবেহকৃত পশুর পেটে প্রাপ্ত বাচ্চা মৃত হৌক বা জীবিত হৌক খাওয়া জায়েয। পুনরায় যবেহ করার প্রয়োজন নেই। এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ذَكَاةُ اُمِّهِ ذَكَاةُ اُمِّهِ 'মায়ের যবেহ তার বাচ্চার জন্য যথেষ্ট' *(আহমাদ, ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৬০৮; ছহীহ আবূদাঊদ হা/১৫১৬ প্রভৃতি, মিশকাত হা/৪০৯১ 'শিকার ও যবেহ সমূহ' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৩৩৯)ঃ একটি মাসিক পত্রিকায় পড়লাম যে, কোন ব্যক্তি যদি দুর্ঘটনায় মারা যায়, তবে তাকে শহীদ বলা যাবে না। কিন্তু সে পরকালে শহীদের মর্যাদা পাবে। কথাটি কি সঠিক?

-পলাশ
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

উত্তরঃ শহীদের স্তর তিনটি। যথাঃ

(১) ইহকাল-পরকাল উভয় জগতেই শহীদ। তারা হ'লেন ঐসব শহীদ যাঁরা আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জন ও তাঁর দ্বীনকে বুলন্দ করার লক্ষ্যে বিধর্মীদের সাথে যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। তাঁদের গোসল ও কাফন লাগবে না *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৮১১, পৃঃ ১১২২, 'জিহাদ' অধ্যায়)*।

(২) পরকালে শহীদের মর্যাদা লাভ করবেন। কিন্তু দুনিয়াতে তার উপরে শহীদের শারঈ বিধান প্রযোজ্য হবে না। অর্থাৎ তাকে গোসল ও কাফন দেওয়া হবে। জাবের ইবনে আতীক্ব (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, আল্লাহ্র রাস্তায় শহীদ হওয়া ছাড়াও সাত ধরনের শহীদ রয়েছে। যেমন,

(ক) মহামারীতে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(খ) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(গ) ক্যান্সার ও হাঁপানী রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(ঘ) পেটের রোগে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(ঙ) আগুনে পুড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(চ) কোন কিছুতে চাপা পড়ে মৃত্যুবরণকারী শহীদ
(ছ) প্রসব কালে মৃত্যুবরণকারিণী শহীদ'
(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১৫৬১)।

(৩) ইহকালে বাহ্যিক দৃষ্টিতে শহীদ। কিন্তু পরজগতে শহীদ বলে গণ্য হবে না। আর তারা হ'ল ঐ সকল ব্যক্তি, যারা গনীমতের মাল আত্মসাৎ করেছে অথবা যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে পলায়নকালে বিধর্মীদের হাতে নিহত হয়েছে' *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, 'শহীদের মর্যাদা' অধ্যায়, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৪০)*।

প্রশ্নে উল্লেখিত মাসিক পত্রিকার জবাব ঠিক আছে এবং ঐ ব্যক্তি উপরে আলোচিত ২নং শহীদের স্তরভুক্ত হ'তে পারেন, যদি তিনি ঈমানের হালতে মৃত্যুবরণ করে থাকেন।

প্রশ্নঃ (১৫/৩৪০)ঃ মুফতী কাকে বলে? কি কি গুণাবলী থাকলে একজন মানুষ ফৎওয়া প্রদান করতে পারেন? কাবীরা গুনাহকারীর ফৎওয়া গ্রণহযোগ্য হবে কি?

-মুহাম্মাদ মীযানুর রহমান
ঢাকা ফ্রী কুরক্বানিয়া মাদরাসা
বংশাল, ঢাকা।

উত্তরঃ শারঈ হুকুম অনুযায়ী যিনি প্রশ্নের জবাব প্রদান করেন, তাকে 'মুফতী' বলা হয় (লুগাতুল হাদীছ)। একজন মুফতীর জন্য দুই ধরনের গুণাবলী থাকা আবশ্যকঃ

(১) পবিত্র কুরআন ও হাদীছ এবং আরবী ভাষা ও সাহিত্যের উপরে যথার্থ জ্ঞান থাকা।

(২) চারিত্রিক গুণাবলীঃ তাক্বওয়া, সত্যবাদীতা, দূরদর্শিতা, ন্যায় পরায়ণতা, ধীশক্তি সম্পন্ন হওয়া' *(সুলায়মান আল-আশক্বার, আল-ফুৎইয়া ওয়া মানাহিজু লিল ইফতা পৃঃ ৩১-৪২)*।

দ্বীনী মাসআলা গ্রহণ সম্পর্কে তাবেঈ বিদ্বান ইবনে সীরীন বলেন, 'নিশ্চয়ই কিতাব ও সুন্নাতের ইল্‌ম হচ্ছে দ্বীনের

ভিত্তি। সুতরাং তোমরা লক্ষ্য কর যে, তোমাদের দ্বীন তোমরা কার নিকট থেকে গ্রহণ করছ' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৩, পৃঃ ৯০, 'ইলম' অধ্যায়, মুক্বাদ্দামাহ মুসলিম পৃঃ ৮)*।

তিনি আরও বলেন, 'সুন্নাতের অনুসারী হ'লে তার বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য হবে। বিদ'আতী হ'লে তার হাদীছ গ্রহণীয় হবে না'।

অতএব কাবীরা গুনাহগার ব্যক্তি যিনি তওবা করেননি, তার ফৎওয়া গ্রহণ করা থেকে আমাদের বেঁচে থাকা কর্তব্য।

প্রশ্নঃ (১৬/৩৪১)ঃ উচ্চ শিক্ষিত, সুস্বাস্থ্যবান ব্যক্তি বিবাহের প্রকৃত সময়ের ১২/১৪ বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর বিবাহ করে। এ সম্পর্কে শরী'আতের বিধান জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আনোয়ারুল হক
মহিষখোচা, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ সামর্থ্যবান যুবককে দ্রুত বিবাহকার্য সম্পাদন করার প্রতি শরী'আতে তাকীদ এসেছে। সামর্থ্য বলতে দৈহিক ও আর্থিক উভয়কেই বুঝায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'হে যুবসমাজ! তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ্য রয়েছে সে যেন বিবাহকার্য সম্পাদন করে। কেননা বিবাহ চক্ষুকে নীচু ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখার মাধ্যম। আর যে সামর্থ্য রাখে না সে যেন ছিয়াম পালন করে। কারণ ছিয়াম যৌবনকে দমন করার মাধ্যম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৮০)*। উল্লেখ্য, আর্থিক কারণে কোন ব্যক্তি বিবাহ করতে সামর্থ্য না রাখলে তাকে সহযোগিতা করা উচিত *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৩০৮৯)*।

প্রশ্নঃ (১৭/৩৪২)ঃ গরু, মহিষ দ্বারা আক্বীক্বা দেওয়া যাবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মুযযাম্মেল হক
ধুরইল, মোহনপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ গরু, মহিষ দ্বারা আক্বীক্বা করার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। এর প্রমাণে ত্বাবারাণী ছাগীর বর্ণিত হাদীছটি মওযূ বা জাল *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৬৮, ৪/৩৯৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৩৪৩)ঃ আমার নানার তিন ছেলে ও দুই মেয়ে। নানার যা জমি ছিল তা কিছু বিক্রয় করেছেন আর বাকী ছেলেদের নামে দলীল করে দিয়েছেন। বর্তমানে নানীর নামে এক বিঘা জমি আছে। এ জমি কি তার দু'মেয়ের নামে গোপনে দলীল করে দিতে পারবেন।

-আব্দুর রাযযাক
বগুড়া সদর, বগুড়া।

উত্তরঃ আপনার নানা শুধু ছেলেদের নামে জমি লিখে দিয়ে মেয়েদের হক্ব নষ্ট করেছেন, যা মহাপাপের শামিল। অনুরূপভাবে আপনার নানীও যদি শুধু মেয়েদের নামে জমি লিখে দেন, তাহ'লে ছেলেদের হক্ব নষ্ট করা হবে। এটাও কাবীরা গোনাহের অন্তর্ভুক্ত। স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির সম্পদ বন্টন সম্পর্কে বিধান প্রেরণ করেছেন। এগুলি আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখা। যে কেউ এই সীমারেখা লংঘন করবে, সে চিরস্থায়ীভাবে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষিপ্ত হবে এবং লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি ভোগ করবে *(নিসা ১৩-১৪)*।

জনৈক ব্যক্তি তার কোন এক ছেলেকে একটি গোলাম দিতে চাইলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তুমি কি তোমার বাকী ছেলেদেরকেও এরূপ দিয়েছ? উত্তরে লোকটি বলল, না। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তুমি আল্লাহ্কে ভয় কর এবং তোমার ছেলেদের মাঝে ইনছাফ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩০১৯)*। সুতরাং যার যা প্রাপ্য তা তাকেই প্রদান করতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/৩৪৪)ঃ আমার মা আমাকে অছিয়ত করেছেন সরকারী চাকুরীজীবী দেখে মেয়ের বিবাহ দিতে। কিন্তু সরকারী চাকুরীজীবী ভাল ছেলে পাওয়া যাচ্ছে না। এমতাবস্থায় কি করা যায়?

-নূরুল ইসলাম
শেরুয়া গড়ের বাড়ী
শেরপুর, বগুড়া।

উত্তরঃ আপনার মায়ের অছিয়ত শরী'আত সম্মত হয়নি। কারণ বিবাহের যে শর্তাবলী হাদীছে বর্ণিত হয়েছে এটি তার অন্তর্ভুক্ত নয় *(তিরমিযী; শাওকানী, আদ-দারারিউল মাযিয়াহ ১/১৭৩; ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/১১৬)*। অতএব তা মানা অপরিহার্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ্র নাফরমানী বিষয়ে কোন মানুষের কথা মানা যাবে না' *(শারহুস সুন্নাহ, মিশকাত হা/৩৬৯৬)*।

প্রশ্নঃ (২০/৩৪৫)ঃ আমরা শুনেছি কুরআনের প্রতি অক্ষরে ১০টি নেকী হয়। বাংলা উচ্চারণে কুরআন পড়লে প্রতি অক্ষরে ১০ নেকী হবে কি?

-ইমামুদ্দীন
প্রসাদপুর, নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ বাংলা উচ্চারণের কুরআন পড়লেও প্রতি আরবী হরফে ১০ নেকী হবে। কারণ আরবী অক্ষর উচ্চারণ করে বাংলায় লেখা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কোন ব্যক্তি কুরআনের একটি অক্ষর পড়লে ১০টি নেকী পাবে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২১৩৭ 'ফাযায়েলুল কুরআন' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২১/৩৪৬)ঃ কি পরিমাণ অর্থ-সম্পদ, টাকা-পয়সা ও স্বর্ণালংকার থাকলে যাকাত দিতে হয়?

-আবদুল হাকীম
৪ সিগন্যাল ব্যাটালিয়ন
বগুড়া।

উত্তরঃ (১) ফসলের যাকাতঃ পাঁচ ওয়াসাক্ব বা কেজির ওযনে ১৮ মন ২০ কেজি শস্য বর্ষার পানিতে উৎপাদিত হ'লে ১০ ভাগের এক ভাগ এবং সেঁচা পানিতে হ'লে ২০ ভাগের এক ভাগ ওশর দিতে হয় *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৯৭ 'যাকাত' অধ্যায়)*।

(২) স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাতঃ সোনা বা রূপার হিসাবে টাকার যাকাত বের করতে হয়। ২০ মিছক্বাল স্বর্ণ বা সাড়ে সাত তোলা বা ১০৫ গ্রাম স্বর্ণের সমমূল্য টাকা হ'লে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ বা শতকরা আড়াই টাকা হিসাবে যাকাত দিতে হবে। আর দু'শত দিরহাম রৌপ্য বা সাড়ে ৫২ তোলা বা ৫৯৫ গ্রাম রৌপ্যের সমমূল্য টাকা হ'লে চল্লিশ ভাগের এক ভাগ হিসাবে যাকাত দিতে হবে' *(আবূদাঊদ হা/১৫৭৩)*। স্বর্ণালংকার ১০৫ গ্রাম হ'লে তার দাম ধরে শতকরা আড়াই টাকা যাকাত দিতে হবে *(আবূদাঊদ হা/১৫৬৪; বুলূগুল মারাম হা/৫৯২-৫৯৩ 'যাকাত' অধ্যায়-এর ভাষ্য, তাহক্বীক্বঃ মুবারকপুরী)*।

প্রশ্নঃ (২২/৩৪৭)ঃ ৭ দিন অতিবাহিত হওয়ার পরও যদি ঋতু অব্যাহত থাকে তাহ'লে গোসল করে ছালাত ও ছিয়াম আদায় করা যাবে কি?

-সুলতানা
১৮/১৩ কচুক্ষেত
মিরপুর ১৪, ঢাকা।

উত্তরঃ ঋতুকালীন সময়সীমা সম্পর্কে হাদীছে ৩টি বিষয় বর্ণিত হয়েছে। (১) যুবতী হওয়ার প্রথম দিকে ঋতুর যে সময়সীমা থাকত, সেটাই হবে তার স্থায়ী সময়সীমা *(মুসলিম, বুলূগুল মারাম হা/১৩৯)*। (২) যতক্ষণ কালো রং থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত ছালাত থেকে বিরত থাকতে হবে। রং পরিবর্তিত হ'লে ওযূ করে ছালাত আদায় করতে হবে *(নাসাঈ, মিশকাত হা/৫৫৮, ৫৮১; বুলূগুল মারাম হা/১৩৭)*। (৩) ঋতুকাল থাকার সময়সীমা ৬ বা ৭ দিন। এরপর ছালাত আদায় করতে হবে *(নাসাঈ, বুলূগুল মারাম হা/১৩৮)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৩৪৮)ঃ কোন্ পশু-পাখিকে 'জাল্লালাহ' বলে? এদের খাওয়ার হুকুম কি?

-নাযীর হুসাইন
জান্নাতপুর, গোবিন্দগঞ্জ
গাইবান্ধা।

উত্তরঃ যে সব হালাল পশু-পাখি পায়খানা কিংবা অপবিত্র বস্তু ভক্ষণ করে, সেগুলিকে আরবী ভাষায় 'জাল্লালাহ' বলা হয়। এগুলি সরাসরি না খেয়ে তিন দিন বেঁধে রেখে খাওয়া উচিত। ইবনে ওমর (রাঃ) অপবিত্র বস্তু ভক্ষণকারী পশুর গোশত খাওয়ার ইচ্ছা করলে তিন দিন বেঁধে রাখতেন *(মুছান্নাফ ইবনে আবী শায়বা, ইরওয়া হা/২৫০৪, ২৫০৩; ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/২৫৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২৪/৩৪৯)ঃ আমার একটি গার্মেন্টসের দোকান আছে। দোকানে মেয়েরা নানান ধরনের অশালীন পোষাক পরিধান করে আসে। তাদের সাথে দরদাম করতে গিয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাদের দিকে দৃষ্টি পড়ে যায়। এখন আমার দৃষ্টি এড়ানোর কোন পদ্ধতি আছে কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
আর,ডি,এ মার্কেট
সাহেব বাজার, রাজশাহী।

উত্তরঃ বাংলাদেশে শারঈ আইন না থাকায় অধিকাংশ নারী নির্লজ্জ ও বেহায়াপনার সাথে চলাফেরা করে। ফলে পরহেযগার ব্যক্তিগণের জন্য বিদ্যমান অবস্থায় যতদূর সম্ভব মেয়েদের প্রতি কুদৃষ্টি এড়ানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, 'তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হেফাযত করে। এতে তাদের জন্য অধিক পবিত্রতা রয়েছে' *(নূর ৩০)*। নারীকে অবশ্যই পর্দার সঙ্গে চলতে হবে এবং নারী ও পুরুষ উভয়কে দৃষ্টি নত রেখে ভদ্রতার সঙ্গে সংযতভাবে লেনদেন করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৫/৩৫০)ঃ আমরা জানি আত্মহত্যাকারীর পরিণাম জাহান্নাম। বর্তমানে ফিলিস্তিনী মুজাহিদ ভাইয়েরা অভিশপ্ত ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে নিজেকে মানব বোমায় পরিণত করে মারা যাচ্ছে। আখেরাতে তাদের পরিণাম কি হবে।

-এস,এম, মনীরুযযামান
কৃপারামপুর, ধানদিয়া
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলার দ্বীনকে সমুন্নত করার লক্ষ্যে মুজাহিদগণ যেকোন কৌশল অবলম্বন করতে পারেন। যদিও নিশ্চিত হন যে, আমরা জিহাদের ময়দানে মৃত্যুবরণ করব। তারা শহীদের মর্যাদা পাবেন ইনশাআল্লাহ। কারণ ১- তাদের লক্ষ্য হ'ল আল্লাহ্র দ্বীনকে বিজয়ী করা। পক্ষান্তরে আত্মহত্যাকারীর ঐ ধরনের কোন প্রত্যাশা থাকে না। কাজেই দু'টির লক্ষ্য দু'ধরনের।

আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, মূতার যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় গোলাম যায়েদ বিন হারেছাকে তিন হাযার সৈন্যের সেনাপতি নিযুক্ত করেন। অতঃপর বললেন, যায়েদ বিন হারেছা শহীদ হ'লে জা'ফর বিন আবু ত্বালেব সেনাদলের নেতৃত্ব দিবে। সেও যদি শহীদ হয় তাহ'লে আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। পরপর তিন জনই শহীদ হ'লে খালিদ বিন ওয়ালিদ-এর হাতে নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয় এবং তাঁর হাতেই বিজয় সাধিত হয় *(ছহীহ বুখারী হা/৩৭২৮, 'মাগাযী' অধ্যায়, পৃঃ ২১০)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উক্ত ভাষণে সেনাপতিগণ অনুধাবন করেছিলেন যে, আমাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কারণ তাঁর কথা চির সত্য। এর দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা যায় যে, অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে হ'লেও আল্লাহ্র দ্বীনকে সমুন্নত করার জন্য সশস্ত্র জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া যায়।

প্রশ্নঃ (২৬/৩৫১)ঃ একাকী কিংবা জামা'আতের সাথে ছালাত আদায়কালীন সময়ে বা যেকোন সময়ে সূরা রহমানের আয়াত فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ -এর জবাব কি প্রত্যেক বারই দিতে হবে? জামা'আতের ক্ষেত্রে কি ইমাম-মুক্তাদী উভয়কেই উত্তর দিতে হবে?

-আব্দুল্লাহ
কাড়াগড়ি, ছাপারবাড়ী
বারপেটা, আসাম, ভারত।

উত্তরঃ ছালাত অবস্থায় উক্ত আয়াতের জবাবে ইমাম বা মুক্তাদী কিংবা উভয়েই কিছু বলবেন কি-না এ সম্পর্কে কোন হাদীছ বর্ণিত হয়নি। তবে আয়াতগুলি প্রশ্নবোধক। তাই জবাবের মুখাপেক্ষী। অতএব পাঠক ও শ্রোতা উভয়ের জন্য প্রত্যেকবারই নীরবে উত্তর দেওয়া বাঞ্ছনীয়। জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বের হয়ে ছাহাবীগণের নিকট পৌঁছলেন এবং তাদের নিকট সূরা আর-রহমানের শুরু হ'তে শেষ পর্যন্ত পাঠ করলেন। ছাহাবায়ে কেরাম চুপ করে থাকলেন। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আমি এক রাতে জিনদের কাছে এই সূরা পড়লে তোমাদের চেয়ে তারা ভাল উত্তর দিয়েছে। আমি যখনই فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ তেলাওয়াত করেছি, তখনই তারা لَا بِشَيْءٍ مِنْ نِعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ। বলেছে' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/৮৬১ 'ছালাতে ক্বিরা'আত পড়া' অনুচ্ছেদ)*।

উল্লেখিত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায়, প্রত্যেকবারই জওয়াব দেওয়া উচিত।

ছালাতে আয়াতের জবাব দেওয়া সম্পর্কে ছহীহ মুসলিম-এর ভাষ্যকার ইমাম নববী (রহঃ) বলেন, ইমাম ও মুক্তাদী উভয়ের জন্যই জওয়াব দেওয়া পসন্দনীয় *(মুসলিম নববী সহ ১/২৬৪ পৃঃ)*। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, উহা ছালাত ও ছালাতের বাইরে, ফরয ও সুন্নাত-নফল সকল ছালাতকে শামিল করে। তিনি মুছান্নাফে ইবনে আবী শায়বা-এর বরাতে একটি 'আছার' উল্লেখ করেন এই মর্মে যে, ছাহাবী আবু মূসা আশ'আরী ও মুগীরা বিন শো'বা (রাঃ) ফরয ছালাতে আয়াতের জওয়াব দিতেন' *(আলবানী, ছিফাতু ছালাতিন নাবী-এর টীকা পৃঃ ৮৬; বিস্তারিত দেখুনঃ ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ৯০)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৩৫২)ঃ ভেড়া-ভেড়ী দ্বারা আক্বীকা সম্পন্ন করা শরী'আত সম্মত কি? আক্বীক্বার নিয়ম-পদ্ধতি কি? ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ক্বারী হেকমতুল্লাহ
বায়তুন নূর দাখিল মাদরাসা।

উত্তরঃ ভেড়া-ভেড়ী দ্বারা আক্বীক্বা সম্পন্ন করা ছহীহ হাদীছ সম্মত। ছেলের জন্য দু'টি ও মেয়ের জন্য একটি ছাগল দ্বারা আক্বীকা করবেন *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪১৫৬)*। আবূদাঊদের অপর বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হাসান-হোসায়েনের জন্য একটি করে ভেড়া দ্বারা আক্বীক্বা দিয়েছেন বলে জানা যায় *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/৪১৫০)*।

আক্বীক্বার পদ্ধতি হ'ল, শিশু সন্তান জন্মের সপ্তম দিনে আক্বীক্বা সম্পন্ন করা, মাথা মণ্ডন করা ও নাম রাখা। তিরমিযীর ভাষ্যকার আবদুর রহমান মুবারকপুরী বলেন, আক্বীক্বার পশু কুরবানীর পশুর ন্যায় হওয়া শর্ত নয়। আক্বীক্বার গোস্ত নিজে খাবে ও অপরকে খাওয়াবে *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৫/৮৭ পৃঃ, 'আক্বীক্বা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৩৫৩)ঃ কোন্ কোন্ শ্রেণীর লোকের ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবূল হয় না। তাদের আওতায় পড়লে আমাদের করণীয় কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক জওয়াব দানে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ আবু সাঈদ
বল্লা বাজার, কালিহাতী, টাংগাইল।

উত্তরঃ কোন মুসলিম ব্যক্তির ইবাদত আল্লাহ্র নিকট কবূল হওয়ার পূর্বশর্ত হ'ল তিনটিঃ (১) ছহীহ আক্বীদা। যা সম্পূর্ণরূপে শিরক বিমুক্ত ও নির্ভেজাল তাওহীদ ভিত্তিক হবে (২) ছহীহ তরীকা। অর্থাৎ যা হবে ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক এবং সকল প্রকার বিদ'আত মুক্ত (৩) খালেছ নিয়ত। অর্থাৎ সকল প্রকার রিয়া তথা লোক দেখানো ও নিফাক্ব মুক্ত আমল।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যে ব্যক্তি তার পালনকর্তার সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম সম্পাদন করে এবং তার পালনকর্তার ইবাদতে কাউকে শরীক না করে *(কাহ্ফ ১১৩)*। যারা উক্ত শর্তানুযায়ী ইবাদত করবে না তাদের ইবাদত কবুল হবে না। ঐ আওতায় কেউ পড়ে গেলে তাকে তওবা করে উপরোক্ত শর্তানুযায়ী ইবাদত শুরু করতে হবে।

প্রশ্নঃ (২৯/৩৫৪)ঃ অধিকাংশ মহিলাকে দেখা যায় স্বামীর আগে খাওয়া-দাওয়া করে না। এমনকি কোন কারণবশতঃ স্বামী সারা দিন বাড়ীতে না আসলেও না খেয়ে কাটায়। এটা কি শরী'আত সম্মত। এর জন্য স্ত্রী কি কোন প্রতিদান পাবে?

-মিসেস হালীমা বেগম
কাজী ভিলা, কালীগঞ্জ
দেবীগঞ্জ, পঞ্চগড়।

উত্তরঃ এটা কোন শরী'আতের বিধান নয়। এজন্য কোন বাধ্যবাধকতাও নেই। তবে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে উভয়ের জন্য এরকম প্রতীক্ষা করতে পারে। কেননা স্বামী-স্ত্রী একত্রে খাওয়াতে পারস্পরিক মহব্বত বৃদ্ধি পায় এবং তাতে বরকতও রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'তোমরা একত্রিতভাবে খাও। পৃথক পৃথকভাবে খেয়ো না। কেননা একত্রিতভাবে খাওয়ার মধ্যে তোমাদের জন্য বরকত রয়েছে' *(ছহীহ ইবনে মাজাহ হা/২৬৫৮ 'একত্রিতভাবে খাওয়া' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৩৫৫)ঃ কোন মহিলা মাহরাম ব্যক্তি ছাড়া ২০/২২ কিলোমিটার দূরে গিয়ে নিজের কার্য সম্পাদন করতে পারে কি?

-রাবে'আ আখতার
উত্তর নাগরিয়া কান্দী, নরসিংদী।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাহরাম ছাড়া মহিলাদেরকে সফর করতে নিষেধ করেছেন' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩, ২৫১৫ 'মানাসিক' অধ্যায় পৃঃ ২২১)*। অতএব মহিলাদের মাহরাম ছাড়া সফর করা নিষিদ্ধ। তবে যদি রাস্তা নিরাপদ হয় অথবা কাফেলা বিশ্বাসী হয় এবং সর্বোপরি যদি অভিভাবকের অনুমতি থাকে, তাহ'লে যেতে পারে। যেমন, 'আদী ইবনে হাতেম (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বললেন, হে 'আদী! তুমি কি হীরা দেখেছ? 'আদী বলেন, না। কিন্তু হীরা সম্পর্কে আমার জানা আছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমার জীবন যদি দীর্ঘ হয়, তাহ'লে তুমি দেখতে পাবে হীরা হ'তে মেয়েদের কাফেলা কা'বায় এসে ত্বাওয়াফ করবে। অথচ তারা আল্লাহ্কে ছাড়া কাউকে ভয় করবে না' *(ছহীহ বুখারী ৪/১৭৫ পৃঃ 'নবুওয়াতের পরিচয়' অনুচ্ছেদ; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৫৩৫ পৃঃ, 'মহিলাদের হজ্জ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৩৫৬)ঃ আযান শুনে বাড়ীতে একাকী ছালাত আদায় করলে ছালাত শুদ্ধ হবে কি? জামা'আতে ও একাকী ছালাত আদায়ে ছওয়াবের পার্থক্য জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুহাম্মাদ মামূনুর রশীদ
উজালখলসী, দূর্গাপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ ঈমানদারদের জন্য এরূপ করা মোটেও বাঞ্ছনীয় নয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতূমের মত একজন অন্ধ ছাহাবীকেও বাড়ীতে ছালাত আদায় করার অনুমতি দেননি' *(মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫৪)*। তবে আযান শুনে বাড়ীতে ছালাত আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে এবং নিঃসন্দেহে তা আদায় হয়ে যাবে' *(তিরমিযী, মালেক, নাসাঈ, আবূদাঊদ, মিশকাত হা/১১৫২, ১১৫৩, ১১৫৫ 'দু'বার ছালাত আদায় করা' অনুচ্ছেদ)*।

একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে জামা'আতে ছালাত আদায়ে ২৫ গুণ ছওয়াব বেশী। তবে এই ছালাত মসজিদের সাথে সম্পর্কিত। আবু হুরায়রাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তির মসজিদে জামা'আতের সাথে ছালাত আদায় করা, তার ঘরে বা বাজারে ছালাত আদায় অপেক্ষা ২৫ গুণ ছওয়াব বেশী' *(বুখারী হা/৬৪৭; ফৎহুলবারী ২/১৫৪ পৃঃ, 'জামা'আতে ছালাত আদায়ের ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অবশ্য মসজিদের বাইরেও জামা'আতে ছালাত আদায় করলে একাকী ছালাত আদায়ের চেয়ে নেকী অবশ্যই বেশী হবে ইনশাআল্লাহ।

প্রশ্নঃ (৩২/৩৫৭)ঃ যদি কোন ষাঁড় স্বীয় মা, খালা ও বোনদের সাথে মেলামেশা করে, তবে ঐ পশুগুলির বাচ্চা হ'লে দুধ খাওয়া যাবে কি? আমার আব্বা মনে করেন, এগুলি অবৈধ সন্তান। সেই কারণে তিনি দুধ পান করেন না। এ ব্যাপারে শরী'আতের ফায়ছালা কি?

-নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক
কমরগ্রাম, বানীয়াপাড়া
জয়পুরহাট।

উত্তরঃ কুরআন-সুন্নাহ্র বিধান মেনে চলার তথা আল্লাহ্র ইবাদতের হুকুম একমাত্র মানুষ ও জিন্ন জাতির উপর অর্পিত হয়েছে' *(যারিয়াত ৫৬)*। পশুর উপরে নয়। আল্লাহ বলেন, 'উহা একমাত্র আল্লাহ্র সীমারেখা। তোমরা ঐ সীমা লংঘন করো না। যারা আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমা লংঘন করবে তারা যালেম' *(বাক্বারাহ ২২৯)*। জিন ও ইনসানের উপরে অর্পিত হুকুমকে পশুর উপরে আরোপ করা আল্লাহ নির্ধারিত সীমা লংঘনের শামিল। অতএব ঐ দুধ খাওয়া নিঃসন্দেহে জায়েয এবং ঐ দুধ খাওয়া যাবে না, এরূপ ধারণা পোষণ করা মোটেই উচিত নয়।

প্রশ্নঃ (৩৩/৩৫৮)ঃ শিক্ষিকা ও ছাত্রীরা মাসিক অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াত অথবা কুরআন শিক্ষা দিতে পারবেন কি? তাঁরা ঐ অবস্থায় আত-তারহীক পাঠ করতে পারবেন কি?

-আবুল কালাম আযাদ
উপযেলা কৃষি অফিস
কুমারখালী, কুষ্টিয়া।
ও
সুলতানা
১৮/১৩ কচুক্ষেত
মিরপুর-১৪, ঢাকা।

উত্তরঃ ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন স্পর্শবিহীনভাবে তেলাওয়াত করা এবং উহা দো'আ হিসাবে পড়া জায়েয। আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র যিকির করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬; সুবুলুস সালাম ১/১২১ পৃঃ, হা/৭২)*।

উক্ত হাদীছের ব্যাখ্যায় ভাষ্যকার আল্লামা ছান'আনী বলেন, فتدخل تلاوة القران ولو كان جنبا 'সর্বাবস্থায় যিকির করার মধ্যে অপবিত্র অবস্থায় কুরআন তেলাওয়াতও অন্তর্ভুক্ত'। তিনি আরো বলেন, لَايَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُوْنَ 'পবিত্রগণ ব্যতীত কেউ উহা স্পর্শ করে না' (ওয়াক্বি'আহ) অর্থ ফেরেশতাগণ! এখানে বিনা ওযূ উদ্দেশ্য নয়। বরং বিনা ওযূতে কুরআন পড়া জায়েয' *(ঐ)*। ইমাম আবূ হানীফা ও ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, অপবিত্র অবস্থায় দো'আ হিসাবে, শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে, যিকির-আযকার হিসাবে কুরআন তেলাওয়াত জায়েয। যেমন- সফরের দো'আয় কুরআনের আয়াত পাঠ করা ইত্যাদি' *(আল-ফিক্বহুল ইসলামী ওয়া আদিল্লাতুহু ১/৩৮৪ পৃঃ)*।

ঋতুবতী মহিলা কুরআন পড়তে পারে তার প্রমাণে ইমাম বুখারী কয়েকটি 'আছার' পেশ করেছেন। যেমন ইবরাহীম (রহঃ) বলেন, لا بأس أن تقرأ الآية 'ঋতুবতী অবস্থায় কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই'। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, 'অপবিত্র ব্যক্তির জন্য কুরআন পড়ায় কোন দোষ নেই' *(বুখারী ১/৪৪ পৃঃ)*। তিনি আরো বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অপবিত্র অবস্থায় দো'আ পড়তেন' *(ইরওয়া ২/৪৫ পৃঃ)*। ইমাম বুখারী, ইবনুল মুনযির ও অন্যান্যরা ঋতু বা অপবিত্র অবস্থায় কুরআন পড়া জায়েয বলেছেন' *(ইরওয়া ২/২৪৪-৪৫)*। তবে কুরআন স্পর্শ করে পড়া নিষিদ্ধ' *(ইরওয়া ১/১৫৮-৬১ পৃঃ, হা/১২২)*।

উল্লেখ্য, যে সকল হাদীছে ঋতু অবস্থায় কুরআন পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, সে হাদীছগুলি যঈফ' *(আলবানী, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৪৬০, ৬১, ৬২, ৬৩ 'নাপাক ব্যক্তির সাথে মেলামেশা ও তার জন্য যা বৈধ' অনুচ্ছেদ; ইরওয়া হা/৪৮৫-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*। অতএব কুরআন হৌক বা কুরআনের আয়াত সম্বলিত মাসিক আত-তাহরীক বা অনুরূপ কোন ধর্মীয় বই-পুস্তক হৌক ঋতু অবস্থায় তা পাঠ করা যাবে।

প্রশ্নঃ (৩৪/৩৫৯)ঃ গরুহাট জামে মসজিদের বারান্দায় পাঁচফিট চার ইঞ্চি উঁচুতে মসজিদের নেমপ্লেট দেওয়া হয়েছে। তাতে মুছল্লীদের ছালাত অবস্থায় দৃষ্টি পড়ে। নেমপ্লেটে লেখা আছে, 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম, ... গরুহাট জামে মসজিদ ভবনের শুভ উদ্বোধন করেন জনাব ..., মাননীয় চেয়ারম্যান, ... ইউনিয়ন পরিষদ'। এতে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি-না ছহীহ দলীলের আলোকে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মসজিদের মুছল্লীবৃন্দ।

উত্তরঃ নেমপ্লেট মসজিদের বাহিরে রাখাই ভাল। নইলে ঐদিকে নযর যাওয়ার কারণে মুছল্লীগণের একাগ্রতা বিনষ্ট হওয়ার আশংকা রয়েছে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি চাদরে ছালাত আদায় করলেন, যাতে কিছু চিহ্ন ছিল। তিনি সেই চিহ্নের দিকে একবার দৃষ্টি দিলেন এবং ছালাত শেষ করে বললেন, চাদরটি প্রদানকারী আবু জাহমের নিকট নিয়ে যাও এবং তার 'আম্বেজানিয়া'টি (এক প্রকার চিহ্ন বিহীন কাপড়, যা শাম দেশের সাম্বাজ শহরে তৈরী হ'ত) নিয়ে এসো। কেননা এটি এখনই আমাকে আমার ছালাতে একাগ্রতা হ'তে বিরত রেখেছিল' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ)*। বুখারীর অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আমি এর চিহ্নের দিকে তাকিয়েছিলাম। অথচ তখন আমি ছালাতে। সুতরাং আমার ভয় হচ্ছে এটি আমাকে গোলমালে ফেলবে' *(ঐ, মিশকাত ছালাত অধ্যায় 'সতর' অনুচ্ছেদ হা/৭৫৭)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা বুঝা যায় যে, এর ফলে ছালাত নষ্ট হবে না। তবে ছালাতে এমন কোন বস্তু মুছল্লীগণের সামনে রাখা যাবে না, যাতে ছালাতের একাগ্রতা বিনষ্ট হয়। সুতরাং নেমপ্লেটটি মসজিদের বাহিরে অথবা ৭/৮ ফিট উপরে রাখার ব্যবস্থা করতে হবে, যাতে মুছল্লীর নযরে না পড়ে।

প্রশ্নঃ (৩৫/৩৬০)ঃ জনৈক ব্যক্তি তার একাধিক কন্যা সন্তানের মধ্যে হজ্জে যাওয়ার পূর্বে জমি বণ্টন করেন এবং কিছু সম্পত্তি তার নিজ নামে রাখেন। উল্লেখ্য যে, ঐ ব্যক্তির দুই ভাই, দুই বোন ও মা জীবিত আছেন। বন্টনটি বৈধ হয়েছে কি-না?

-সাইফুল ইসলাম
গোপালপুর কলোনী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
গড়মাটি, বড়াইগ্রাম, নাটোর।

উত্তরঃ উল্লেখিত প্রশ্নে শুধু কন্যাদের মাঝে সম্পদ বন্টন করা ঠিক হয়নি। বরং ভাই-বোন ও মায়ের উক্ত সম্পদে হক্ব রয়েছে। মোট সম্পত্তি ছয় ভাগে বিভক্ত হবে। কন্যাগণ ৬ ভাগের ৪ ভাগ, মা ৬ ভাগের ১ ভাগ এবং ২ ভাই ও ২ বোন অবশিষ্ট ১ ভাগ পাবে ভাইয়েরা বোনদের দ্বিগুণ পাবে *(নিসা ১৭৬)*।

মুক্তি ক্লিনিক প্রাঃ লিঃ
লক্ষ্মীপুর, রাজশাহী।
এতদ অঞ্চলের প্রথম বেসরকারী চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান
সুবিধাদিঃ
❑ রোগ নির্ণয়ের পূর্ণ ব্যবস্থা
❑ চিকিৎসা ❑ অপারিশন
ডাঃ এস,এম,এ মান্নান
ব্যবস্থাপনা পরিচালক
ফোনঃ ৭৭৪৩৩৭, ৭৭৫৪৪৭

নিউ সাত্তার ব্রাদার্স
এখানে সিল্ক শাড়ী, থ্রিপিচ সহ ভ্যারাইটিস ডিজাইন উন্নতমানের বিভিন্ন ধরনের পোশাক পাওয়া যায়।
গোনাদীঘির মোড়
সাহেব বাজার, রাজশাহী।